সচিত্র

অদ্ভুত-হত্যাকাণ্ড।

শ্রীকিশোরীমোহন বাক্‌চি

প্রণীত।

৩৮।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে

পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৮।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, "ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেসে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৫।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গৃহত্যাগ।

চৈত্র মাস। দিবা দ্বিপ্রহর, রৌদ্র প্রখর,—বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকিতে কষ্ট হয়। প্রচণ্ড উত্তাপে চারি দিক দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। পাখীরা পল্লবান্তরালে নীরবে বসিয়া আছে। সমস্ত জগৎ যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

এইরূপ সময়ে ভাগীরথীর তীরে বৃক্ষতলে ছায়ায় দাঁড়াইয়া একটী দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবক একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার সহিত কথোপকথন করিতেছিল।

যুবকের শরীর বলিষ্ঠ, মুখে গাম্ভীর্য্য ও শৌর্য্য ভাব বিরাজ করিতেছে, কিন্তু তাহার মুখে যেন কি এক বিষাদের মেঘ ভাসিয়া রহিয়াছে।

বালিকা সুন্দরী। লোকে যাহাকে সুন্দরী বলে, বালিকা সেরূপ সুন্দরী নহে। তাহার রংটী গৌর নহে, সুতরাং তাহার রূপের তেমন তেজ নাই। তাহা ছাড়া সবই ঠিক আছে,—চোক

পাতলা, চোখ বড় ও ভাসা ভাসা, হাত পা ছোট ও গোলগাল, গড়নখানি মানানসত। তাহার সুন্দর মুখ খানিতে যেন কি এক স্বর্গীয় কোমলতা বিরাজ করিতেছে। তাহা দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা যায়।

বালিকার পরিধানে একখানি চেলি। অঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারও আছে। মুখখানি দেখিলেই মধ্যবিৎ গৃহস্থের কন্যা বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

যুবকের পরিধানে মলিন বস্ত্র, পায় পাদুকা নাই, দেখিলে তাহাকে নিতান্ত দরিদ্র বলিয়াই প্রতীতি জন্মে।

বালিকা অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া ছিল। যুবক তাহার হাত ধরিয়া নির্নিমেষনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। সহসা বলিল, "স্নেহ, আমি আজিই যাইব স্থির করিয়াছি।"

বালিকা ধীরে ধীরে মস্তক তুলিল। তাহার বিশাল নয়নদ্বয় জলে ভাসিতেছিল,—সে ধীরে ধীরে কহিল, "কেন ?"

যুবক করুণকণ্ঠে কহিল, "টাকা রোজগার করিবার জন্য কলিকাতায় যাইব। যদি টাকা রোজগার করিতে পারি, ফিরিব,—না হয়, এই পর্য্যন্ত।"

বালিকা কহিল, "এখানে থাক না কেন ?"

যুবক বলিল, "না,—টাকা রোজগার করিতে না পারিলে তোমার বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন না। তাই টাকা রোজগার করিব। দেখি পারি কি না।"

বালিকা ধীরে ধীরে মুখ তুলিল, কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সে আবার মস্তক অবনত করিল। তাহার চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতেছিল।

সুশীলকুমার বলিল, "তুমি অমন করিলে আমার যাওয়া হইবে না,

৩য় পৃষ্ঠা দেখুন।

যুবক বলিল, "ভগবানের নামে চলিলাম। ভগবানের নামে তোমাকে ও ইন্দুকে রাখিয়া যাইতেছি; দেখি আমি টাকা রোজগার করিতে পারি কি না। দেখি তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয় কি না,—আমাকে ভুলিও না। আমাকে কি তুমি একবারে ভুলিয়া যাইবে?"

বালিকা মস্তক না তুলিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিল, "না।"

যুবক ব্যাকুলভাবে কহিল, "আমাকে সময়ে সময়ে চিঠি লিখিবে ত?"

বালিকা কহিল, "লিখিব।"

যুবক কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া করুণকণ্ঠে বলিল, "তবে আমি যাই, স্নেহ?"

বালিকা কথা কহিল না। তাহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছিল, সে অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিতেছিল, কোন কথা কহিতে পারিল না।

যুবক আবার বলিল, "তবে আমি যাই?"

তথাপি বালিকা কোন কথা কহিল না।

তখন যুবক বলিল, "তুমি অমন করিলে আমার যাওয়া হইবে না, স্নেহ!"

বালিকা এবার মস্তক তুলিল। তাহার সজল চক্ষুদ্বয় যুবকের চক্ষে মিলিত হইল। তাহার কণ্ঠ হইতে অস্ফুটস্বরে নির্গত হইল, "যাও।"

যুবক আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সত্বর সে স্থান পরিত্যাগ করিল। কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া দেখিল, বালিকা সেইরূপ অবনত মস্তকে বৃক্ষতলায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

যুবক দাঁড়াইল। যেন কি তাহার মনে উদিত হইতেছিল, সে তাহাই দমন করিবার প্রয়াস পাইল। অবশেষে তাহাকে ফিরিতে হইল।

নিমিষ মধ্যে বালিকার নিকট আসিয়া যুবক দুই হাতে তাহার মুখখানি তুলিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার ওষ্ঠে চুম্বন করিল। তাহার পর দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বালিকা বহুক্ষণ তথায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তৎপরে ধীরে ধীরে অঞ্চলে চক্ষু জল মুছিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

বিদায় মুহূর্তে যুবক বুঝিল স্নেহ তাহার হৃদয়ে কতটা স্থান অধিকার করিয়াছে। সে সময় তাহার বুকটা যেন অনেকটা খালি বোধ হইল।

স্নেহর কি কিছুই হইল না? স্নেহ বালিকা, অন্তরের ব্যথা অন্তরে চাপিয়া রাখা স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। স্নেহর যাহা হইল, তাহা সে ভিতরেই রাখিল, বাহিরে কেহই জানিল না।

নবদ্বীপ গঙ্গাতীরে এ দৃশ্য সংঘটিত হইয়াছিল। যুবকের নাম সুশীলকুমার, জাতিতে কায়স্থ। অতি শৈশব অবস্থায় তাহার পিতৃমাতৃ বিয়োগ হইয়াছিল। তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ ছিল না। একমাত্র পিসী ছিলেন, তিনিই সুশীলকুমারকে মানুষ করিয়াছিলেন। তাঁহারও একটী কন্যা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। বৃদ্ধা তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু সে কন্যাও অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে বিবাহের পরে বিধবা হইয়াছিল। তাহার নাম ইন্দু, সে সুশীলকুমার হইতে বয়সে তিন বৎসর ছোট ছিল।

বৃদ্ধার হাতে কিছু পয়সা ছিল, তাহাতেই তাহাদের একরূপ অতি দুঃখে কষ্টে সংসার চলিত। বৃদ্ধা সুশীলকে তথাপি লেখা-

পড়া শিখাইতে ত্রুটি করেন নাই। সুশীল নিজ চেষ্টায় বাঙ্গালা লেখাপড়া বেশ শিখিয়াছিলেন।

স্নেহ তাহার প্রতিবেশী রামরূপ ঘোষ মহাশয়ের কন্যা। ঘোষ মহাশয় বেশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তিনি সম্ভ্রান্ত বলিয়াই নবদ্বীপে পরিচিত। সুশীলদের নিতান্ত টানাটানি অবস্থা দেখিয়া, তিনি দয়া করিয়া তাহাকে তাঁহার কন্যা স্নেহকে লেখাপড়া শিখাইতে বলেন। এ জন্য তিনি সুশীলকে মাসে তিন টাকা করিয়া দিতেন। কিন্তু স্নেহের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইলে, তিনি তাঁহার লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিয়া, কন্যার বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বাঙ্গালার জলবায়ুতে স্নেহ এখন আর বালিকা নাই—কিশোরী। বাঙ্গালীর ঘরে ১২ বৎসরের বালিকা অন্তরে অনেক পরিপুষ্ট হয়। সরলা সুশীলকুমারকে ভালবাসিত, সঙ্গলিপ্সু মানুষের মন যেমন সঙ্গীকে ভালবাসে, সেইরূপ ভালবাসা? না না, তাহা ছাড়া আরও একটু কিছু জড়িত আছে।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন রাত্রে সুশীলকুমার একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগে নিজ কাপড়গুলি পুরিয়া, কোমরে কুড়ীটী টাকা বাঁধিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া নৌকায় চড়িয়া কলিকাতায় রওনা হইল।

যাইবার সময় ভগ্নী ইন্দুকে একখানি পত্র লিখিয়া গেল। সেই পত্রে তাহার প্রস্থানের কথা পিসীমাতাকে বলিতে বলিল। পর দিন প্রাতে পিসীমাতা এ সংবাদ পাইয়া উঠানে বসিয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইন্দু তাহার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুশীলকুমারের নৌকা আসিয়া কলিকাতার জগন্নাথ ঘাটে লাগিল। সুশীলকুমার নিজ ব্যাগটী হাতে লইয়া ধীরে ধীরে নৌকা হইতে নামিয়া বহু জনাকীর্ণ কলিকাতা সহরের রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সহরে।

কলিকাতা যে কি, সে জ্ঞান তাহার একেবারেই ছিল না। এখানে চারিদিকে বড় বড় বাড়ী, শত শত গাড়ী ঘোড়া, হাজার হাজার লোক—দেখিয়া সুশীলকুমার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দুই একখানা গাড়ী প্রায় তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল; সহিসের চীৎকারে সে লম্ফ দিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

এই সময় একে একে রাজপথের গ্যাসগুলি জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সে বিস্মিত ভাবে সেইদিকে চাহিয়া ছিল। দুই একজন লোক তাহাকে ধাক্কা দিয়া বলিল, "রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াতে পারো না, বাপু!"

সুশীলকুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিস্তৃত কলিকাতা সহরের সকলই তাহার অপরিচিত। কোথায় যাইবে, কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

যখন সে এইরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান ছিল সেই সময়ে একটী ভদ্রলোক তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, বোধ হয় আজ নূতন কলিকাতায় এসেছেন?"

সুশীলকুমার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল,—তাঁহার বেশভূষা ভদ্রোচিত, বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর; তাঁহার হস্তেও একটী ব্যাগ।

সুশীলকুমার বলিল, "আমি এই মাত্র পৌঁছিয়াছি।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "হাঁ, আমিও এইমাত্র পৌঁছিয়াছি। মহাশয় কোথায় থাকিবেন? নিশ্চয়ই কোন আত্মীয়ের বাড়ী যাইতেছেন?"

"আমার এখানে কোন পরিচিত লোক নাই।"

"তবে কোথায় থাকিবেন?"

"তাহাই ভাবিতেছি।"

আমার একটি আত্মীয় মেছুয়াবাজারে থাকেন, আমি সেই-খানেই যাইতেছি। যদি আপত্তি না থাকে আজ চলুন, সেইখানেই থাকিবেন, কাল বাসা ঠিক করিয়া লইবেন।"

সুশীলকুমার কোথায় থাকিবে, কি করিবে, তাহার কিছুই স্থির ছিল না, সুতরাং সে ভাবিল এই রাত্রে এ সহরে কোথায় সে যাইবে; তাহার পক্ষে এই ভদ্রলোকের সহিত যাওয়াই ভাল। আজ কোন গতিকে রাত্রিটা কাটাইয়া দিতে পারিলে কাল দিনের বেলায় একটা বাসা ঠিক করিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। এই সকল ভাবিয়া সে বলিল, "আপনি যদি আমাকে সঙ্গে লন, তবে বড় উপকৃত হই। কাল একটা বাসা ঠিক করিয়া লইব।"

তিনি বলিলেন, "চলুন;—ভদ্রলোকের উপকার ভদ্রলোকের করাই উচিত। আপনি এক রাত্রি থাকিবেন মাত্র,—ইহাতে আমার আত্মীয় নিশ্চয়ই খুব আহ্লাদিত হইবেন।"

তখন তাঁহারা উভয়ে চলিলেন। নানা গলির ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা ভগ্নপ্রায় বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন। সেই বাড়ীর ভিতর একটা গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই ভদ্রলোক

একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ইনিই আমার আত্মীয়।" তৎপরে সুশীলকুমারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বসুন।" সেখানে আরও তিন চার জন লোক উপস্থিত ছিল।

সুশীলকুমার একদিকে বসিল। ভদ্রলোকটী বলিলেন, "ইনি আজ নূতন কলিকাতায় এসেছেন। আজ আমাদের এখানে থাকিবেন। কাল বাসা দেখিয়া লইবেন।

তাঁহারা সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "বেশ ত—বেশ ত।"

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কোথা হইতে আসা হইতেছে?"

সুশীল বলিল, "নবদ্বীপ থেকে আসিতেছি।"

আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা?

সুশীল উত্তর করিল, "কায়স্থ।"

তখন একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম?"

সুশীলকুমার বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়াই মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, সে কলিকাতায় একটা অপর কোন নূতন নাম গ্রহণ করিবে। যদি কখনও অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, তবে পরে নিজ নাম ও পরিচয় প্রকাশ করিবে। সুতরাং তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া মুখে যাহা আসিল, তাহাই বলিয়া ফেলিল; বলিল "আমার নাম শান্তশীল।"

তখন সেই পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক বলিলেন, "আসুন, হাত মুখ ধুয়ে ফেলুন। এখনই খাবার প্রস্তুত হইবে।"

সুশীলকুমার তাঁহার সহিত অন্য গৃহে প্রস্থান করিল।

তাহারা প্রস্থান করিলে অন্যান্য সকলে তথায় বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। সরলচিত্ত কলিকাতায়

নব-আগন্তুক সুশীলকুমার বুঝিতে পারিল না যে, তাহার সহিত যে ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি কলিকাতার নূতন লোক নহেন।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় তাঁহারা সকলে আহারে বসিলেন। সুশীলকুমার দেখিল, আহারের উত্তম বন্দোবস্ত। সে সমস্ত দিন নৌকায় কিছুই আহার করে নাই, সুতরাং উত্তম আহার্য্য পাইয়া বিশেষ পরিতোষের সহিত ভোজন করিল।

একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতায় কি মনে করে এসেছেন?"

সুশীলকুমার বলিল, "কোন কাজ-কর্ম্ম বা একটা চাকরীর যোগাড়ে এসেছি।"

একজন বলিলেন, "কলিকাতায় কাজ-কর্ম্মের অভাব কি?"

সুশীলকুমার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মনে করেন যে, আমি শীঘ্রই একটা কিছু যোগাড় করিতে পারিব?"

"কেন পারিবেন না? মাসখানেক অবশ্য যোগাড় করিতে লাগিবে। ততদিন খরচ চালাইবার মত কিছু সঙ্গে আছে তো?"

"হাঁ কিছু আছে। আপনারা যদি কাল একটা আমাকে বাসা যোগাড় করিয়া দেন ত বড় উপকার হয়।"

"কেন দিব না, অবশ্য দিব।"

এই সময় সুশীলকুমার জল পান করিয়া বলিল, "এ জলটা কেমন কষা বলিয়া বোধ হইতেছে, একি গঙ্গার জল?"

"না এ কলের জল। শিবের নলে আসে বলে একটু কষা।"

সুশীলকুমার কোন কথা কহিল না, নানা কারণে সে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল; তাহার বোধ হইল যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্-ঝিম্

করিতেছে, সে বলিল, "কাল সমস্ত রাত্রি ঘুমাই নাই। ঘুম পাইতেছে।"

ভদ্রলোকটী বলিলেন, "আসুন না, আপনার বিছানা ঠিক আছে।"

সুশীলকুমার উঠিল। টলিতে টলিতে চলিল, তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছিল। সে অনেক কষ্টে যাইয়া শয়ন করিল।

শয়ন করিবামাত্রই সে গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হইল,—তাহার বোধ হইল যেন কে তাহাকে ধরাধরি করিয়া তুলিতেছে। তাহার পর তাহার আর কোন সংজ্ঞা নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়লাভ।

যখন তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন সে দেখিল যে সে একটা অন্ধকার ঘরে পড়িয়া আছে। রুদ্ধ দ্বারের ভিতর দিয়া একটু একটু আলো আসিতেছে।

সে অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল। কিন্তু তখনও তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছিল। সে দেখিল ঘরে জনমানবের চিহ্ন নাই, গৃহ প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ ধূলা ও আবর্জ্জনায় পূর্ণ। সে সেই আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে।

তাহার বস্ত্রাদি বা ব্যাগের কোন চিহ্ন নাই। তাহার পরিধানের বস্ত্রখানিও নাই, তৎপরিবর্ত্তে একখানি অতি ছিন্ন অতি মলিন বস্ত্র তাহার কোমরে জড়ান রহিয়াছে। তখন সে বুঝিল, সে জুয়াচোরের হস্তে পড়িয়াছিল। তাহারা তাহাকে অজ্ঞান করিয়া যাহা কিছু ছিল সমস্তই অপহরণ করিয়াছে। তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে আবার বসিয়া পড়িল। বহুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। নানা চিন্তায় তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল।

সে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া একাদকে

চলিল। তাহার ভাব ও বেশ দেখিয়া সকলে তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিল। সেও সকলের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিতে লাগিল।

সে ভাবিল গঙ্গার ধারে যাই দেশের কোন নৌকা পাইলে দেশে ফিরিয়া যাইব। কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া আবার কলিকাতায় আসিব। আবার ভাবিল, মরিতে হয়,—এইখানেই মরিব—এখন কিছুতেই দেশে ফিরিব না।

ক্ষুধায় সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল। ভাবিল, গঙ্গার ধারে যাই। কোন পরিচিত মাঝির সহিত দেখা হইলে তাহার নিকট একটাকা ধার করিয়া লইব। তাহার পর আবার ভাবিল "আমাকে এ বেশে দেখিলে তাহারা বলিবে কি ?

যাহাই হউক সে গঙ্গার ধারে যাওয়াই স্থির করিয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, গঙ্গার ধারে কোন পথে যাইব ?"

সে ব্যক্তি কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বেশ লক্ষ্য করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, "কলিকাতা সহরে কত রকমেরই জুয়াচোর আছে, বেটা লোক চেন না ?"

সুশীলকুমার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে তাহার চারিদিকে জনতা জমিয়া গেল। তাহার ভাবভঙ্গী ও বেশ দেখিয়া সকলেই তাহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিল। দুই একটা দুষ্ট বালক তাহার পশ্চাৎ হইতে তাহার ছিন্নবস্ত্র ধরিয়া টানিল।

সুশীলকুমার মনে করিল যে, সে যথার্থই পাগল হইতেছে। অন্য লোক হইলে নিশ্চয়ই পাগল হইত, কিন্তু সে দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবক হইলেও তাহার হৃদয়ে অসীম সাহস ও তেজ ছিল।

তাহার শরীরেও সিংহের বল ছিল,—সে তাহার উৎপীড়নকারী-দের দুই চারিটাকে দূরে নিক্ষেপ করিল।

তখন সেইখানে একটা মহা গোল উঠিল। চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সুশীলকুমার শত শত লোক কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইল। "চোর, চোর" "পুলিশ—পুলিশ," "পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা" শব্দ চারিদিক হইতে উঠিতে লাগিল। অনেকে তাহাকে প্রহার করিতেও উদ্যত হইল কিন্তু তাহার বীরভাব দেখিয়া কেহই তাহার নিকটস্থ হইতে সাহস করিল না।

এই সময়ে একখানি সুন্দর গাড়ীতে একটি বাবু যাইতে ছিলেন। কিসের গোল দেখিবার জন্য তিনি মুখ বাড়াইয়া জনতার দিকে চাহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ছিন্ন বসন পরিধৃত সুশীল কুমারের প্রতি পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইতে আজ্ঞা করিলেন।

তিনি গাড়ী হইতে জনতা ঠেলিয়া সুশীলকুমারের দিকে চাহি-লেন,—তাঁহাকে বড় লোক দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। সুশীলকুমারের দৃষ্টিও তাঁহার উপর পড়িল।

সে ছুটিয়া তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "মহাশয়, আমাকে রক্ষা করুন।"

ভদ্রলোক সুশীলকুমারের হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, আমার সঙ্গে এস—সহিস।" সহিস ছুটিয়া নিকটস্থ হইল। সে সবলে ধাক্কা মারিয়া লোক সরাইয়া দিতে লাগিল। সুশীলকুমারকে লইয়া ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী শীঘ্রই দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাবুটির নাম সীতানাথ রায়, ইনি সওদাগরি আফিসের মুৎসুদ্দি,—কলিকাতার মধ্যে একজন গণ্যমান্য বড় লোক। তিনি অন্যান্য বড় লোকের ন্যায় ছিলেন না। তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যের কথা সকলেই শত মুখে বলিত। তিনি একজন বিশেষ বিচক্ষণ লোক বলিয়া সকলের নিকট মাননীয় ছিলেন।

অন্য সকলে সুশীলকুমারকে পাগল স্থির করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহার মুখ দেখিয়া তখনই বুঝিয়াছিলেন যে, এ যুবক প্রকৃতই পাগল নহে। কোন কারণে ইহার এ অবস্থা হইয়াছে।

সুশীলকুমার গাড়ীতে উঠিয়া হাঁপাইতে ছিল,—সে গাড়ীতে ঠেসান দিয়া বসিয়া চক্ষু মুদিত করিয়াছিল, তাহার সংজ্ঞা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল।

সীতানাথ বাবু তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। একখানি সংবাদ-পত্র খুলিয়া তাহাই দেখিতে ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিলেন না; বক্র-দৃষ্টিতে সুশীলকুমারের মুখ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

এক বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল, পাঁচ ছয় জন দ্বারবান্ উঠিয়া সেলাম করিল। একজন খানসামা ছুটিয়া গাড়ীর নিকট আসিল। সীতানাথ বাবু নামিলেন, সুশীল-কুমারকে নামিতে বলিলেন। তৎপরে উভয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন। একটি পঞ্চম বর্ষীয় বালক ও একটী সপ্তম বর্ষীয়া হাস্যময়ী বালিকা "বাবা" "বাবা" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া সীতানাথ বাবুর হাত ধরিল।

মলিন বেশ সুশীলকুমারের দিকে তাহারা ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিল। বাবুর সঙ্গে একপ লোককে এক গাড়ীতে

আসিতে দেখিয়া বাটীস্থ অন্যান্য সকলেও বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিতেছিল।

সীতানাথ বাবু চাকরকে দিয়া সুশীলকুমারের পা ধুয়াইয়া দিলেন, ভাল করিয়া গা পুঁছাইয়া দিলেন, তৎপরে ভাল পরিষ্কার জামা ও কাপড় আনাইয়া তাহাকে পরাইলেন।

ইতিমধ্যে চাকর জল খাবার লইয়া আসিল। সীতানাথ বাবু সুশীলকুমারকে আহার করিতে বলিলেন। তাহার মস্তিষ্ক তখনও সম্পূর্ণ স্তম্ভিতভাবে ছিল, তাহার কথা কহিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল। সে কলের পুত্তলীর ন্যায় সীতানাথ বাবু যাহা আজ্ঞা করিতেছিলেন, তাহাই করিতেছিল।

তাহাকে আহারাদি করাইয়া সীতানাথ বাবু পুত্র কন্যার হাত ধরিয়া বস্ত্রাদি ছাড়িবার জন্য বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

সীতানাথ বাবু ধনে পুত্রে, মানে সম্ভ্রমে, সকল প্রকারেই সুখী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সুলক্ষণার ন্যায স্ত্রী সহজে মিলে না। তাঁহার গুণে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। পরের উপকারের জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই ব্যাকুল হইত।

স্বামীর নিকট সুশীল কুমারের বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি প্রাণে বড়ই ব্যথিত হইলেন, "আহা, কাহার বাছা, কলিকাতায এসে এমন বিপদে পড়েছে। তুমি তাকে লোক দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দাও।"

সীতানাথ বাবু বলিলেন, "আমি তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম সে ভদ্রলোকের ছেলে, তুমিও তাহাই বুঝিবে। ছেলেটীর সময়ে বড লোক হইবার লক্ষণ আছে।

সুলক্ষণা সাগ্রহে বলিলেন, "আহা, তাহাই হউক।

সীতানাথ বাবু বলিলেন, 'আমি এখনও তাহার কথা বিশেষ কিছুই জানি নাই। এইবার সব জিজ্ঞাসা করিব।"

সুলক্ষণা বলিলেন, "বোধ হয় [illegible] [illegible],—তাহাকে এদের আর কোন কষ্ট না থাকে তাই ক'রো।"

সীতানাথ বাবু হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সুশীল কুমার বৈঠকখানায় বসিয়া ব্যাকুলভাবে জানালার দিকে চাহিয়া আছে।

সীতানাথ বাবুকে সম্মুখে দেখিয়া সুশীলকুমার চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সীতানাথ বাবু তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন, "ব'সো, এখন তোমার সকল কথা শুনিব। যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা নিশ্চয় করিব।"

সুশীলকুমারের মুখ রক্তিমাভ হইল; তাহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। তাহার কষ্ট বোধ হইল, সে কোন কথাই কহিতে পারিল না।

সীতানাথ বাবু তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া কিয়ৎক্ষণ নিজ কাগজপত্র দেখিতে লাগিলেন, তৎপরে বলিলেন "তোমার নাম কি?"

সুশীলকুমার ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলিত করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত: করিয়া বলিল, "আমি বাড়ী হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম যে, টাকা রোজগার না করিতে পারিলে কাহাকেও নিজের নাম বা পরিচয় দিব না।"

সীতানাথ বাবু বলিলেন, "যদি তোমার আপত্তি থাকে, আমি জিজ্ঞাসা করি না, তবে তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?"

সুশীলকুমার বলিল, "আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন। এত যত্ন করিতেছেন, আপনি আমাকে রক্ষা না করিলে আমার কি হইত জানি না,—আপনাকে সকল কথা না বলিলে আমার মত অকৃতজ্ঞ কে আছে?"

"তোমার আপত্তি থাকিলে আমি জিজ্ঞাসা করি না।"

সুশীলকুমার অতি কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া বলিল, "আমার নাম সুশীলকুমার মিত্র, আমাদের বাড়ী নবদ্বীপ।"

শুনিয়া সীতানাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ীতে কে আছেন?"

এইরূপ কথায় কথায় বিচক্ষণ সীতানাথ বাবু সুশীলকুমারের সকল বিবরণই জানিয়া লইলেন; এমন কি তিনি স্নেহের কথাও শুনিলেন।

সকল কথা শুনিয়া সীতানাথ বাবু মৃদু হাঁসিয়া বলিলেন, "আমি তোমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না। তুমি প্রথম দিন জুয়াচোরদের যে নাম বলিয়াছিলে, আমরা সকলে তোমাকে সেই শান্তশীল বলিয়াই ডাকিব। আমি তোমার কোন কথাই কাহাকে বলিব না।"

বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া সুশীলকুমার কাতর স্বরে বলিল, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটী চাকরী যোগাড় করিয়া দিতে পারেন?"

"কি চাকরী করিতে চাও?"

"যা হয়—একটা যা হয় পাইলেই এখন চলিবে,—পরে আমি উন্নতি করিতে পারিব। প্রাণপণে চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিব।"

"পারিবে?"

"কবে একটি চাকরী পাইব? আমাকে কেহ জানে না, চেনে না; যে কোন চাকরী হউক, আমি করিতে প্রস্তুত আছি।"

"চেষ্টা করিবে।"

সুশীলকুমার এবার চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিল না, কিন্তু

তৎক্ষণাৎ চক্ষু জল মুছিয়া বলিল, "আমার যাহা কিছু ছিল, সকলই তাহারা চুরী করিয়া লইয়াছে,—না হয় এখন কাহারও বাড়ী চাকরের কাজ করিব। তাহা হইলে এখন নিজের চলিয়া যাইবে, পরে চেষ্টা দেখিব।"

উপস্থিত তোমার ভাবনার কারণ নাই, তুমি আমার বাড়ীতেই থাকিবে।"

"অনর্থক আপনার গলগ্রহ হইয়া থাকি কেন?"

সীতানাথ বাবু সুশীলকুমারের কথায় মনে মনে প্রীত হইলেন, হাসিয়া বলিলেন, "গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে না, তুমি কাল হইতে আমার ছেলে মেযের মাষ্টার হইবে! খোরাক পোষাক ছাড়া আমি এখন তোমাকে দশ টাকা মাসে দিব। পরে অন্য আর একটা ভাল চাকরীর চেষ্টায় রহিলাম। আমার ছেলে মেয়ে কেবল প্রথমভাগ পড়ে।

সুশীলকুমারের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। কাঁদিয়া ফেলিল। বস্ত্রে মুখ লুকাইল। সীতানাথ বাবু উঠিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

সেই রাত্রে সুশীলকুমার ভগবানকে প্রাণের সহিত কত ধন্যবাদ দিল তাহা অন্য কেহ জানিল না। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিল না। আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, নানা চিন্তায় তাহার রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন প্রাতেই সে এ সুসংবাদ ভগ্নী ইন্দুকে লিখিল। স্নেহকে বলিতে বলিল।

এইরূপে একমাস কাটিল। সুশীলকুমার সীতানাথ বাবুর পরিবার ভুক্ত হইয়া পড়িল। তাঁহার পুত্র ললিত এবং তাঁহার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ললিতা তাহাকে বড়ই ভালবাসিল। সুলক্ষণা

তাহাকে নিজের পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। সুশীল কুমার সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গেল।

তাহার একটু ভাবনা ছিল, তাহাও ইন্দুর পত্র পাইয়া দূর হইল। বাড়ীর সংবাদ পাইয়া তাহার সকল চিন্তা দূর হইল। সে বড় সুখে সীতানাথ বাবুর বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে ইন্দুর পত্র পাইত, সে পত্রের মধ্যে স্নেহও পত্র লিখিত।

একমাস গত হইলে মাহিনা পাইয়া সুশীলকুমার মণিঅর্ডার করিয়া পিসীমাতাকে দশ টাকা পাঠাইয়া দিল। সে এক পয়সাও অপব্যয় করিত না। যাহাতে কিছু টাকা জমে, প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল।

সে এক মিনিট সময়ও অপব্যয় করিত না। যাহাতে ইংরাজী ভাল করিয়া শিখিতে পারে, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিল। তাহার অদৃষ্টও সুপ্রসন্ন হইতে লাগিল একমাস যাইতে না যাইতে একদিন সীতানাথ বাবু আফিস হইতে আসিয়া বলিলেন, "শান্তশীল তোমার জন্য আমার আফিসেই একটা চাকরী যোগাড় করিয়াছি। এখন কুড়ী টাকা করিয়া পাইবে। কাল থেকে আমার গাড়ীতেই বেরুবে।"

তিনি বাড়ীর ভিতর যাইতে যাইতে বলিলেন, "লজ্জিত ললিতাকে পড়াইবার জন্য আমি যাহা দিই, তাহাও পাইবে।"

সুশীলকুমার এ আনন্দ সংবাদ তৎক্ষণাৎ ভগ্নীকে লিখিল। আরও লিখিল, "এক বৎসরের মধ্যে আমি বড় লোক হইব,— যাহাতে এই এক বৎসর স্নেহের বিবাহ না হয়, তাহা করিও।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—*—

দেশে প্রত্যাগমন।

এইরূপে ছয় সাত মাস কাটিল। সহসা ইন্দুর পত্র বন্ধ হইল। পুনঃ পুনঃ সুশীলকুমার তাঁহাকে পত্র লিখিল, কিন্তু কোন পত্রের উত্তর আসিল না। টাকা পাঠাইল, তাহারও কোন রসিদ ফিরিয়া আসিল না। সে পিসীমার নামে পত্র লিখিল, তাহারও কোন উত্তর পাইল না। দুই একজন পরিচিত লোককে পত্র লিখিল, তাহারাও কোন উত্তর দিল না। তখন সুশীলকুমার চিন্তায় নিতান্তই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

সে অবশেষে বাড়ী যাওয়াই স্থির করিল। সকল কথা সীতানাথ বাবুকে বলিল। তিনি বলিলেন, "ভাবনার কথা বটে, যাও—নিজে গিয়া দেখিয়া আইস।"

সুশীলকুমার আফিস হইতে পনেরো দিনের ছুটী লইল। আট মাস পরে সে আবার নৌকা যোগে নবদ্বীপের দিকে রওনা হইল। ললিত-ললিতা তাহাকে ছাড়িতে চাহে না, অনেক কষ্টে তাহাদিগকে ভুলাইয়া বাহির হইল। যাইবার সময় সুলক্ষণা বলিলেন, "দেখ বাছা, আমাদের ভুলে বেশী দিন বাড়ী থেকো না। এবার তোমার বোনকে আর পিসীমাকে সঙ্গে করে এনো।"

দুই দিন সুশীলকুমার নৌকায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল

মাঝিদিগকে বিশেষরূপে খুসী করিব বলায়, তাহারাও প্রাণপণে গুণ টানিয়া চলিল। তরতর শব্দে নৌকা ছুটিল।

তৃতীয় দিবসের দুই প্রহরের সময় নৌকা আসিয়া চিরপরিচিত ঘাটে লাগিল। সুশীলকুমার লাফাইয়া তীরে উঠিল। তখন ঘাটে কেহ ছিল না। সে স্পন্দিত হৃদয়ে নিজের ক্ষুদ্র কুটীরের দিকে চলিল। পথে দুই একটি লোক তাহার দিকে কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। সে কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া নিজ বাড়ীর দিকে দ্রুতপদে চলিল। বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীর আর নাই। তাহাদের ভিটার উপর কয়েকটা গাছ জন্মিয়াছে। এই দৃশ্যে তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। সে চীৎকার করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ডাকিল, "ইন্দু—ইন্দু!"

কেহই উত্তর দিল না। পার্শ্ববর্ত্তী রামরূপ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী হইতে ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। সে বুঝিল, স্নেহের জননী কাঁদিতেছেন। সে উন্মত্তপ্রায় হইল। সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় গঙ্গার দিকে ছুটিল। সে একেবারে নৌকায় আসিয়াই বলিয়া উঠিল, "নৌকা খুলিয়া দাও।"

নৌকা গঙ্গার মধ্যস্থলে আসিলে সুশীলকুমার মাঝিকে বলিল, "অপর পারে লাগাও।" সে সমস্ত রাত্রি অনাহারে নৌকায় পড়িয়া রহিল।

গঙ্গার শীতল বাতাসে তাহার মস্তিষ্ক অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। সে পরদিবস প্রাতে [illegible] আবার নৌকা নবদ্বীপের ঘাটে লাগাইতে বলিল।

সে আবার তাহার সাধ্যমূর্ত্তি ধারণ [illegible] তাহার

হৃদয়ের উত্তেজনাকে উপশমিত করিয়াছে,—তাহার হৃদয়ের পূর্ব্বতেজ আবার দেখা দিয়াছে। সে ধীরে ধীরে রামরূপ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। দেখিল, তিনি চণ্ডিমণ্ডপে বসিয়া আছেন। তাহার পদশব্দে তিনি মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। তাহার পর লাফাইয়া তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার স্নেহ কোথায়? আজ তোর একদিন—কি আমারই একদিন—তোকে নিজের হাতে খুন করিয়া তবে ছাড়িব।"

সুশীলকুমার এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। ব্যাকুলভাবে বলিল, "আপনি আমাকে কি বলিতেছেন? স্নেহের কি হইয়াছে? আমি"—

বাধা দিয়া আরক্তনেত্রে ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "কি হইয়াছে, জানিস্ না বটে,—দূর হ আমার বাড়ী থেকে—এখনই—এখনই—এখনই।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া সুশীলকুমার নিঃশব্দে তথা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে অনেকে দেখিতেছিল। কিন্তু কেহই তাহার নিকটে আসিতেছিল না। সে একটি পরিচিত লোক দেখিয়া তাহার নিকটস্থ হইল। লোকটি সরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সুশীলকুমার দ্রুতপদে গিয়া তাহাকে ধরিল। তখন তাহার নিকট সকল শুনিল।

সুশীলকুমার শুনিল যে, প্রায় দুই মাস হইল তাহার ভগ্নী ইন্দু গ্রামের একটি লোকের সহিত গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সেই শোকে ও লজ্জায় তাহার পিসীমার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র কুটির দেখিবার কেহই না থাকায় ঘরখানি পড়িয়া গিয়াছে।

গ্রামের সদ্বিবেচক লোকেরা বাঁশ খুঁটিগুলি লইয়া গিয়া সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। সে আরও শুনিল যে, রামরূপ ঘোষ কন্যার বিবাহ দিতেছিলেন,—পনের দিবস হইল স্নেহের বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহের রাত্রে আর স্নেহকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। রামরূপ ঘোষ মহাশয়ের বিশ্বাস যে সুশীলকুমারই স্নেহকে লইয়া গিয়াছেন। সকল কথা শুনিয়া সুশীলকুমার কিছুই উত্তর করিল না। নীরবে আসিয়া নৌকায় উঠিল। বলিল, "কলিকাতায় চল।"

* * * * * *

পর দিবস সন্ধ্যার সময় সুশীলকুমার সীতানাথ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তাহার মুখ দেখিয়া সীতানাথ বাবু বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

সুশীলকুমার সকল কথা সীতানাথ বাবুকে বলিল, তিনি শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি সুশীলকুমারের মুখ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে, সুশীলকুমার হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছে।

তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে নানা প্রকারে তাহার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। যাহাতে তাহার প্রাণের যাতনার লাঘব হয়, তাঁহারা উভয়ে নানারূপে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই কয়দিনে সুশীলকুমারের চেহারার এত পরিবর্তন হইয়া গেল যে, তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন সে সে লোক নহে।

সাত দিন অতীত হইল,—সে [illegible] কথা কাহারও নিকট একবারও উত্থাপন করিল না। [illegible] আঘাত লাগে বলিয়া কেহ তাহার সম্মুখে [illegible] না।

সাত দিবস পরে সুশীলকুমার একদিন সীতানাথ বাবুকে বলিল, "আমার জীবনের আশা ভরসা সকলই গিয়াছে। আর অর্থ উপার্জ্জনের বাসনা নাই, আর বড় লোক হইবার প্রয়োজনও নাই,—মনে মনে একটা কল্পনা করিয়াছি।

সীতানাথ বাবু বলিলেন, "কি ?"

সুশীল বলিল, "মনে করিয়াছি পুলিশে কাজ করিব, ডিটেক-টিভ বিভাগে প্রবেশ করিব। তাহা হইলে আমার ভগ্নীকে আর স্নেহকে খুঁজিবার সুবিধা হইবে। যেমন করিয়া হয় তাহা-দিগকে খুঁজিয়া বাহির করিব, তাহাদের কি হইয়াছে জানিব,— মনে মনে ইহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।"

সীতানাথ বাবু তাহাকে এ ইচ্ছা পরিত্যাগের জন্য অনেক বুঝাইলেন,—সুলক্ষণাও বুঝাইলেন, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুশীল-কুমার কোন কথা শুনিল না—বলিল, "আমার জীবনের আর কোন কার্য্য নাই, আমি যেমন করিয়া হয় পুলিশে প্রবেশ করিব,—তাহাদের অনুসন্ধান করিব। আর দুষ্টের দমন করিতে শিখিব।

অগত্যা সীতানাথ বাবু তাহাকে পুলিশে একটী চাকরী যোগাড় করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। সে ভাল ইংরাজী জানিত না। সে কনেষ্টবল হইবে তাহাও স্বীকার, তথাচ উদ্দেশ্য ছাড়িবে না। সীতানাথ বাবু পুলিশ কমিসনারকে অনুরোধ করিলেন। তিনি সুশীলকুমারকে জমাদাররূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "ক্ষমতা থাকিলে আপনার লোক পরে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইতে পারিবে।"

সেই [illegible] সুশীলকুমার শান্তশীল নামে কলিকাতা পুলিসের

ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টে জমাদার হইল। সীতানাথ বাবুর বাড়ীতে থাকিলে কাজের অসুবিধা হইবে বলিয়া, সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাসা করিল। সকলে চক্ষের জলের সহিত তাহাকে বিদায় দিলেন। সুশীলকুমার ললিত ও ললিতার সহিত দেখা করিতে সাহস করিল না, তাহাদের ভয় বলিযাই পলাইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

একটী লাস।

শান্তশীল এখন জমাদার বাবু, তাঁহার পুলিশে প্রবিষ্ট হইবার পর দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। শান্তশীল বিশেষ যত্নের সহিত ডিটেক্‌টিভের কার্য্য শিখিবার জন্য মনোনিবেশ করিয়াছেন। ছেলেবেলা হইতেই পর্য্যবেক্ষণ শক্তি তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ ছিল, তাহার উপর ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় তিনি যে এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি ?

একদিন রাত্রে তাঁহাদের ইন্‌স্পেক্টর জন সাহেব তাঁহাকে ও তাঁহাদের পুরাতন জমাদার মওলাবক্সকে ডাকিয়া বলিলেন, "টাড়িঙ্গির খালের ধারে একটা বাগানে জন কতক লোক একটা জুয়ার আড্ডা করিয়াছে। তাহাদের ধরিতে হইবে। চারি জন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া চল।"

রাত্রি প্রায় বারটার সময় তাঁহারা সকলে রওনা হইলেন। রাত্রি ঘোর অন্ধকার—পথে আলোকস্তম্ভস্থিত তেলের আলোগুলি বহুদূরে নিস্তেজভাবে জ্বলিতেছে। অন্ধকারে এক একটী আলো ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় দেখাইতেছে, তাহাতে পথিকের কোন সুবিধা

হয় নাই, বরং অন্ধকারকে আরও গাঢ়তর করিয়াছে। এমন কি, এক হাত দূরবর্ত্তী লোককেও দেখা যায় না।

একটু পূর্ব্বে খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, পথে কাদাও খুব হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে জল দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে না পাইয়া প্রায়ই জুতা শুদ্ধ জলে পড়িতেছিলেন।

এরূপ রাত্রে বিছানা ছাড়িয়া জুয়াড়ী ধরিবার জন্য বাহির হইতে কাহার ইচ্ছা হয়? সাহেবের হাতে কেবল একটী পুলিশ লণ্ঠন ছিল, তিনি মধ্যে মধ্যে তাহারই আলোতে পথ দেখিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতেছিলেন। শান্তশীল ও মওলাবক্স তাঁহার পশ্চাতে যাইতে ছিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে চারি জন পাহারাওয়ালা ছিল। কাহারও পরিধানে পুলিশের পোষাক ছিল না।

মওলাবক্স নিম্ন স্বরে সাহেবের পূর্ব্বপুরুষগণের সমাদর করিতে করিতে যাইতেছিলেন। শান্তশীল তাঁহার ঘোর বিরক্তি ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন। মওলাবক্স প্রায় বিশ বৎসর জমাদারী করিতেছেন, যে মাহিনায় কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন, এখনও সেই মাহিনাতেই আছেন। বুদ্ধি বলিয়া কোন দ্রব্য তাঁহার ছিল কি না সন্দেহ।

কোন তদন্তে তাঁহাকে পাঠাইলে তিনি কিছুই করিতে পারিতেন না। কেবল সেই পল্লীস্থ লোকের স্কন্ধে চাপিয়া বলিতেন। কেহ কিছু বলিলেই বলিতেন, "বাপু, পেট ভর্‌লেই চলে যাই।" সুখের বিষয়, অল্পেই মওলাবক্স জমাদারের পেট ভরিত। তাঁহার পেট ভরা ব্যাপার উপর ওয়ালাদের কর্ণেও পৌঁছিয়াছিল, সেইজন্য এখন আর তাঁহাকে স্বাধীনভাবে কোন তদন্তে

পাঠানও হইত না। তাহাতেও তিনি বড় দুঃখিত ছিলেন না। কোন কাজ করিতে বলিলেই তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইত।

"শালা আমার! আর জুয়ার আড্ডা ধর্‌বার সময় পান নাই। কাল আমার শ্লেসা বিকায় না হয় ত আমার নামই মিথ্যে!"

এইরূপ শ্লীল অশ্লীল নানা কথা গোজগোজ স্বরে বলিতে বলিতে মণ্ডলাবক্স চলিয়াছিলেন। শান্তশীল নীরবে তাঁহার কটু-কাটব্য শুনিতে শুনিতে যাইতেছিলেন, সহসা সম্মুখে সাহেব স্তম্ভিত হইয়া দাড়াইলেন। হস্তস্থ লণ্ঠন উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলেন।

সেই আলোতে তাঁহারা দেখিলেন, দূরে এক ব্যক্তি একটা বড় বস্তা পৃষ্ঠে করিয়া বহুকষ্টে চলিয়াছে। সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "শালা চোর। কই হায়? খাড়া রও!"

মণ্ডলাবক্স বলিল, "এখানে অনেক গোলা আছে, তাহাদেরই কেহ কিছু লইয়া যাইতেছে।"

সাহেব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুতপদে চলিলেন। অগত্যা সকলেই বাধ্য হইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুটিল। মণ্ডলাক্স আকারে একটু বিশেষ স্থূলকায় ছিলেন। "শালা আমাকে খুন না করে ছাড়্‌বে না" বলিয়া তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিলেন।

তাঁহারা সকলে নিকটস্থ হইলে, সে লোকটা তাঁহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইয়া, ধপাস্ করিয়া বস্তাটা ফেলিয়া দিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। তাঁহারাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

সম্মুখেই খাল। সে অনন্যোপায় দেখিয়া খালের জলে লাফাইয়া পড়িয়া ডুব দিল। তাঁহারা খালের ধারে আসিয়া দাড়াইলেন। সাহেব আলো ধরিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন,

কিন্তু কোনদিকে কাহারও চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও সে লোককে আর উঠিতে দেখা গেল না।

তখন সাহেব বলিলেন, "শালা, চুরি করিয়া পলাইতেছিল, পরে ধরা পড়িবে। এখন কি লইয়া যাইতেছিল, দেখা যাক্।"

মওলাবক্স বলিল, "চাল ডালই হবে, বস্তার ভিতরে কি আর হীরা জহরত আছে? চোরই যখন পলাইল, তখন আর কি চুরী করিয়াছিল, দেখিয়া লাভ কি? হুজুর, যে কাজে আসিয়াছি, সেই কাজই দেখা যাক্।"

সাহেব মওলাবক্সকে ভাল রকম চিনিতেন। কোন কথা না কহিয়া যেখানে বস্তাটী পড়িয়াছিল, সেইদিকে চলিলেন। অগত্যা মওলাবক্সও ফিরিলেন, অন্যান্য সকলেও সঙ্গে চলিল।

সাহেব বস্তার উপর লণ্ঠনের আলো ফেলিয়া বলিলেন, "মওলা-বক্স দেখ এতে কি আছে।"

মওলাবক্স বলিল, "হুজুর হয় চাল, নয় ডাল—আর কিছু নয়।

সাহেব নিজ পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া মওলাবক্সের হাতে দিয়া বলিলেন, "বস্তা কাট।"

মওলাবক্স নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক বস্তা কাটিতে লাগিলেন।

সহসা তিনি এরূপ ভাবে, "বাপ্" বলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিলেন যে, সকলেই চমকিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন।

সাহেব বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

মওলাবক্স বলিলেন, "হুজুর, নূতন জমাদার বাবুকে খুলিতে হুকুম করুন।"

সাহেব ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বস্তার নিকটস্থ হইয়া আলোর

গিয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন, অন্যান্য সকলেও নিকটে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

তাঁহারা দেখিলেন, মণ্ডলাবক্স বস্তার যে অংশ কাটিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া মানুষের একটা পা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেই পায়ে আল্‌তা পরা, সুতরাং তখনই সকলে বুঝিলেন, এ পা কোন স্ত্রীলোকের।

সাহেব বস্তার একদিক ধরিয়া মণ্ডলাবক্সকে বলিলেন, "ছোট জমাদারকে ছুরি দেও, সে বস্তা কাটিবে। তুমি এর পা ধরে টেনে বার কর।"

মণ্ডলাবক্স বলিল, "হুজুর আপনি ত জানেন, আমার ভূতের বড় ভয়।"

সাহেব "অপদার্থ" বলিয়া নিজেই ছুরি লইয়া বস্তাটা কাটিয়া ফেলিলেন। শান্তশীলকে বলিলেন, "পা ধরে টানো।"

শান্তশীল দুই হস্তে লাসের দুইটা পা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। অতিশয় ভারি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কোমর পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিলে দেখা গেল যে, লাসের কোমরে দড়ী দিয়া একটা পাথর বাঁধা। সাহেব ছুরি দিয়া সেই দড়ীটা কাটিয়া দিলেন। শান্তশীল সবলে পা ধরিয়া টান মারিলেন। তখন সমস্ত দেহটা বস্তা হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

মণ্ডলাবক্স আবার লম্ফ দিয়া বলিলেন, "বাপ্‌—স্কন্ধকাটা।"

সত্যই লাসের মাথা ছিল না। বোধ হয় খুব শানিত কোন অস্ত্র দিয়া কেহ এই স্ত্রীলোকের গলা কাটিয়াছিল। লাসের অবস্থা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, দুই তিন ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে এই লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছে।

মৌলাবক্স লম্ফ দিয়া বলিলেন, "বাপ্ স্কন্ধকাটা!"

৩২ পৃষ্ঠা দেখুন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

আবার খুন।

এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। অবশেষে সাহেব বলিলেন, "দুজন কনেষ্টবল এইখানে পাহারায় থাক। একজন নিকটের থানায় সংবাদ দাও। লাস যেন এখনই লইয়া যাওয়া হয়।"

মওলাবক্স বলিলেন, "হুজুর, আজ এই লাসের বিষয় তদন্ত করা যাক। থানায় গিয়ে এই ভয়ানক খুন্নের বিষয় বিশেষ রকম ভাবা উচিত। হুজুর ত জানেন, আমি না শুয়ে ভাবিতে পারি না।"

সাহেব বলিলেন, আমরা যে কাজে বাহির হইয়াছি, তাহাই করিব। কাল এ খুনের তদন্ত করা যাইবে।

মওলাবক্স অস্ফুট স্বরে সাহেবের প্রতি দুইচারিটা কটু-কাটব্য বর্ষণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। শান্তশীল পাহারাওলার সহিত পশ্চাতে চলিলেন।

তাঁহারা একটু অগ্রবর্ত্তী হইলে একজন পাহারাওয়ালা বলিল, "হুজুর, গলাকাটা লাসের পাহারায় অন্ধকারে,—লণ্ঠনটা—

সাহেব "চোপরাও" বলিয়া চলিলেন।

তাঁহারা সকলে খালের ধার দিয়া উত্তর দিকে চলিলেন। কিয়দ্দূর আসিলে পার্শ্ববর্ত্তী একটা বাড়ীর ভিতর কিসের গোলযোগ শুনিতে পাইলেন। কেহ যেন চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাঁহারা আবার স্তম্ভিত হইযা দাঁড়াইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, বাড়ীটা ক্ষুদ্র একতালা, চারিদিকে খোলা জমি। একটা ঘরের রুদ্ধ জানালার মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি বাহির হইতেছে।

সাহেব সবলে দ্বারে ঘা মারিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ দ্বার খুলিল না।

তখন তিনি দ্বার ভাঙ্গিবার চেষ্টা পাইলেন। সজোরে দুই একটা ধাক্কা দেওয়ায় দ্বার খুলিয়া গেল। সাহেব, মওলাবক্স ও কনেষ্টবল গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পশ্চাতে একটা দরজা খোলা রহিয়াছে দেখিয়া শান্তশীল সেইদিকে গিয়াছিলেন।

তাঁহারা গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি ভূমে পতিত রহিয়াছে, আর একব্যক্তি পশ্চাতের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। সে তাঁহাদের দেখিয়াই একটা পিস্তল তাহাদিগের দিকে লক্ষ্য করিল। বলিল, "আর এক পা যদি এদিকে এস, তবে গুলি করিব।"

সাহেব স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। মওলাবক্স লম্ফ দিয়া সাহেবের পশ্চাতে লুক্কায়িত হইলেন। এই সময়ে কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে সেই ব্যক্তিকে সবলে জড়াইয়া ধরিল। সে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা পাইল; তখন উভয়েই ভূপতিত হইল।

সাহেব ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিলেন। "বহুত আচ্ছা ভায়া,"
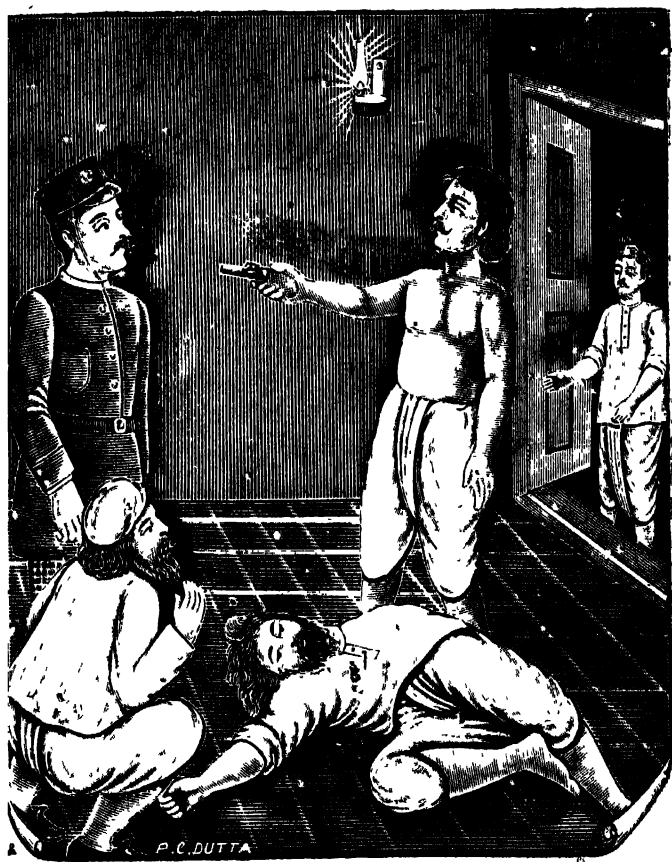
"আর এক পা যদি এদিকে এস, তবে গুলি করিব।"

৩৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

বলিয়া মওলাবক্সও অগ্রবর্ত্তী হইলেন। পাহারাওয়ালা গিয়া তাহার মস্তক চাপিয়া ধরিল।

তখন যে ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়াছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে ব্যক্তি অপর কেহই নহে—শান্তশীল।

তাঁহারা তিনজনে ভূপতিত ব্যক্তিকে তাহারই বস্ত্রে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তখন তাহার পলাইবার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সাহেব কনেষ্টবলকে সেই ব্যক্তির পাহারায় রাখিয়া ভূপতিত ব্যক্তিকে দেখিতে গেলেন। তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন, "মরিয়া গিয়াছে।"

মওলাবক্স বলিলেন, "মরে গেছে! কি সর্ব্বনাশ! আবার খুন।"

সাহেব বলিলেন, "স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এই একে খুন করেছে।"

এই বলিয়া সাহেব সেই ব্যক্তিকে জুতার এক ঠোক্কর দিয়া বলিলেন, "শালা, তুমি কেন ইহাকে খুন করিলে?"

সে উত্তর করিল, "কোন কথা বলিব না, নিশ্চিন্ত থাক।"

"শালা, বলিবে কি না দেখা যাইবে," এই বলিয়া সাহেব অপর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "শান্তশীল! তুমি আর মওলাবক্স এইখানে পাহারায় থাক। যদি কিছু তদন্ত করিতে পার, করিবে। আমি আসামী লইয়া থানায় চলিলাম। এখনই লোক পাঠাইব। খুব সাবধানে লাস রাখিবে।"

মওলাবক্স বলিলেন, "হুজুর, মানুষের সঙ্গে লড়া যায়, ভূতের সঙ্গে লড়া ভারি মুস্কিল।"

"তোম্ একটা গাধা হ্যায়," বলিয়া সাহেব প্রস্থান করিলেন।

আসামীর হাতে একটা কাপড় খুব ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইয়া পাহারাওয়ালাগণ সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তখন সেই জনশূন্য বাড়ীতে রাত্রি প্রায় দুইটার সময় মড়া লইয়া কেবল মওলাবক্স ও শান্তশীল রহিলেন।

মওলাবক্স বলিলেন, "কিস্মতে অনেক দুঃখ না থাকলে কোন শালা পুলিশে চাকরী করে না। আর পাঁচ বৎসর হলেই পেন্সন হয়। তারপর যে সম্বন্ধি পুলিশে থাকে, সে যেন জাহান্নমে যায়।" তৎপরে শান্তশীলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মরবার আর জায়গা পাও নাই। পুলিশে চাকরী করতে এসেছ? মওলাবক্স জমাদারী করে বুড়ো হয়ে গেল; যদি ভাল পরামর্শ শোন, তবে কালই কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যাও। এই অন্ধকার রাত, কোন দিকে সাড়া শব্দ নাই, আর এই সম্মুখে এই এক শালা দাঁত ছিরকুটে পড়ে আছে। মওলাবক্স না হয়ে অন্য কেউ হলে এতক্ষণ মূর্চ্ছা যেত। আজ যদি ভূতে ঘাড় মট্‌কে না দেয়, তবে আমার নাম মওলা-বক্সই নয়।"

শান্তশীল কথা না কহিলে বোধ হয়, মওলাবক্স সমস্ত রাত্রিই এইরূপ ভাবে থাকিতেন। শান্তশীলের কথায় তিনি থামিলেন, তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাপু সকালেই সরে পড়। পথে এক স্কন্ধকাটা মেয়েমানুষ—এই এখানে এক মড়া,—কেন বাপু,—ভিক্ষে করে খেয়ো।"

শান্তশীল বলিলেন, "আসুন, জায়গাটা ভাল করে একবার দেখি। সাহেব তদন্ত করিতে বলিয়া গেলেন।"

মওলাবক্স ক্রোধে বলিলেন, "আমার ঘাড়ে ভূত চাপে নাই।

তদন্ত কর্‌তে হয়—তুমি কর,—কিন্তু দেখ বাপু, তদন্ত কর্‌তে কর্‌তে যেন দন্ত ছিরকুটে পড়ে থেক না।”

ডিটেক্‌টিভ লাইনে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত চারিটী দ্রব্য শান্তশীল সর্ব্বত্র সঙ্গে রাখিতেন—একটা দিয়াশিলাইয়ের বাক্স, একটা বাতী, একখানা ছুরি ও একটা রিভলবার। তিনি এক্ষণে পকেট হইতে বাতী বাহির করিয়া জ্বালিয়া বলিলেন, “তবে আপনি এখানে থাকুন, আমিই দেখি।”

মওলাবক্স বলিয়া উঠিলেন, “আরে—বাপ রে—দাঁড়াও, কোথায় যাও। আমিও যাচ্ছি—সরকারের নুন খাই।”

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, “তবে আসুন!” তিনি বুঝিলেন মওলাবক্স জমাদার একাকী মড়ার নিকট থাকিতে কিছুতেই রাজী হইবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পদচিহ্ন।

শান্তশীল বাতী লইয়া সমস্ত ঘর বেশ ভাল করিয়া দেখিলেন, তৎপরে মওলাবক্সের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "জমাদার সাহেব,— আমরা যখন দরজা ভাঙ্গিতেছিলাম, তখন এ লোকটা না পলাইয়া পিস্তল হাতে কেন এই দরজায় দাঁড়াইয়াছিল? আপনি এ বিষয়ে কি মনে করেন?"

মওলাবক্স বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি কিছুই মনে করি না। হয় ত লোকটার সখ হইয়াছিল।"

শান্তশীল বলিলেন, "সখ নয়, নিশ্চয়ই এখানে আরও লোক ছিল। তাহাদের পলাইবার সময় দিবার জন্যই এ লোকটা দরজা আটকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—তাহার পর তাহারা সরিয়া গেলে, নিজেও পলাইবে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু আমি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম।"

মওলাবক্স বলিলেন, "ও কাজটায় তোমার বাহাদুরী আছে বটে। পিছন দিকের দরজাটা আটকাইবার কথা আমার মাথায় ঢকে নাই।"

"তাহা হইলে নিশ্চয় আরও লোক এখানে ছিল, তাহারা নিশ্চয়ই এই দরজা দিয়া পলাইয়াছে। এখন দেখা যাউক, তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কি না; বলিয়া শান্তশীল সেই দ্বার দিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন। মওলাবক্স তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটস্থ হইলেন। শান্তশীল বাতী ধরিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন।"

সহসা তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "একি?" তিনি ভূমি হইতে একটা দ্রব্য সত্বর তুলিয়া লইলেন। মওলাবক্স নিকটে আসিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ যে ভারি দামী হার।"

শান্তশীল বলিলেন, এখানে স্ত্রীলোক ছিল। দেখিতেছেন না, তাড়াতাড়ি এখান হইতে বাহির হইতে গিয়া দরজার হুকে লাগিয়া এ হার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সে এত ব্যস্ত হইয়া পলাইতেছিল যে গলার হারটা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল— তাহা টের পায় নাই।"

মওলাবক্স বলিলেন, "যেখানে খুন খারাপি, সেইখানেই মেয়ে মানুষ। দুনিয়ার যত নষ্টের মূল মেয়ে মানুষ।"

শান্তশীল তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বাতী দিয়া ভূমি বিশেষ লক্ষ্য করিতেছিলেন। দরজার পরেই প্রাচীর বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র বাগান ছিল। মওলাবক্স সেই বাগানের দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া শান্তশীল বলিলেন, "জমাদার সাহেব, এক জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকুন।"

মওলাবক্স ভীত হইয়া দাঁড়াইলেন। "বলিলেন কোন কিছু দেখছ নাকি?"

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই—দেখছেন না, এখানে

পায়ের দাগ। আপনি অমন করে বেড়াইলে পায়ের দাগ গুলা সব নষ্ট হইয়া যাইবে।"

"ঠিক কথা। আমি আর নড়্‌ছি না।" এই বলিয়া মওলা-বক্স স্থির হইয়া এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন।

শান্তশীল বাতীর আলোকে পায়ের দাগ গুলি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দুইজন এই দরজা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, দুই জনের পায়ের দাগ স্পষ্ট কাদায় দেখা যাইতেছে। এক জনের পা বড়, এক জনের ছোট। স্পষ্টতই এ দুই জনই স্ত্রীলোক,—স্পষ্টই স্ত্রীলোকের পায়ের দাগ। দুই জনেই দরজা হইতে ছুটিয়া পলাইয়াছিল, পা ফেলা দেখিয়া ইহা বেশ বুঝা যায়।"

মওলাবক্স বলিলেন, "এ দরজায় এদের ঘরে আসিবার পায়ের দাগ নেই,—এরা সম্মুখ দরজা দিয়াই ঘরে এসেছিল।"

শান্তশীল বলিলেন, "হাঁ, তার পর, গোলমাল হওয়ায় এই দরজা দিয়া পলাইযাছে।"

শান্তশীল বাতী ধরিয়া বাগানের দিকে পায়ের দাগ ধরিয়া ধরিয়া চলিলেন, কিয়দ্দূর আসিয়া দাঁড়াইলেন,—বলিলেন, "এখানে একজন পুরুষের পায়ের দাগ,—খুব ভাল জুতার দাগ।"

মওলাবক্স বিশেষ করিয়া সেই দাগ দেখিয়া বলিলেন, "এ লোকটা এ বাড়ী থেকে বাহির হয় নাই, এ এই বাড়ীর দিকে যাইতেছিল।"

"হাঁ, তা এই দাগেই জানিতে পারা যায়। লোকটা বাড়ীর দিকে যাইতেছিল, গোলযোগ শুনিয়া এইখানে দাঁড়াইয়াছিল। উঁচু হইয়া ঘরের ভিতর কি হইতেছে দেখিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। তাহার পর এখান হইতেই ফিরিয়া গিয়াছিল।"

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, এই লোকটা বাড়ীর দিকে যাইতেছিল, "আর স্ত্রীলোক দুটা বাহির হইয়া যাইতেছিল।"

"না, স্ত্রীলোকেরা বাহির হইয়া যাইবার পর এই লোকটা আসিয়াছিল।"

"বাপু, এ কাজ কর্‌তে কর্‌তে আমার চুল পেকে গেল, আমার কথার উপর কথা কহিও না।"

"আমি আপনাকে এখনই দেখাইয়া দিতেছি। দেখিতেছেন না, অনেক স্থানে স্ত্রীলোকের পায়ের দাগের উপর এই লোকটার পায়ের দাগ পড়িয়াছে, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে ইহারা চলিয়া যাইবার পর এই লোক আসিয়াছিল। দেখুন বরাবর চারি লাইন পায়ের দাগ পড়িয়াছে। দুইটী দুইজন স্ত্রীলোকের পায়ের দাগ, যাইবার দিকে। আর একটা জুতার দাগ—এক লাইনে জুতার মুখ আসিবার দিকে, অপর লাইন যাইবার দিকে। দেখুন, আসিবার দাগ অনেক স্থলেই স্ত্রীলোকদিগের পায়ের দাগের উপর পড়িয়াছে।

কথাটা ঠিক বটে।

"আসুন," বলিয়া শান্তশীল অগ্রবর্ত্তী হইলেন। বাগানের শেষাংশে আসিয়া তাহারা দেখিলেন, প্রাচীরে একটী ক্ষুদ্র দ্বার রহিয়াছে। সহসা সেই ক্ষুদ্র দ্বার কাহারও নজরে পড়ে না। দেখিয়া শান্তশীল বলিলেন, দেখিতেছি, এই স্ত্রীলোক দুটী আজ নূতন এখানে আসিয়াছিল।"

"কি সে বুঝিলে ?"

"দেখিতেছেন না, তাহাদের এ দরজা জানা ছিল না, তাহারা বরাবর এই দরজার দিকে আইসে নাই। সহজে ঐ দরজা নজরে

পড়ে না, পূর্ব্বে জানা থাকিলে একেবারে এ দরজার দিকে ছুটিত।

"ঠিক কথা। ভায়ার মত যদি আমার মাথা হ'তো, তাহা হইলে এতদিনে আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতাম।"

"আসুন বাহিবটা দেখা যাক।" বলিযা শান্তশীল সেই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একটী ছোট গলি। তিনি পায়েব দাগ ধরিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলে মণ্ডলাবক্স তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

শান্তশীল বলিলেন, "পা ফেলাব ভাব দেখিযা স্পষ্ট বুঝা যাই-তেছে যে, এই স্ত্রীলোকের মধ্যে একটির বয়স কম,—খুব সম্ভব, ভদ্র ঘরের মেয়ে। এখানকার পায় দাগ দেখিয়া জানা যায় যে, একজন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—অপরে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। অবসন্ন স্ত্রীলোকটী এখানে একবার পড়িয়া গিয়া-ছিল—হাঁটুব দাগ ও পায়ের কেবল আঙ্গুলেব দাগ স্পষ্ট দেখা যায়।

মণ্ডলাবক্স বলিয়া উঠিলেন, "এই পর্য্যন্ত—আর কৈ পায়ের দাগ নাই।"

শান্তশীল বলিলেন, "দেখিতেছেন না, গাড়ীর চাকার দাগ, গাড়ী একখানা এখানে আসিয়াছিল, তাহার পর ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে। নিশ্চয়ই এই স্ত্রীলোক দুটী গাড়ীতে গিয়াছে। আরও দেখিতেছেন পুরুষের পায়ের দাগও এই দিকে গিয়াছে। সে গাড়ীতে যায় নাই। এই দিকে চলিয়া গিয়াছে।"

মণ্ডলাবক্স মহানন্দে শান্তশীলের পিট চাপড়াইয়া বলিলেন, "ভায়া তোর মত আমার বুদ্ধি থাকলে কোন শালা পুলিসে আসত।"
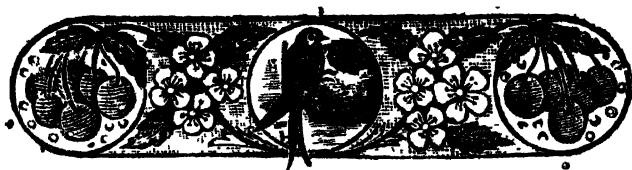
নবম পরিচ্ছেদ।

পুরুষের পদচিহ্ন।

তাঁহারা তখন পুরুষ মানুষটীর পায়ের দাগ ধরিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া আর পায়ের দাগ দেখিতে পাইলেন না। শান্তশীল আলো ধরিয়া চারিদিক বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কোন দিকে কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না।

মওলাবক্স বলিলেন, "তার, পর বেটা এখান থেকে কোথায় গেল? একেবারে আস্‌মানে।"

পার্শ্বে একটি বাগান। ভাঙ্গা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। শান্তশীল বিশেষ যত্নের সহিত প্রাচীরটী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বলিলেন, "এই দেখুন, লোকটা এইখানে প্রাচীর ধরিয়া লাফাইয়া বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল। বাগান হইতে কোথায় গেল, পরে অনুসন্ধান করা যাইবে। এখন গাড়ীখানা কোথায় গিয়াছে, তাহারই সন্ধান করা যাক্।"

মওলাবক্স বলিলেন, "পাগল আর কি? গাড়ীর চাকার দাগ ধরে উনি এই কলিকাতা সহরে সেই গাড়ী খুঁজে বার কর্‌বেন।"

শান্তশীল বলিলেন, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন। একটু আগে গেলে দেখিব অনেক চাকার দাগ, সুতরাং চাকার দাগ দেখিয়া—গাড়ী ধরা অসম্ভব। তবে একটু চেষ্টা করিলে এ গাড়ীর সন্ধান বাহির করা কঠিন হইবে না।

"আচ্ছা, সে পরে হইবে। এখন চল ফিরে যাই, এতক্ষণে সে লাস যদি দানো না পেয়ে থাকে, তবে আমার নামই মিথ্যে।"

"আপনি ঠিক বলেছেন। লাস এতক্ষণ ছেড়ে থাকা আমাদের উচিত হয় নাই।"

"লাস দানো পেয়ে যদি সরে পড়ে থাকে, তবে তেমোরও পুলিশে এই পর্য্যন্ত, আর আমারও পেন্‌সনের দফা একেবারে রফা।"

শান্তশীল কোন কথা না বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। মওলা-বক্সও ধাবিত হইলেন। ছুটিতে গিয়া বাতী নিবিয়া গেল, সম্মুখের লোক দেখা যায় না—এমন অন্ধকার। শান্তশীল বাতী জ্বালিবার জন্যও দাঁড়াইলেন না,—ছুটিলেন। কিন্তু ছুটিয়া আসিয়া মওলাবক্স তাহাকে ধরিলেন, বলিলেন, "বাবু, কেন বেঘোরে প্রাণটা হারাবে? অন্ধকারে মড়ার কাছে,—ঘাড় মটকে না দেয় ত আমার নামই মিথ্যে।"

অগত্যা শান্তশীল আবার বাতী জ্বালিলেন। গৃহে পুনরায় প্রবিষ্ট হইলেন, দেখিলেন সে গৃহের আলোটী তেমনই জ্বলিতেছে।

লাসের দিকে চাহিয়া মওলাবক্স এরূপ বিকট শব্দ করিয়া উঠিলেন যে শান্তশীল বলিয়া উঠিলেন, "বাপার কি?"

মওলাবক্স বলিলেন, "আর আমার মাথা? বেঘোরে আজ প্রাণটা গেল, শান্তশীল—আল্লা, আল্লা।"

বলিলেন, "কি হইয়াছে ?"

মণ্ডলাবক্স জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "দেখ্‌তে পাচ্ছো না বাপু, লাস দানো পেয়েছে। ঘুরে শুয়েছে।"

শান্তশীল লাসের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন লাস উল্টাইয়া পড়িয়াছে। প্রথম যখন দেখিয়াছিলেন, তখন লাসের মুখ উপরের দিকে ছিল। এখন তাঁহারা দেখিলেন লাসের মুখ মাটীর দিকে। মণ্ডলাবক্স ভয়ে লাসের নিকটস্থ হইলেন না। শান্তশীল বাতী ধরিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে বলিলেন, "জমাদার সাহেব, আমাদের দরজা খুলে রেখে যাওয়া বড়ই অন্যায় হইয়াছে। আমাদের অনুপস্থিতে অন্য লোক এখানে আসিয়াছিল।"

"কেমন ক'রে জান্‌লে বাপু,—স্পষ্ট দানো পেয়েছে দেখা যাচ্ছে; এখন চল সরে পড়ি। বেঁচে থাক্‌লে অনেক চাকরী মিল্‌বে।"

"দেখিতেছেন না, কে এই লাসকে উল্টাইয়া ফেলিয়া ইহার কোটের পকেট দুইটাই টানিয়া বাহির করিয়াছে।"

"হাঁ, ঠিকই ত তাই দেখ্‌ছি।"

"আমরা নাই দেখে—কোন লোক এখানে আসিয়াছিল। বোধ হয় এই লোকটার পকেটে কোন দরকারী জিনিষ বা কোন কাগজ-পত্র ছিল। সে সেই গুলি লইয়া পলাইয়াছে। আমরা কি মূর্খ যে, লাসের পকেট গুলা আগে দেখি নাই।

এখন উপায় ?"

যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন আর উপায় কি ?"

"কেহ এসেছিল বোলে বোধ হয় ?"

"বোধ হইতেছে যে লোকটার পায়ের দাগ আমরা বাগানে দেখিয়াছি, সেই আসিয়াছিল।"

"খুনটা সহজ বোলে বোধ হচ্ছে না।"

"আমার বোধ হয়, এই বাড়ীটা খালি পড়িয়াছিল, ইহার চারিদিকে নিকটে কোন বসতবাড়ী নাই, সকলই বাগান। যে লোকটা মরে পড়ে আছে, তার পোষাক যদিও খুব বড়লোকের মত, তবুও ইহার চেহারা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এ বড়-লোক নয়।"

"লোক ম'লে এমন বিটকেল ভাবে চেয়ে থাকে না। শালা দানো পেয়েছে।"

"এই লোকটা—অপর লোকটা ও স্ত্রীলোক ছুটীর সঙ্গে এই জনশূন্য স্থানে দেখা করিবার বন্দোবস্ত করে। নিশ্চয়ই কোন কু-মতলব ছিল। তাহার পর দুইজনে বিবাদ বাধে, এই সময়ে আমরা আসিয়া দরজায় ধাক্কা মারি। তখন সেই লোক স্ত্রীলোক দুইটীকে পালাইতে বলিয়া নিজে দ্বার রক্ষা করিতে থাকে।

"আমারও তাই অনুমান হয়।"

"স্ত্রীলোক দুটীকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজে ধরা পড়িয়াছে। যদিও লোকটীর অতি গরীবের মত পোষাক পরিচ্ছদ, তবুও চেহারা দেখিলে সহজেই বোধ হয়, যেন কোন বড়লোকের ছেলে।"

"ঠিক বলেছ,—বড়লোকের ছেলে দেখ্‌লেই জানা যায়।"

"এখন এই পর্য্যন্ত জানা গেল, পরে আরও অনেক জানা যাইবে।"

মূর্খ লোক কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সম্মুখীন হইলে স্বভাবতঃই

তাহার অধীনস্থ হইয়া পড়ে। মওলাবক্সেরও তাহাই হইল। যদিও শান্তশীল বয়সে তাঁহাপেক্ষা অনেক ছোট, তত্রাপি এই এক রাত্রেই সে তাঁহার নিম্ন কর্ম্মচারী হইয়া পড়িল। শান্তশীল যাহা হুকুম করিতেছিলেন, সে তাহাই করিতেছিল। তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়াছিল, তাঁহার উপর তাহার অচলা ভক্তি জন্মিয়াছিল।"

মওলাবক্স বলিলেন, "জন বেটার সাধ্য ছিল না যে, এই সকল সন্ধান বার করে। বেটা আকাটমূর্খ, কেবল হাম বড়াই করে। শালা মনিব হ'লে কি হবে, শালার আক্কেল দেখ দেখি। আমরা দুটো লোক এই মড়া নিয়ে সমস্ত রাত্রি এখানে আছি, আর শালা কি না একটা লোক পাঠালে না। সম্বন্ধি আমার—ইনেস্পেক্টার হয়েছেন।"

শান্তশীল বলিলেন, "আর ভয় নাই, ভোর হইয়াছে। আর একটু পরেই চারিদিক ফরসা হইবে।"

মওলাবক্স বলিলেন, "তা ত হবেই, ইন্‌স্পেক্টার বেটার জন্য কি রাত আর প্রভাত হবে না, কিন্তু বেটার আক্কেলখানা একবার দেখ দেখি।

এই সময়ে নিকটে মনুষ্যের পদশব্দ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জনকতক পাহারাওয়ালা লাস লইয়া যাইবার জন্য একখানা গরুর গাড়ী লইয়া আসিতেছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

কণ্ঠহার।

পাহারাওয়ালার দ্বারা লাস চালান দিয়া মওলাবক্স ও শান্তশীল উভয়ে বাসার দিকে চলিলেন। মওলাবক্স বলিলেন, "চল এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্।"

শান্তশীল বলিলেন, "কাল রাত্রের সেই বস্তাব ভিতরের খুনটার একটা সন্ধান লইয়া যাইব, মনে করিয়াছি।"

মওলাবক্স দাঁড়াইল, বিস্মিত হইয়া বিস্ফারিত নয়নে একদৃষ্টে শান্তশীলের দিকে চাহিয়া রহিল—তিনি কোন কথাই কহেন না, অগ্রবর্ত্তীও হন না দেখিয়া, শান্তশীল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি অমন করে চেয়ে আছেন কেন?"

"চেয়ে আছি কেন? সমস্ত রাত্রি জেগে মড়া আগ্‌লেও সখ মিটে নাই?"

"এই পথে যখন যাইতেছি, তখন একটু দেখিয়া গেলে ক্ষতি কি?"

"কি সে?"

"সেই লোকটা মেয়ে মানুষের লাস কখনই বেশী দূর হইতে আনিতে পারে নাই। এখানকার কোন জায়গায় যদি খুন না হইত, তাহা হইলে কখনই খুনীরা সাহস করিয়া এমন ভাবে লাস লইয়া খালে ফেলিতে যাইত না।"

"খুব সম্ভব তাই।"

"তাহা হইলে যে লোকটা লাস ফেলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, সে নিশ্চয়ই গাড়ীতে দুর হইতে আসিয়াছিল,—কিন্তু আমরা কোন গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাই নাই।"

"বোধ হয়, সে রাত্রের মধ্যে নয়।"

"তাহা হইলে বোধ হইতেছে, এ লোকটা গাড়ী থেকে খালের একটু দূরে বস্তাটা নামাইয়া লইয়াছিল,—তাহাই সম্ভব, না হইলে কোচ্‌ম্যান তাহার কাণ্ড দেখিতে পাইত।"

"নিশ্চয়।"

"বস্তাটা নামাইয়া লইয়া সে অন্ধকারে বস্তা লইযা লুকাইয়াছিল; গাড়ী চলিয়া গেলে পথে আর কোন লোক জন নাই দেখিয়া লাস খালে ফেলিতে যাইতেছিল,—তাহার পর আমাদের দেখিয়া পলায়।"

"সব বুঝা গেল। এখন দুইটা খুনের সম্বন্ধ কি?"

"যে লোকটা বাড়ীতে খুন হইয়াছে, সে কখনই এমন স্থানে একলা আসে নাই। বোধ হয়, তাহারা দুই তিন জনে একত্রে আসিয়াছিল। একজন বাড়ীটার ভিতরে যায়, যে জলে ঝাঁপ দিয়াছে সে লাসটাকে জলে ফেলিয়া দিয়া পরে তথায় যাইবার মনস্থ করিয়াছিল।"

"খুব সম্ভব।"

"যে লোকটার পায়ের দাগ আমরা দেখিয়াছি; সেও বোধ হয় এই দলের লোক। পাছে লাস সেনাক্ত হয় এবং সকল ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে সাহস করিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিয়া তাহার পকেটে যাহা কিছু ছিল, লইয়া পলাইয়াছে।"

"এই ঠিক। এ মাম্‌লার ভার তোমার উপর দিলেই নিশ্চয়ই এর কিনারা হবে। এত খবর বার কর্‌তে আমি কেন, আর কেহই পারবে না।"

"আমার মত নূতন লোকের উপর, বিশেষতঃ আমার বয়স কম, আমার উপর এমন সব খুনের তদন্তের ভার কি কখনও দেয়?"

"আমি ত বুড়ো হয়েছি; আমি বল্‌বো আমার উপর ভার দাও, তখন আমি তোমায় সঙ্গে নেব। আমি তোমার বুদ্ধি দেখে অবাক্ হয়েছি। আজ থেকে বুড়ো মওলাবক্স তোর গোলাম।"

"জমাদার সাহেব, আপনি আমাকে বড় ভালবাসেন বলিয়া এ কথা বলিতেছেন। আমার উপর এত বড় খুনের ভার দেবে কেন?"

"না দেয়, নিজেরাই বোকা বনে যাবে। আমি জানি কোন লোকের সাধ্য নাই যে, এ খুনের কিনারা করে।"

"দেখা যাক্ কি হয়।"

কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা সারকুলার রোডে আসিলেন। তখন উভয়ের বাসা ভিন্ন ভিন্ন দিকে, কাজেই উভয়ে দাঁড়াইলেন। শান্তশীল নিজ পকেট হইতে ছিন্ন হার বাহির করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার সিনিয়ার আফিসার, আপনার কাছেই এ হার ছড়াটা থাকা উচিত।"

যেমন শান্তশীল হার ছড়াটী মওলাবক্সের হাতে দিতে যাইবেন অমনই তাঁহার দৃষ্টি ইহাতে সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র মাদুলীতে পড়িল। মাদুলীটি তাঁবার—এই হারের একাংশে লাল সূতা দিয়া গাঁথা ছিল।

তিনি মাদুলীটি দেখিয়া সহসা হাত টানিয়া লইলেন। তাঁহার হাত স্পষ্টতঃ কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি বহুকষ্টে নিজ মনোভাব গোপন করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু পারিলেন না। সহসা তাঁহার এ ভাব বৈলক্ষণ্যে বিস্মিত হইয়া মওলাবক্স বলিলেন, "আবার হলো কি ?"

শান্তশীল বলিলেন, "কিছু না।"

"আমাকে কি তুমি বাপু কানা ঠাওরাও,—বুঝেছি।"

"কি বুঝিয়াছেন ?"

"এত দামী হার আর একজনের হাতে দিতে সকলেরই কষ্ট হয়।"

এই কথা শুনিয়া শান্তশীলের মুখ লাল হইয়া গেল। তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "জমাদার সাহেব, আমাকে সেরূপ লোক ভাবিবেন না।"

মওলাবক্স তাঁহার পিট চাপড়াইয়া বলিলেন, "ভায়া রাগ ক'রো না, তুমি দুঃখিত হ'বে জান্‌লে বল্‌তেম না।"

শান্তশীল বলিলেন, "আপনি পাছে অন্য কিছু মনে ভাবেন, তাই বলিতেছি, নতুবা কাহাকেও এ কথা বলিতাম না।"

"আমি যে তোমায় ভালবাসি।"

"এ কথা শুনিয়াও কাহারও লাভ নাই। এই মাদুলীটির মত একটি মাদুলী আমার এক ভগ্নীর গলায় ছিল,—সেই ভগ্নী নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্যই আমার এরূপ পুলিশে প্রবেশ করা। হঠাৎ এই হারে সেইরূপ মাদুলী দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, আমারই ভুল, সে গরিব,—এত মূল্যবান হার সে কোথায় পাইবে,—আর সে এ জনশূন্য বাড়ীতে অন্যের সহিত কেন আসিবে।"

শান্তশীল কথা যেন নিজেকে নিজেই বলিতে ছিলেন। মণ্ডলাবক্স তাঁহার কথার, কোন উত্তর দিলেন না, মনে মনে বলিলেন, "ভায়ার আমাব বুদ্ধি আছে স্বীকার করি—কিন্তু সব সময় নয়।" প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কখন দেখা হবে?"

শান্তশীল বলিলেন, "আমি আহারাদি করিয়া এখনই যাইতেছি ;—আপনাকে আমার একটী—উপায় করিতে হইবে।"

"কি?"

"এই কেসটায় আমি যেন থাকিতে পাই, আপনাকে তাহারই একটু চেষ্টা করিতে হইবে।"

"খুব করিব।"

তাহার পর আর শান্তশীল কোন কথা কহিলেন না। উভয়ে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিরাশা।

সমস্ত রাত্রির মধ্যে শান্তশীলের এক মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষের পাতা ফেলিবার সময় হয় নাই; তিনি আহার করিতে পারিলেন না, নিদ্রাও যাইতে পারিলেন না। তিনি একটু মাত্র বিশ্রাম করিয়াই হেডকোয়াটারের দিকে চলিলেন। মণ্ডলাবক্স বাহাদুর নিশ্চয়ই গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন আছেন।

তখন বেলা প্রায় এগারটা বাজে। এক রাত্রে প্রায় একই স্থানে দুইটা খুন হওয়ায় আজ ডিটেক্‌টিভ আফিসে বড়ই গোল—সকলেই এই বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। মাণিকতলা থানার ইন্‌স্পেক্টরও আসিয়াছেন, কমিসনার সাহেব বারটায় আসিবেন।

শান্তশীল শুনিলেন, দুইটার একটা লাসও এখনও সেনাক্ত হয় নাই। তাহাদের ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে। সহরে ঢেঁড়া পিটান হইয়াছে যে, আর দুই ঘণ্টার মধ্যে কেহ লাস সেনাক্ত না করিলে, জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে।

গৃহের মধ্যে যে মৃতদেহ পড়িয়াছিল, ডাক্তার তাহার অঙ্গ

ব্যবচ্ছেদ করিয়া বলিয়াছেন যে, বিসে তাহার মৃত্যু হইয়াছে; সম্ভবতঃ পূর্ব্বদিবস দিনের বেলায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং তাহার মতে কেহ সে রাত্রে তাহাকে খুন করে নাই।

আসামীর কথায়ও কতক তাহাই সপ্রমাণ হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে, আসামীর বেশ পাগলের ছিট আছে। তাহার মাথার যে ঠিক নাই,—ডাক্তার সাহেবও তাহা বলিয়াছেন। সে বলে যে, তাহার বাপ মা, আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, কেহ কখনও ছিল কি না, তাহার মনে নাই। তাহার বাড়ী ঘর দোর কিছুই নাই। এই প'ড়ো বাড়ীটায় কেহ থাকিত না বলিয়া সে রাত্রে এখানে আসিয়া শুইয়া থাকিত। সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিত। সে কখনও ভিক্ষা করিত না। কুমার অবনিভূষণ দয়া করিয়া মাসে মাসে তাহাকে কিছু কিছু দিতেন, তাহাতেই তাহার চলিয়া যাইত।

গত রাত্রের ঘটনা সম্বন্ধে সে এইরূপ বলিয়াছে। সে গৃহ-মধ্যে ঘুমাইয়া ছিল,—রাত্রি প্রায় একটার সময় সহসা তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে দেখে যে তিন চারি জন লোক একটা লোককে ধরাধরি করিয়া সেই গৃহমধ্যে আনিতেছে। তাহারা একটা আলো জ্বালিল। সে সেই আলোতে যে লোকটাকে ধরাধরি করিয়া আনিয়াছিল, তাহার বিকট মুখ দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাহারা হঠাৎ তাহাকে এই ঘরের মধ্যে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়,—একজন তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া একটা পিস্তল ছুড়িয়া মারে। এই সময়ে কাহারা দ্বারে ধাক্কা মারিতে থাকে। তখন উহারা ভয়ে জানালা দিয়া পলাইয়া যায়।

আসামী ভয়ে পিস্তলটা তুলিয়া লইয়া পেছনের দরজায় দণ্ডায়মান হয়। তাহার পর পুলিশের লোক আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

কুমার অবনিভূষণ কলিকাতার মধ্যে একজন মাননীয় ব্যক্তি। ইন্স্পেক্টর জন ইহারই মধ্যে আসামীকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। তিনিও বলিয়াছেন যে, "হাঁ, এ লোককে আমি চিনি, ও এক রকম পাগল,—অতি নিরীহ লোক,—প্রায়ই কাহারও সহিত কথা কয় না। সংসারে ওর কেহ নাই,—আমি প্রায় দশ বৎসর হইতে ওকে মাসে মাসে কিছু দিয়া আসিতেছি।"

ইহাঁর কথার উপর কথা নাই,—সুতরাং কমিশনার সাহেব আসিলেই এই পাগলটাকে ছাড়িয়া দেওয়া স্থির হইয়াছে। সকলেরই বিশ্বাস হইয়াছে যে, দুই খুনই একদল লোকের কাজ। দুই লাসই তাহারা গাড়ী করিয়া আনিয়াছিল। একটা খালের জলে ডুবাইয়া দিবার মতলব ছিল, আর একটাকে এই পড়ো বাড়ীতে রাখিয়া যাওয়াই স্থির করিয়াছিল।

কিন্তু শান্তশীল জানিতেন, আসামী সত্য কথা বলে নাই। সে নিশ্চয়ই দুইটী স্ত্রীলোকের কথা জানিত। তাহাদের রক্ষা করিতে গিয়াই নিজে ধরা পড়িয়াছে; সে কোনকালে পাগল নহে, পাগলের ভান করিতেছে; সে নিশ্চয়ই কোন বড়লোকের ছেলে,—সে সকল কথাই গোপন করিয়াছে। কুমার অবনিভূষণও যে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, তাহাও তাঁহার বিশেষ প্রতীতি হইল, কিন্তু এরূপ অবস্থায় তাঁহার কথা কে বিশ্বাস করিবে?

তিনি জন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক ইতস্ততঃ

করিয়া বলিলেন, "এ খুনের বিষয়ে আমি কিছু কিছু জানিয়াছি—এ কেসে আমি থাকিতে পারি কি ?

সাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সিস্ দিতেছিলেন, বলিলেন, "তুমি ছেলে মানুষ—নূতন লোক,—কমিশনার সাহেব এরূপ গুরুতর কেসের ভার কখনও তোমাকে দিবেন না।"

শান্তশীল হতাশ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিলেন, "কাল রাত্রে আমাকে তদন্ত করিতে আপনি হুকুম করিয়াছিলেন, যাহা যাহা জানিয়াছি, বলিব কি ?

সাহেব কি লিখিতেছিলেন, মস্তক না তুলিয়া বলিলেন, "বলিতে পার।"

শান্তশীল স্ত্রীলোকের কথা বলিলে সাহেব উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। শান্তশীল অপ্রস্তুত হইলেন, তাহার ভয়ানক রাগও হইল। কিন্তু হৃদয়-ভাব দমন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অনেক উপন্যাস পড়া হইয়া থাকে—না ? পুলিশে কাজ করিতে হইলে উপন্যাস সব ভুলিয়া যাইতে হইবে।"

রাগে শান্তশীলের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল, তিনি উত্তর করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময়ে একজন কনেষ্টবল আসিয়া বলিল,—"জমাদার বাবুকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ডাকিতেছেন।"

শান্তশীল দ্রুতপদে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কামরার দিকে ছুটিলেন। সেলাম করিয়া দাঁড়াইলে সাহেব বলিলেন, "বড় বাজারে একটা চুরি হইয়াছে.—তুমি নূতন লোক,—ছেলে-মানুষ,—তবুও তোমার কাজকর্ম্মে আমি বিশেষ সন্তোষ হইয়াছি.।

সেইজন্য এ তদন্তের ভার তোমায় দিলাম। এই তোমার সুবিধা। যদি এই চুরির কিনারা করিতে পার,—প্রশংসা ও প্রমোশন পাইতে পারিবে।

শান্তশীল এই প্রথম স্বাধীনভাবে তদন্তের ভার পাইল,—আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি সাহেবকে সেলাম দিয়া চুরি মোকদ্দমার কাগজপত্রগুলি তুলিয়া লইয়া অতি সতর্কতার সহিত পকেট বুকের মধ্যে রাখিলেন।

তিনি কি বলিবেন বলিবেন করিতেছেন দেখিয়া সাহেব বলিলেন, "তোমার আর কিছু বলিবার আছে ?"

শান্তশীল বলিলেন, "কাল রাত্রের খুন সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি,—হুজুর ত জানেন, আমি কাল রাত্রে সেখানে উপস্থিত ছিলাম,—এই কেসে থাক্‌তে পারি না কি ?"

সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "এতবড় কেসের ভার এখন তোমায় দেওয়া যাইতে পারে না।"

"আমি অনেক বিষয় নূতন জানিতে পারিয়াছি।"

"আচ্ছা, একটা রিপোর্ট লিখিয়া দাখিল করিও; পরে দেখিব।"

শান্তশীল হতাশ-চিত্তে সাহেবের কাম্‌রা পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। তিনি এই মোকদ্দমার তদন্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ছিন্ন হারে ইন্দুর বা ইন্দুর ন্যায় মাদুলী দেখিয়া তিনি নিতান্তই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যতই মনে করেন যে, মাদুলী কখনই ইন্দুর হইতে পারে না, ততই তাঁহার মনে হয়, নিশ্চয়ই এ মাদুলী ইন্দুর। সে মাদুলী কি তিনি চিনিতে পারিলেন না—প্রত্যহই দেখিয়াছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুর সহানুভূতি।

শান্তশীল বাসায় ফিরিয়া কতকগুলি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মণ্ডলাবক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। তিনি মণ্ডলা-বক্সকে মস্তিষ্কবিহীন বলিয়া জানিতেন, কিন্তু ইহাও জানিতেন যে, মণ্ডলাবক্স মন্দ লোক নহে, বিশেষতঃ সে শান্তশীলকে মান্য ও ভক্তি করিত, এমন কি, ভালও বাসিত। অন্য পুলিস কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে ছেলেমানুষ দেখিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত, কিন্তু মণ্ডলাবক্স তাহা কখনও করিত না।

মণ্ডলাবক্স তখন কেবল নিদ্রা হইতে উঠিয়া বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া একটা বদনার জলে মুখ প্রক্ষালনে ব্যস্ত ছিলেন। শান্ত-শীলকে দেখিয়া বলিলেন, "কি মনে করে?"

শান্তশীল বলিলেন, "একটা পরামর্শ করিতে আপনার নিকট আসিলাম। আফিসে আপনাকে দেখিতে পাইলাম না।"

মণ্ডলাবক্স বলিলেন, "আফিসে! আমি ত তোমার মত ক্ষেপি নাই। কাল সমস্ত রাত্রি জাগরণ হইয়াছে, তাকি মনে নাই? তুমি বুঝি এরই মধ্যে আফিসে গিয়েছিলে? তুমি দেখ্‌ছি গোঁয়

নাই। এই রকম কর্‌লেই পুলিশে চাকরী করেছ। শীঘ্রই অপঘাত মৃত্যু হবে।"

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের ত এই কষ্ট সহ্য করিবার বয়স। আর কবে করিব?"

মণ্ডলাবক্স বলিলেন, "এখন মতলবখানা কি বল?"

শান্তশীল থানায় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন ও যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, মণ্ডলাবক্সকে সকলই বলিলেন, "এ খুনের মোকদ্দমায় আমার থাকিবার ত কোন সম্ভাবনা নাই, তবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব একটা রিপোর্ট দিতে বলিয়াছেন। তাহাই দিব মনে করিতেছি।"

মণ্ডলাবক্স বলিলেন, "কোন বেটাই এ খুনের কিছুই কিনারা কর্‌তে পার্‌বে না। পুলিশের বিদ্যে আমি জানি। শেষ তোমাকে ডাক্‌তে হবে। বেটারা মেয়েমানুষের কথা বিশ্বাস করে না, হেসে উড়িয়ে দেয়? বটে? আমরা বেটারা কানা!"

শান্তশীল বলিল, "তাহাই মনে করিয়াছি, আজ আর একবার বাড়ীটা ভাল করিয়া দেখিব। আসামী স্ত্রীলোকের কথা অস্বীকার করিয়াছে; যদি তাহার কথা সত্য হয়, যদি সত্য সত্যই তিন চারি জন লোক লাসটাকে ফেলিয়া রাখিয়া জানালা দিয়া পলাইয়া গিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাহাদের পায়ের দাগ সেখানে থাকিবে।"

"হাওয়া হয়ে উড়ে না গেলে নিশ্চয়ই থাক্‌বে। কা'র উপর এ খুনের তদন্তের ভার পড়েছে তা কিছু শুনিলে?"

"বোধ হয় জন সাহেব আর বিপিন বাবুর উপর।"

"ওরা যদি এর কিছু কিনারা কর্‌তে পারে, তবে আমার নাম মণ্ডলাবক্স নয়।"

"আপনি একবার যদি আমার সঙ্গে যান তবে খুসী হই। এখনই একবার সেই বাড়ীটা দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছি, সঙ্গে গেলে বড় উপকার হয়।"

"তোমার খাতিরে যেতে রাজী হলেম, না হলে কোন সম্বন্ধ নড়ত,—মিছে খাটা—বেটারা এক পয়সাও আর মওলাবক্সের মাহিনা বাড়াবে না। কোন সালা পয়লা তারিখে মাহিনা আটক রাখ্তেও পার্বে না।"

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, "এখনই যাইবেন কি?"

"চল—কাপড়টা ছেড়ে নিই," বলিয়া মওলাবক্স ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন। কিয়ংক্ষণ পরে উভয়ে আবার সেই বাড়ীর দিকে চলিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন তাঁহাদের প্রস্থানের পর তথায় আর কেহই আসে নাই। যেখানে যাহা ছিল সেইরূপই আছে। আসামীর কথা ঠিক কি না জানিবার জন্য তাঁহারা জানালার বাহির দিকে আসিলেন,—দেখিলেন তথায় কোন পদচিহ্ন নাই।

শান্তশীল বলিলেন, "দেখিলেন, এ জানালা দিয়া কেহ লাফাইয়া পড়িলে কি রকম পায়ের দাগ হইত,—এখানে কোন দাগ নাই।"

"জন্ সাহেব এ সকল দেখ্বেন কেন? তিনি উল্টা ধাঁধায় ঘুর্ছেন।"

"একটা কাজ করিবার আমার ইচ্ছা আছে,—সেটা এখন করাই উচিত, না হলে পরে নষ্ট হইয়া যাইবে।"

"কি বল?"

"বাড়ীর পিছনে যে তিনজনের পায়ের দাগ আছে, তাহা

এখন কোন গতিকে তুলিয়া না রাখিতে পারিলে, এক পসলা বৃষ্টি হইলে বা কোন লোক চলিলে আর কোন দাগই থাকিবে না।”

“সে তো বুঝিলাম। পায়ের দাগ তুলিয়া রাখা—সে মানুষদের পেলে ত আর তা হচ্ছে না। তাদের পেলে তাদের পায়ে কালি লাগিয়ে কাগজে ছাপ তুলে নিতে পারা যেতো।”

“তাদেরই যদি পাব, তবে আর ছাপে দরকার কি? আমি একটা উপায় স্থির করিয়াছি। তাহাতে এই পায়ের দাগ বেশ তুলিয়া লইতে পারা যাইবে।”

“বল কি! কি রকমে হবে?”

“আমি খানিকটা সিসা আনিয়াছি। সিসে গলাবার জন্য এই ছোট কড়াখানাও আনিয়াছি। আজ মাটী শুখাইয়া গিয়াছে, এই মাটীর উপর সিসা গালিয়া ঢালিলে তাহাতে পায়ের দাগের বেশ ছাঁচ উঠিয়া যাইবে।”

মণ্ডলাবক্স প্রকৃতই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বিস্মিতভাবে শান্তশীলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, “ঠিক কথা, হাঁ, এ রকমে ঠিক ছাঁচ উঠ্‌তে পারে। যথার্থ একে বলে বুদ্ধি। কোন জন্মে আমার মাথায় এ ঢুক্‌ত না, পুলিশের কোন সম্বন্ধিরও ঢুক্‌ত না।”

শান্তশীল কাঠ-কুটা সংগ্রহ করিয়া একটা ইটের উনান প্রস্তুত করিলেন, তৎপরে কড়াতে সিসা গলাইতে চড়াইলেন।

সিসা তরল হইলে তিনি সেই সকল পায়ের দাগের উপর সিসা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি স্ত্রীলোক দুইজনের পায়ের দাগের প্রত্যেকের দুইটী করিয়া ছাঁচ তুলিয়া লইলেন। পুরুষের জুতা শুদ্ধ পায়ের দাগেরও দুইটা ছাঁচ লইলেন।”

সিসা শীতল হইলে মওলাবক্স একখানা তুলিয়া হস্তে লইলেন,—দেখিলেন সেই সিসার উপর স্পষ্ট পরিষ্কার পায়ের দাগ উঠিয়াছে। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বহুৎ আচ্ছা বাবা! এদের গ্রেপ্তার করতে পারলে আর "না" বল্‌বার যো নাই। একখানা কাগজে তাদের পায়ের ছাপ নিয়ে এর সঙ্গে মিলালেই—বস্।"

তাহার পর মওলাবক্স শান্তশীলের পিট চাপড়াইয়া বলিলেন, "ভায়া—তুই বেঁচে থাক্‌লে গোয়েন্দার রাজা হবি।"

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, "এখন ত এ খুনের তদন্তের ভার পাইলাম না।"

"শালাদের দিতে হবে,—না হ'লে আমার নাম মওলাবক্স নয়।

"যাহাই হউক, আজ রাত্রে একটা রিপোর্ট লিখিয়া কাল সাহেবকে দিব, দেখি কি হয়।"

"বুঝেছি, তোমার খুনের জন্য এ মামলা তদন্তের যত ইচ্ছা হোক্ না হোক,—মাদুলীর জন্য বটে।"

"কতকটা সে কথা আপনি ঠিক বলিয়াছেন।"

"সবুরে মেওয়া ফলে।"

"সাহেব একটা চুরির তদন্তের ভার দিয়াছেন। এখন সেইখানে যাইব।"

"বটে—বটে,—এই প্রথম মাম্‌লা। আল্লা চোর ধরিয়ে দিন,—পুলিশে কখনও চোর ধর্‌তে পারে না। ভায়া পুলিশে যদি চাকরী বজায় রাখ্‌তে চাও, ত পেট ভরবার কথা ভুল না।"

শান্তশীল হাসিতে হাসিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি চিন্তিত মনে ধীরে ধীরে বড় বাজারের দিকে চলিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পত্রাংশ।

প্রায় তিনমাস হইল বড়বাজারে হরকিষণ দাসের গদিতে একটা চুরি হইয়াছে। গদির বাক্সের ভিতর পনের খানা হাজার টাকার নোট ব্যাঙ্ক হইতে আনিয়া বেলা তিনটার সময় রাখা হয়, সন্ধ্যার সময় তহবিল মিলাইতে গেলে দেখা যায় যে, বাক্সের মধ্যে নোট নাই। দিনের বেলায় প্রকাশ্য গদি হইতে পনের হাজার টাকার নম্বরী নোট কে লইল, গদির সকলেই সন্ধান করিতে লাগিলেন,—তখনই কারেন্সি আফিসে নোটের নম্বর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, পুলিসে সংবাদ গেল। কিন্তু তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে,—নোটের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পুলিশও অনেক তদন্ত করিয়াছেন,—চোরের সন্ধান কিছুই পান নাই। ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারীগণও একরূপ হতাশ হইয়াছিলেন,—এইরূপ সময়ে শান্তশীলের হস্তে এই চুরির তদন্তর ভার পড়িল। পুলিশ কতদূর কি করিয়াছেন, তাহার সমস্ত কাগজপত্র তিনি পাইয়াছিলেন;—সুতরাং এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। চুরিও তিনমাস হইল হইয়া

গিয়াছে, সুতরাং হরকিষণের গদিতে যে আর কিছু নূতন সন্ধান পাইবেন, সে আশাও তাঁহার ছিল না। তবুও তিনি ভাবিলেন, একবার গদিটা ভাল করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? আমি যখন স্বয়ং দেখি নাই, তখন একবার দেখা উচিত। এইরূপ ভাবিয়া তিনি হরকিষণের গদিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন গদীতে স্বয়ং হরকিষণই উপস্থিত আছেন,—যে বাক্স হইতে টাকা চুরি গিয়াছে, তাহাও তাঁহার সম্মুখেই আছে, যে দিন টাকা চুরি গিয়াছিল, সে দিনও বাক্স সম্মুখেই ছিল। তথায় অন্যান্য কর্ম্মচারিগণও সকলে উপস্থিত রহিয়াছেন তিনি তাঁহাদের সকলেরই আকৃতি প্রকৃতি বিশেষরূপ লক্ষ্য করিলেন, তৎপরে নিজ পরিচয় দিয়া হরকিষণকে বলিলেন, "আমি এই বাক্সই একবার দেখিতে চাই।"

হরকিষণ বলিলেন, "দেখুন না। এখনও নোট কেহ ভাঙ্গায় নাই?"

শান্তশীল বলিলেন, "না' আসুন, আমি একবার বাড়ীটা দেখিব।"

হরকিষণ উত্তর করিবার, পূর্ব্বেই তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারি হরিরাম সত্বর উঠিয়া বলিলেন, "আসুন"।

শান্তশীল বলিলেন, "আপনি বসুন। আমি হরকিষণ বাবুর সহিত যাইব।"

হরিরাম বসিলেন, হরকিষণ বাবুকেই উঠিতে হইল। তখন উভয়ে বাড়ীর সমস্ত ঘরগুলি দেখিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শান্তশীল তাঁহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কে কতদিন তাঁহার নিকট চাকরি করিতেছে, কে কেমন লোক,

সকলই জিজ্ঞাসা করিলেন। জানিলেন কেহই নূতন লোক নহে, সকলেই দশ পনের বৎসর হইতে তাঁহার নিকট আছেন, সকলেই বড় বিশ্বাসী—সকলেই তাঁহার বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী।

সকল দেখিয়া শান্তশীল জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কর্ম্ম-চারীরা রাত্রে কোথায় থাকেন ?"

"তারা সকলেই—তেতালায় থাকেন।"

"আমি একবার সে ঘরগুলি দেখিতে চাই।"

"আসুন।"

তাঁহারা উভয়ে ত্রিতলে উপস্থিত হইলেন। শান্তশীল পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে সমস্ত ঘরগুলি দেখিতে লাগিলেন। এক ঘরে এক খানা পত্রের একটু অংশ পড়িয়া ছিল। তিনি সেই টুকু সত্বর তুলিয়া লইয়া পকেটে রাখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ঘরে কে থাকে ?"

হরকিষণ বলিলেন, "আমার প্রধান কর্ম্মচারী হরিরাম এই ঘরে থাকে।"

শান্তশীল আর কোন কথা কহিলেন না। হরকিষণের নিকট হইতে বিদায় হইয়া বাহিরে আসিয়া পকেট হইতে সেই কাগজের টুকরা টুকু বাহির করিয়া পড়িলেন। তাহাতে লেখা ছিল ;—

"কাল থেকে আমার মেরি হারাইয়া গিয়াছে—যেমন করে হয় —"

শান্তশীল দেখিলেন যে, পত্রখানি স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। তিনি ভাবিলেন, "হরকিষণ বলিলেন যে তাঁহার কর্ম্মচারীরা সকলেই খুব সচ্চরিত্র, অথচ প্রথম কর্ম্মচারি হরিরামকে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক চিঠি লিখিয়াছে! এই স্ত্রীলোকটী কে এখন অনুসন্ধান

করা আবশ্যক।" কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার মন হইতে এই মকর্দ্দমার কথা অপসারিত হইল। সেই গত রাত্রের খুনের কথা মনে হইল, তিনি সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মন হইতে সেই ছিন্ন হার সংলগ্ন মাদুলির কথা দূর করিতে পারিলেন না।

শৈশবে ইন্দুর কঠিন মূর্চ্ছা পীড়া হওয়ায় তাহার মাতা এই মাদুলি তাহাকে পরাইয়া দেন। মাদুলি খুলিলেই তাহার ফিঠ হইত বলিয়া সর্ব্বদাই তাহার গলায় এই তাবার মাদুলি ঝুলিত। শান্তশীলের ঠিক মনে আছে ছেলেবেলায় একদিন তিনি তাঁহার গলা হইতে এই মাদুলি ছিঁড়িয়া লইতে যান, সেই সময়ে টানাটানিতে মাদুলির একদিক একটু বসিয়া গিয়াছিল। হার সংলগ্ন মাদুলীরও একদিক বসা।

ঠিক সেইরূপ মাদুলি আর কাহার হইতে পারে? তাহার মাদুলীই বা এত মূল্যবান হারে কিরূপে আসিবে? সে যদি কলিকাতায় আসিয়া থাকে, সম্ভব সে কুলে কালি দিয়া কুলটা হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেই বা সে এত মূল্যবান হার কোথায় পাইবে? সে সুন্দরী,—কোন বড় লোকের চক্ষে পড়িবে আশ্চর্য্য কি? তাহা হইলে সে কাহার সহিত নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল,—সেই বা কোথায় গেল? কেনই বা সে রাত্রি একটার সময় উল্টাডিঙ্গির পড়োবাটীতে যাইবে? তাহার সহিত যে স্ত্রীলোকটী ছিল সেই বা কে? তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া অপর একজন তাহার জন্য বিপদগ্রস্ত হইবে কেন? এই লোকটীই বা কে? এ যে ভিখিরী পাগল বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতেছে, তাহা সত্য নহে। শান্তশীল আবার ভাবিলেন, "এ কালামুখীর সন্ধান করিয়া লাভ কি? সে কুলটা

হইয়াছে, না হয় কোন বড় লোকের রক্ষিতা আছে, হয়তো বহু মূল্যবান গহনাও পরিতেছে। আমাদের সকলের মুখে কালি দিয়াছে, তাহার জন্য আমি ভাবি কেন? তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবারই বা প্রয়োজন কি? আমার মনে করা উচিত সে মরিয়াছে। তাহার পর কেমন তাঁহার আপনা আপনি মনে হইল, হয়তো সে মেহের সন্ধান জানে। কে জানে সর্ব্বনাশী তাহাকেও ভুলাইয়া আনে নাই। যে কুল ছাড়িয়া আসিতে পারে, সে সব পারে"।

এইরূপ নানা চিন্তায় শান্তশীল নিতান্তই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। খুন সম্বন্ধে আর নূতন কিছু সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কিনা জানিবার জন্য তিনি আফিসের দিকে চলিলেন। সে স্থানে গিয়া শুনিলেন নূতন খবর কিছুই নাই। এখনও দুই লাসের একটীও শেনাক্ত হয় নাই। কেহই লাস চিনিতে পারে নাই। পুলিশ লাস জ্বালাইয়া দিয়াছে।

শান্তশীল আফিস হইতে বাহির হইয়া মনে মনে বলিলেন, "দুইটা লোক খুন হইল, তাহারা কে, কেহ তাহা বলিতে পারে না, কি আশ্চর্য্য?"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মন্তব্য।

রাত্রে নির্জ্জনে বসিয়া শান্তশীল খুন সম্বন্ধে দুইটী রিপোর্ট লিখিলেন,—এই তাঁহার প্রথম রিপোর্ট। প্রথমটী গলাকাটা স্ত্রীলোকটীর খুন সম্বন্ধে, দ্বিতীয়টী বাড়ীর ভিতর যে লাস পাওয়া গিয়াছিল তাহারই বিষয়।

এইখান হইতে দুই খানি রিপোর্ট ও যে সকল পায়ের চিহ্ন তিনি সিসায় তুলিয়া ছিলেন—তাহা দিয়া লিখিলেন,—

"ধৃত ব্যক্তি বলিতেছে যে তিন চার জন লোক এই লাস লইয়া আইসে, গোলযোগ দেখিয়া তাহারা জানালা দিয়া পলাইয়া যায়, তাহা সত্য নহে। কারণ তাহা হইলে জানালার নীচে পায়ের দাগ থাকিত। আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি তথায় কোন পায়ের দাগ নাই।

ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা যাইতেছে যে লোকটীকে সেখানে মারা হয় নাই। যখন আমরা তাহাকে দেখিতে পাই, তাহার ১০।১২ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, এবং বিষে তাহার

মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং এই পড়ো বাড়ীতে লাসটী ফেলিয়া যাইবার জন্যই আনা হইয়াছিল।

ইহাকে আনিবার পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক এইখানে ধৃতব্যক্তি ও অপর দুইটী স্ত্রীলোক আইসে। খুব সম্ভব ইহাদের আসিবার পূর্ব্বেই কোন লোক লাসটী এইখানে ফেলিয়া যায়।

বোধ হয় আমরা উপস্থিত হইবার কিছু পূর্ব্বেই ধৃত ব্যক্তি ও স্ত্রীলোক দুইটী এইখানে আসে এবং গৃহে প্রবেশ করিয়াই লাস দেখিতে পায়। আমাদের পদ শব্দ শুনিয়া ভয়ে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। লোকটী স্ত্রীলোক দুইটীকে পিছন দিক্‌কার দরজা দিয়া পলাইতে বলিয়া নিজে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকে। তাহাদিগকে পলাইবার অবসর দিবার জন্যই সে এরূপ করিয়াছিল। তিনজন একত্রে পলাইলে আমরা তখনই তাহাদের অনুসরণ করিব। এই ভয়ে এরূপ করিয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিত, যদি এই লোককে আমরা না পাইতাম, তবে নিশ্চয়ই পশ্চাতের বাগানে ছুটিতাম। তাহা হইলে স্ত্রীলোক দুইটী ধরা পড়িত। তাহারা বাহির হইয়া বাড়ীর পিছন দিক্‌কার গলিতে আসে। সেখানে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, তদ্দ্বারা সেই গাড়ীতে উঠিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করে। আমরা আসামী লইয়া ব্যস্ত থাকায় গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাই নাই।

স্ত্রীলোক দুইটী যাইবার পর আর এক ব্যক্তি পশ্চাৎ দিয়া বাড়ীর পশ্চিমস্থ বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল। আমাদের দুইজনকে দেখিয়া সে ফিরিয়া যায়। পরে পার্শ্ববর্ত্তী বাগানের প্রাচীর

উল্লঙ্ঘন করিয়া আবার বাড়ীর সম্মুখে আইসে। আমরা কেহ তথায় নাই দেখিয়া লাসের পকেটে যাহা কিছু ছিল লইয়া পলায়ন করে। একজন লোক কখনই এ লাস এখানে আনিতে পারে নাই। আরও লোক ছিল। কিন্তু কয়জন ছিল স্থির করিবার উপায় নাই। বাড়ীর সম্মুখের দ্বারের নিকট অনেক লোকের পায়ের দাগ পড়িয়াছিল, আমাদের পায়ের দাগও পড়িয়া ছিল সুতরাং সেখানে কাদা হইয়া গিয়াছিল, কিছুই স্থির করিবার উপায় ছিল না। আমার বিশ্বাস একদল লোকের দ্বারাই এই দুই খুন হইয়াছে। ইহারা মাথা কাটা লাসটাকে জলে ফেলিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া একজন লোককে দিয়া ঐ লাস উল্টাডিঙ্গির রাস্তায় নামাইয়া দেয়। সে লাস গলিতে অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিয়া সুবিধা খুঁজিতে থাকে। অপর সকলে গাড়ী করিয়া অপর লাস এই পোড়ো বাড়ীর ভিতর ফেলিয়া রাখিতে যায়। সম্ভবত তখন আসামী এবং স্ত্রীলোক দুইজন এইখানে আইসে নাই। বোধ হয় ইহাদের কোন গুপ্ত অভিসন্ধির জন্য এই স্ত্রীলোক দুইটীকে এই বাড়ীতে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল। নতুবা দুইটী স্ত্রীলোকের এরূপ স্থানে এরূপ সময়ে আসিবার অন্য কারণ দেখা যায় না।

স্ত্রীলোক দুইটীও সাধারণ স্ত্রীলোক নহে। একজন ব্যস্ত হইয়া পলাইতে যাইবার সময় তাহার কণ্ঠহার দরজার হুকে বাধিয়া ছিঁড়িয়া মাটীতে পড়িয়াছিল। তিনি ফিরিয়া দেখিবার সময় পান নাই। সেই কণ্ঠহার জাচাইয়া দেখা হইয়াছে। বড় বড় জহুরি ইহার দাম ৫০০০৲ টাকার কম নহে বলিয়াছেন। যে স্ত্রীলোকের গলায় এত মূল্যবান হার ছিল, তিনি কখনই সাধারণ

স্ত্রীলোক নহেন। কেন ইঁহারা এত রাত্রে এরূপ স্থানে আসিয়াছিলেন, তাহা এখন স্থির বলিতে পারি না।

এখন এই পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছি। যদি আমার উপর এই খুনের ভার দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রাণপণ যত্নে ইহার তদন্ত করিতে পারি। আশা করি খুনী ধৃত করিতেও সক্ষম হইব।"

রিপোর্টটী শেষ করিয়া শান্তশীল পুনঃ পুনঃ তাহা পাঠ করিলেন। অবশেষে ইহা অতি যত্নে বাক্সে বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। শয়ন করিলেন মাত্র—নিদ্রা হইল না—পড়িয়া পড়িয়া খুনের কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—•—

বিজ্ঞাপন।

পর দিবস এগারটার সময়েই শান্তশীল তাঁহার রিপোর্ট লইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেলাম দিয়া ভয়ে ভয়ে রিপোর্টখানি তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। ভাবিয়াছিলেন, সাহেব কত আগ্রহের সহিত তাঁহার রিপোর্ট দেখিবেন, কিন্তু হায়, তিনি একবার উহা খুলিলেনও না। টেবিলের ভিতর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "সে চুরির কতদূর কি করিলে ?"

চুরির কথা শান্তশীল একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সাহেবের ভ্রমে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল—লজ্জিত হইলেন, তাঁহার মুখ রক্তিমাভ ধারণ করিল,—তিনি মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে বলিলেন, "তদন্ত করিতেছি.—এখনও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

সাহেব বলিলেন, "যাও, বিশেষ চেষ্টা ক'রো। এটার কিনারা করিতে পারিলে তোমার প্রোমোশন হইতে পারে।"

শান্তশীল সেলাম দিয়া বাহিরে আসিলেন। তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ চিত্তে আফিস হইতে বহির্গত হইলেন। খুনের মোকর্দ্দমার

তদন্তের ভার পাইবার আশা তাঁহার আর নাই,—নিশ্চয়ই ইন্দু কোন না কোনরূপে ইহাতে জড়িত আছে, তাহার সন্ধান করিবার আর কোন উপায়ই নাই। ভাবিলেন, তবে এই চুরির কোন কিনারা করিতে পারিলে হয়তো খুনের তদন্তের ভারও পাইতে পারিব? কাজেই চুরির মোকর্দ্দমাতেই মনোনিবেশ করা উচিত? আর উপায় কি, আর কাজই বা কি? হয়তো এই মকর্দ্দমার কোন কিছু সন্ধান না করিতে পারিলে আমার পুলিশে চাকরি থাকাই কঠিন হইবে। যাহা হউক, তিনি চুরি মকর্দ্দমারই তদন্ত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। ভাবিলেন, এ চুরি সম্ভবতঃ হরকিষণেরই কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা হইয়াছে, নতুবা কে সাহস করিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ বাক্স হইতে এত টাকা লইবে। হরিরামের কোন বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সহিত নিশ্চয়ই আলাপ আছে, বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে,—নতুবা সে তাহার কুকুরের কথা তাহাকে লিখিবে কেন? পত্রখানা পাইয়া হরিরাম সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিযা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। একখণ্ড যে উড়িয়া ঘরের ভিতরই পড়িয়াছিল, তাহা জানিতে পারে নাই। খুব সম্ভব পত্রখানা সে আজই পাইয়াছিল। তাহাকে যে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক পত্র লিখিয়াছিল, সে নিশ্চয়ই বেশ্যা। কিন্তু সে কোথায় থাকে; সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে।

এই সকল ভাবিয়া প্রথমে অপার চিৎপুর রোডে আসিয়া পড়িলেন। বরাবর উত্তরমুখে চলিলেন। তাঁহার অদৃষ্ট আজ সুপ্রসন্ন। বিডন ষ্ট্রীটে আসিয়া সহসা তাঁহার দৃষ্টি প্রাচীর সংলগ্ন একখানি ছাপা কাগজের উপর পড়িল। তিনি নিকটে গিয়া পড়িলেন :—

১০৲ টাকা পুরস্কার।

মেরি নামে একটা লোমযুক্ত সাদা কুকুর হারাইয়াছে। যিনি উহার সন্ধান দিবেন তাহাকে উল্লিখিত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ভড় এণ্ড কোং

৩২ নং চীনাবাজার।

বিজ্ঞাপনটী দেখিয়া শান্তশীলের যথার্থই আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন, "এই তো সেই কুকুর।" তখন একখানা গাড়ী ভাড়া করিলেন। টেরিটী বাজারে আসিয়া একটা লোমযুক্ত সাদা কুকুর কিনিলেন এবং সেই গাড়ীতেই বাসায় আসিলেন।

বাসায় আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ময়লা কাপড় পরিলেন, জুতা খুলিয়া ফেলিলেন, একখানা ময়লা ছেঁড়া চাদর গায়ে দিল, কুকুরটী লইয়া ভড কোং'র দোকানে চলিলেন। এই তাঁহার প্রথম ছদ্মবেশ।

ভড কোম্পানির দোকানে আসিয়া কুকুরের কথা বলিলে তাহারা বলিলেন, "কুকুরটী আমাদের নহে। আমাদের একজন খরিদ্দারের। তুমি এই কুকুর লইয়া তাঁহার নিকটে যাও।"

এই বলিয়া তাহারা একখানা পত্র তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "সেখানে গেলে এ কুকুর যদি তাঁহার হয়, তবে তিনি তোমাকে পুরস্কার দিবেন।"

শান্তশীল দেখিলেন পত্রের উপর লেখা "রামচরণ বসু, ১৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।" তিনি তখন মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে চলিলেন।

১৬ নম্বর বাড়ীর দরজা ঠেলাঠেলি করায় এক ব্যক্তি আসিয়া দ্বার খুলিলেন, বলিলেন কি চাও বাপু?"

শান্তশীল বলিলেন, "আপনার যে কুকুরটী হারাইয়াছিল তাহা আমি খুঁজিয়া পাইয়াছি। ১০৲ টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন। চীনাবাজারের ভড় বাবুরা এই পত্র দিয়াছেন।"

তিনি বলিলেন, "দেখি।" শান্তশীল বস্ত্রের ভিতর হইতে কুকুরটী বাহির করিলেন। তিনি দেখিয়া বলিলেন, "বাপু, আমি কুকুরটা ভাল চিনি না। যার কুকুর তার কাছে নিয়ে চল।"

তাঁহারা তখন মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইয়া শোভাবাজারের দিকে চলিলেন। কিছুদূর আসিয়া একটা অনতি প্রশস্ত গলির ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন। বাবুটী তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া একটী বাটীতে প্রবেশ করিলেন, উপরে একটী ঘরে আসিয়া বলিলেন, "হরি! তোমার কুকুর পাইয়াছি।"

স্ত্রীলোকটী তখন শয়ন করিয়া পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিল, কুকুরের নাম শুনিয়া সত্বর উঠিয়া বলিল, "কই—কই?"

শান্তশীল বস্ত্রের ভিতর হইতে কুকুরটী বাহির করিলেন। কুকুর দেখিয়া স্ত্রীলোকটীর মুখ বিষণ্ণ হইল। সে দুঃখিত ভাবে কহিল, "এতো আমার মেরি নয়?"

সেই লোক বলিলেন, "তোমার মেরি নয়!" তাহার পর শান্তশীলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যা বেটা, এ আমাদের কুকুর নহে।"

এই স্ত্রীলোকের পত্রই তিনি হরিরামের গৃহে পাইয়াছিলেন কিনা জানিবার জন্য শান্তশীল কাতর স্বরে বলিলেন, "আপনি যদি একটু লিখে দেন যে এটা আপনার কুকুর নহে, তা হলে এটা বেচে দু' চার আনা পেতে পারি—আমাদের বড় কষ্ট, অনেকগুলি ছেলে ঘরে আছে।"

সেই ব্যক্তি রাগত স্বরে বলিলেন, "যা বেটা এখান থেকে।"

কিন্তু স্ত্রীলোকটী বলিল, "আহা আমি লিখে দিলে যদি এ কিছু পায়, তাতে আমার লোকসান কি?" তাহার পর শান্তশীলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও, আমি লিখে দিচ্ছি।"

এই বলিয়া সে উঠিল। পার্শ্ববর্ত্তী দেরাজের উপর একখানা খাতা ছিল,—তাহারই একটা পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া তাহাতে লিখিল!—

"এ কুকুর আমার নহে।

শ্রীমতি হরিমতী দাসী।"

কাগজখানি লইয়া শান্তশীল বাহিরে আসিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া পকেট হইতে সেই পত্রাংশ বাহির করিয়া ইহার সহিত মিলাইলেন, দেখিলেন একই হাতের লেখা।

সহসা তাঁহার দৃষ্টি সেই কাগজখানির পশ্চাৎভাগে পড়িল,—তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অগ্নি ছুটিল, তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন।

"যাহাকে হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাইয়াছি, তাহার হাতের লেখা চিনিতে পারিব না?—এ যে আমারই স্নেহর হাতের লেখা। স্নেহর লেখা এখানে!"

কুকুরটাকে রাস্তায় সবলে ছুড়িয়া ফেলিয়া শান্তশীল উন্মত্তবেগে ছুটিলেন

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

-০*০-

হরিমতী।

বড়বাজারের চুরির সন্ধান করিবার জন্য শান্তশীলের মন লইতেছিল না, কিন্তু এক্ষণে তিনি এই চুরির অনুসন্ধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, বিশেষতঃ হরিমতীর সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার জীবন যেন এই খুন ও চুরির সহিত জড়িত হইয়া যাইতেছিল। খুনের অকু স্থানে যে কণ্ঠহার কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন, তাহাতে সংলগ্ন ইন্দুর মাদুলী, হরিমতীর বাটীতে যে কাগজ পাইলেন, তাহাতে স্নেহর হাতের লেখা।

পরদিবস সন্ধ্যা না হইতেই তিনি সুন্দর বেশভূষা করিয়া হরিমতীর আলয়ে আসিয়া দেখা দিলেন। হরিমতী নিজ প্রকোষ্ঠের দ্বারেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া শান্তশীল বলিলেন, "আপনার এখানে একটু বসা যায়?" হরিমতী বলিল, "আসুন, কিন্তু দশটার পর আমার বাবু আসিবেন।"

"যথেষ্ট" বলিয়া শান্তশীল তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন, দেখিলেন ঘরটি নানা মূল্যবান আসবাবে সুন্দররূপে সজ্জিত। যে কেহ হরিমতীর বাবু হ'ন না কেন, তিনি যে মুক্তহস্তে অর্থ-

ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা হরিমতীর গৃহসজ্জা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

কক্ষ মধ্যস্থ আলোটী স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছিল, হরিমতী সেটীকে উজ্জ্বলতর করিয়া দিয়া কয়েকটী পান লইয়া শান্তশীলের সম্মুখে আসিয়া বসিল। তাঁহাকে একটী পান দিয়া বেহারাকে তামাক সাজিতে বলিল,—তৎপরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি—দেখেছি বলে বোধ হয়, ঠিক মনে হচ্ছে না।"

শান্তশীল বুঝিলেন, বারবণিতার তীক্ষ্ণদৃষ্টি তিনি এড়াইতে পারেন নাই। সৌভাগ্যের বিষয় হরিমতী তাঁহাকে সম্পূর্ণ চিনিতে পারে নাই। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"এই রাস্তায় আমি প্রায়ই যাই,—হয়তো কোন দিন দেখিয়া থাকিবে।"

হরিমতী বলিল, "তাই হবে। আপনিই এখানে জানলেন কেমন করে?"

শান্তশীল বুঝিলেন, হরিমতীর কথার সদুত্তর দিতে না পারিলে তাহার বাড়ীতে তাঁহার আসা যাওয়া আজই শেষ। তিনি বলিলেন, "আমি রোজ এই পথ দিয়ে আফিস যাই। প্রায়ই তোমাকে দেখিতে পাই,—কতদিন তোমার সঙ্গে আলাপ কর্ব্বো মনে করেছি।"

"এতদিন আসেন নি কেন?"

"সাহস হয় নি। খবর নিয়ে জেনেছিলাম তোমাকে কে রেখেছে।"

হরিমতী হাসিয়া বলিল, "তা হলে খবরও নিয়েছিলেন,—আজ তবে কোন্ সাহসে এলেন?"

শান্তশীল হরিমতীর কোন খবরই জানিতেন না,—এবার সাহসে ভর করিয়া বলিলেন,—"শুন্‌লেম তোমার বাবু এখন আর আসেন না।"

হরিমতী হাসিয়া বলিল, "আপনার এ খবরটা মিছে।"

শান্তশীল ত্রস্তে বলিলেন, "তবে কি আমাকে বিদায় হ'তে বল?"

"না, তা বলি না। তা হলে ঘরে বসাতেন না।"

"আমি খুব সৌভাগ্যবান নিশ্চয়ই।"

"তাও ঠিক নয়।"

"তবে কি শুন্‌তে পাই?"

"হাঁ,—নিশ্চয়। আমার বাবু ক'দিন থেকে বিগ্‌ড়ে গেছে, তাকে একটু জব্দ কর্‌তে হবে। তাই আপনাকে ঘরে বসিয়েছি। আপনাকে দেখে জ্বলে যাবে,—আমিও তাকে আজ ঘরে ঢুক্‌তে দেব না। দশটা পর্য্যন্ত তো জব্দ হ'ক।"

শান্তশীল মনে মনে ভাবিলেন, "কি ভয়ানক, মাগী তাহাকে কলের পুতুল বানাইয়াছে—তাহাকে জব্দ করিতে চায়। যাই হ'ক, আমার তাতে বেশী কিছু আপত্তি নাই,—বরং আমার কাজ হাসিল হইতে পারে। তবে বেটা হরিরাম যদি চিনিতে পারে।"

একটু পূর্ব্বে বেহারা তামাক দিয়া গিয়াছিল। শান্তশীল তামাক টানিতে টানিতে এই সকল ভাবিয়া লইলেন। পরে বলিলেন, "দেখিতেছি আপনার বাবুর সঙ্গে ঝগড়া হওয়াই আমার সৌভাগ্য,—না হ'লে তো আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ত না,—তবে আর বসিয়া কি করিব?—আর যখন আপনার নিকট

আসিবার সম্ভাবনা নাই,—তখন উঠাই ভাল। মিছে কষ্ট বাড়ান কেন?”

শান্তশীল উঠিতেছিলেন। হরিমতী তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইল,—হাসিতে হাসিতে বলিল, “ভয় নাই,—আপনি আসিবেন। সত্যিই আমি দশটা পর্য্যন্ত স্বাধীন। আমার বাবু দশটার আগে আসেন না।”

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, “আপনার বাবুর নামটী শুনিতে পাই না?”

হরিমতী বলিল, “আপনি তাঁকে চিনেন না। নাম শুনে কি করিবেন?”

শান্তশীল কথাটা উল্টাইয়া লইয়া, বলিলেন, “আপনি মদ টদ খান।”

হরিমতী হাসিয়া বলিল, “আপনি খান খেতে পারি।”

শান্তশীল পকেট হইতে তিনটী টাকা বাহির করিয়া দিলেন। হরিমতী বেহারাকে মদ ও খাদ্যাদি আনিতে পাঠাইল। তখন শান্তশীল পকেট হইতে আরও চারিটী টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, “আপনার দর্শনীটাও একেবারে হয়ে থাক, খরচ টরচ হয়ে যাবে।”

“থাক্ না,—এত ব্যস্ত কেন,—পরেই দেবেন,” বলিয়া হরিমতী টাকা কয়টী লইয়া নিজ দেরাজে বন্ধ করিল। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল, “সত্যিই আমি আজ বাবুকে কোন মতে ঘরে ঢুক্‌তে দিচ্ছি না,—আপনি ব্যস্ত হবেন না।”

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, “আমি সত্য সত্যই ভাগ্যবান্।”

মদ আসিল। শান্তশীল শীঘ্রই বুঝিলেন, হরিমতী মদে সিদ্ধ

ছন্না। ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইলেন না,—ভাবিলেন, "মাতালের নিকট হইতে কথা বাহির করিতে বেশী দেরি হইবে না।"

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি হরিমতীর সহিত কথাবার্ত্তায় কাটাইলেন। মধ্যে কাহারা আসিয়া দরজা ঠেলিল। হরিমতী বাহিরে গেল,—পর মুহূর্ত্তেই ভিতরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। কে তাহাকে গালাগালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। শান্তশীল স্পষ্ট বুঝিলেন—সে হরিরামের গলা।

সে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "দূর করে দিয়েছি।—একটু জব্দ হ'ক।"

শান্তশীল বলিলেন, "আমি এখন যাই; আপনার বাবুকে ফেরান ভাল নহে।"

হরিমতী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। অনেক রাত্রে অনেক কষ্টে তিনি তাহার হাত এড়াইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। সে দিন সাহস করিয়া তিনি মেহের হাতের লেখার কথা তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হরিমতীর কাণ্ড।

তিনি প্রত্যহই হরিমতীর বাটী যাইতে আরম্ভ করিলেন। দুই হস্তে অর্থব্যয় করায় হরিমতীও তাঁহাকে বিশেষ সমাদর কবিতে লাগিল,—হয় তো যুবক দেখিয়া সে তাঁহাকে কতকটা পছন্দও করিল।

এখন তিনি দশটার পূর্ব্বেই চলিযা আসিতেন। হরিমতী তাহার বাবুর সহিত ঝগড়া মিটাইয়া লইয়াছে,—সুতরাং সে তাঁহাকে দশটার পূর্ব্বেই বিদায় করিয়া দিতে বাধ্য হইত।

একদিন সে তাঁহাকে বলিল, "আমি তোমার কথা বাবুকে বলেছি,—বাবু তোমার সঙ্গে আলাপ কত্তে চান,—কি বল?"

শান্তশীলের হরিরামের সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা ছিল না,—পাছে সে তাঁহাকে পুলিসের লোক বলিয়া চিনিতে পারে। কিন্তু উপায়ও নাই,—না দেখা করিতে চাহিলে হরিমতী সন্দেহ করিতে পারে,—কাজেই অগত্যা তিনি বলিলেন, সে তো খুব ভাল কথা,—তিনি ভদ্রলোক,—ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে আপত্তি কি।"

সেদিন হরিমতী তাঁহাকে যাইতে দিল না। প্রায় ১১টার সময় তাহার বাবু একটী বন্ধু সমভিব্যাহারে আসিলেন। দেখিবামাত্র শান্তশীল চিনিলেন—বড়বাজারের হরিরাম এবং মসজিদবাটীর রামচরণ বাবু।

হরিমতী হাসিতে হাসিতে হরিরামকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই আমার গুণধর।"

শান্তশীল বলিলেন, "আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে বড়ই আনন্দ হইল।"

হরিরামের ভাব দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি বড় প্রীত হইলেন না,—বলিলেন, "হাঁ, বাবু," কিন্তু পাছে শান্তশীল অসন্তুষ্ট হন ভাবিয়া রামচরণ বাবু বলিল, "বাবু একটু লাজুক। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমরা বড়ই সুখী হলেম। আপনি যখন বিবির বন্ধু, তখন আমাদেরও বন্ধু।"

শান্তশীল দেখিলেন, রামচরণ বাবু তাঁহাকে একেবারেই চিনিতে পারেন নাই। ছিন্নবস্ত্র পরিধৃত কুকুরওয়ালাকে তিনি দেখিয়াছিলেন, সুতরাং এ ক্ষেত্রে চেনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে।

তবে হরিরাম কতকটা সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। গান বাজনা চলিল, হরিমতী গাহিল, হরিরামের গানের দিকে মন ছিল না, রামচরণের কাণে কাণে অস্ফুট স্বরে উভয়ে কি বলাবলি করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া হরিমতী বিরক্ত হইয়া গান বন্ধ করিল, বলিল "কথা কবার কি আর কোন চুলা নেই?" রামচরণ বাবু বলিলেন,—"না—না—গাও।" হরিমতী বলিল, "বয়ে গেছে।" তাহার পর

শান্তশীলের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এস আমরা দু'জনে কথা কই।"

রামচরণ বাবু বলিলেন, "সেই ভাল কথা,—বাবুর সঙ্গে দেখা হ'লো। আলাপ করা যাক। আপনার নামটী কি শুনতে পাই না?"

শান্তশীল বলিলেন, "কেন পাবেন না—আমার নাম সুশীল কুমার বসু—এখন বোধ হয় আপনাদের নাম জানতেও পারি।"

রামচরণ। নিশ্চয়, আমার নাম রামচরণ সরকার, বাবুর নাম হরিরাম। আপনার বোধ হয় পুলিশে কাজ করা হয়?

হরিমতীর মেজাজটা যেন খুব ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল, শাণিত কণ্ঠে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া—বলিল, "না রে মূর্খ,—উনি উকিল—উকিল,—তোদের কাজে লাগবে?"

রামচরণ। না গো না। বাবু বল্লেন ঠিক এঁর মত একজন লোক ওঁদের গদীর সেই চুরির তদন্তে গিয়েছিলেন।

হরিমতী। বাবু একটা পণ্ডিত।

শান্তশীল।—হরিরাম বাবুর যে ভুল হয়েছে, অনেকেরও ঐ ভুল হয়। আমাকে আরও অনেকে অনেক সময় ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেছেন?

হরিমতী। কেন?

সেও আমি সন্ধান নিয়েছিলাম।—পুলিশে রাম বাবু বলে একজন জমাদার কাজ করে। তার চেহারা নাকি অনেকটা আমার মত। অনেকে তাই আমাকে রাম বাবু মনে করে; কত লোক কতদিন পথে আমাকে "রাম বাবু" বলে ডেকেছে;—তার পর অপ্রস্তুত হয়ে চলে গেছে।

হরিমতী। এমন অনেকেরই হয়। আমার সইয়ের মত আর একজনের চেহারা আছে। একদিন গঙ্গা নাইতে গিয়ে আমি তাকে সই বলে ডেকে অপ্রস্তুত হয়ে মরি আর কি!

রাম। প্রায় এক রকম চেহারার লোক অনেক আছে।

যাহা হউক, শান্তশীলের বাক্যে হরিরামেরও বোধ হয় কতক সন্দেহ দূর হইল। তিনিও ক্রমে আমোদ-প্রমোদে মন খুলিয়া যোগ দিলেন। শান্তশীল সে দিন অনেক খবর পাইলেন। অনেক রাত্রে তিনি বিদায় হইবার জন্য উঠিয়া বলিলেন, "পশ্চিম থেকে এক বড় নবাব এসেছেন। অনেক পয়সা। আমি তার একটা মোকর্দ্দমা কচ্চি। তিনি একবার বাঙ্গালী মেয়ে মানুষ দেখতে চান। আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে কাল তাঁকে সঙ্গে করে আনতে পারি,—কি বল হরিমতী?"

সে সোৎসাহে বলিল, "বেশ তো আনবেন।"

রামচরণ বলিলেন, "ক্ষতি কি?"

কিন্তু হরিরাম কোন কথা কহিলেন না। দেখিয়া শান্তশীল বলিলেন, "হরিরাম বাবু যদি আপত্তি করেন, তবে আনিব না।"

হরিমতী বলিল, "ও রেইয়ানের কথা শুনো না। তুমি নিয়ে এস,—ঘরতো আমার।"

অগত্যা হরিরাম বাবু বলিলেন, "আনবেন বই কি?"

শান্তশীল ঘর হইতে বাহির হইলেন। শিড়ির নিকট আসিলে সহসা হরিমতী আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিল, "কথা কহিও না—সঙ্গে এস।" তিনি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে সত্বর তাঁহাকে একটা অন্ধকার ঘরে ঠেলিয়া দিয়া দরজায় শিকলী লাগাইয়া চলিয়া গেল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া শান্তশীল জানিলেন,

.পটী একটী রান্না ঘর। হুরিমতীর উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তিনি নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রায় দশ মিনিট পরে দরজা খুলিবার শব্দ হইল। হরিমতী দরজা খুলিয়া বলিল "এস।" সে তাহাকে নিজ ঘরে লইয়া গিয়া দ্বারে খিল বন্ধ করিল। শাস্তশীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?

সে বলিল, "আস্তে,—তুমি এদের চেন না, আমি চিনি,—তুমি কি যথার্থ পুলিশে কাজ কর, সত্যি বল। দেখ আজ আমি তোমাকে রক্ষা করেছি, নতুবা হয়তো এরা তোমাকে খুন করতো। আমাকে লুকিও না,—পুলিশই হও, আর যেই হও, যখন তোমাকে প্রাণ দিয়েছি, তখন তোমার পায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগতে দেব না।"

শান্তশীল তাহার কথায় স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তিনি ইহাকে সত্য কথা বলা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না,—বলিলেন, "হরিমতী, তোমার কাছে লুকাইব না, যথার্থই আমি পুলিশে কাজ করি।"

"এদের শরৎবাবুর জন্যে আমার বাড়ীতে এসেছ ?"

"কতকটা তাও ঠিক।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

এ রমণী কে?

বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া হরিমতী সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইল, কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল, কিন্তু আর কোন শব্দ শুনিতে পাইল না। তখন সে শান্তশীলের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আর এখানে দেরি করিও না। কাল ঠিক সন্ধ্যার সময় সেই নবাবকে সঙ্গে করিয়া আনিও।"

শান্তশীল বলিলেন, "আমি একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

"বল।"

"তুমি এদের বিষয় কি জান?"

"এখন বলিব না, সময় হইলে বলিব। এখন যাও, দেরি করিও না।"

অগত্যা তিনি গমনোদ্যত হইলেন। তখন হরিমতী বলিল, "তোমার ঠিকানাটা আমায় দাও। যদি তোমার সঙ্গে কাল দেখা না হয়, পত্র লিখিব।"

শান্তশীল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি তুমি কাল এখানে থাকিবে না?"

"বলিতে পারি না। যদি তাই হয়, তোমাকে খবর দিব কি তোমার সঙ্গে দেখা করিব।"

"তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না?"

"তাও হতে পারে।"

শান্তশীল কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি চুরি ধরিতে আইসেন নাই। তিনি স্নেহর অনুসন্ধানে আসিয়াছিলেন এ পর্য্যন্ত সে কথা হরিমতীকে জিজ্ঞাসা করিবার সুবিধা হয় নাই। আজ এখানে যে সকল ঘটনা ঘটিল, তিনি তাহার কিছুই মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলেন না। হরিমতী—সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা বলিতেছে, তাহাও তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। এই মায়াবিনী তাঁহাকে ছলনা করিয়া বিপদাপন্ন করিতেছে না তো। এও কি এই বদমাইসের দলের একজন। হরিরাম রামচরণ প্রভৃতির যে একটা বদমাইসের দল আছে, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। এই সকল নানা চিন্তায় তিনি কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৎপরে বলিলেন, "তাই যদি হয়,—তোমার সঙ্গে যদি কাল দেখা না হয়,—তবে আমি কি করিব?"

হরিমতী বলিল, "সেইজন্য তোমার ঠিকানাটা চাই।"

শান্তশীল বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।"

"অন্য সময় বলিও। এখন আর দেরি কর না।

"যদি পীগ্‌গির আর দেখা না হয়?"

"তবে এখনই বল।"

"সত্যি কথা বলিতে কি,—আমি তোমার এখানে চুবির সন্ধানে আসি নাই।"

"বল কি?"

"আমি আব একটী লোকের সন্ধান করিতে আসিয়াছিলাম।"

"সে কে?"

"মনে পড়ে একদিন একজন লোক তোমার হাবান কুকুর ব'লে একটা কুকুর নিয়ে রামচরণেব সঙ্গে আসে?"

হরিমতী চমকিত হইয়া শান্তশীলের মুখের দিকে চাহিল, তৎপরে একটু হাসিয়া বলিল, "বাহাদুরি আছে. আমার চোঁকেও ধূলা দিযেছ। আমি তো দেখেই মনে করেছিলাম তোমায় কোথায় দেখেছিলাম।"

শান্তশীল বলিলেন, "যাই হ'ক, তোমার বোধ হয় মনে আছে, তুমি এক টুক্‌রো কাগজে লিখে দিয়েছিলে যে 'কুকুর আমাব নয়।'

"হা মনে পড়্‌ছে, তবে কি কাগজে লিখেছিলাম, মনে নাই।"

"তোমাব দেরাজেব উপর যে খাতা খানা আছে তাবই পাতা ছিড়িয়া লিখিয়াছিলে। এই যে খাতা। ইহাতে যে সব গান লেখা আছে, সে আমার একজন চেনা লোকের হাতেব লেখা। তুমি এই খাতা খানা কোথায় রাখিয়াছ জানিতে চাই।"

"আমি গেল বৎসর জোড়াবাগানে ছিলাম। সেইখানে কুসুম বলে একটী মেয়েমানুষ আসে, এ খাতা খানা তাহারই। আমি গান গুলো লিখে নেব বলে চেয়ে নিয়েছিলাম।"

"সে কুসুম কোথা থেকে এসেছিল? দেখ্‌তে কেমন? বয়স কত?"

"খুব সুন্দর,—বয়স ষোল, সতের বৎসর হবে। সে তার কথা কাকেও কিছু বল্‌তো না। একজন লোকের সঙ্গে বোধ হয় কোন ভদ্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।" "কিন্তু সেই লোকটা পাঁচ সাত দিন পরেই তা'কে ফেলে পালায়।"

"তাঁরপর তার কি হল?"

চার পাঁচ দিন পরে সেও একদিন হঠাৎ চলে যায়। সন্ধানে জেনেছিলাম কোন রাজা নাকি তাকে গঙ্গার ঘাটে দেখ্‌তে পায়,—সেই নাকি তাকে রেখেছে।"

"এখন সে কোথায় আছে জান?"

"না। তুমি আর দেরি করো না, যাও।"

"আর একটা কথা,—এরা আমার শত্রুতা করিবে কেন?"

"পুলিশের লোক বলে, যাও।"

এই বলিয়া হরিমতী তাহাকে ঠেলিয়া দরজার বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল, অগত্যা শান্তশীল ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইলেন।

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল, পথে লোকের গমনাগমন একেবারে বন্ধ হইয়াছিল, কেবল দুই একটা পানের দোকান খোলা ছিল, কিন্তু তাহারাও দোকান বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। তিনি হরিমতীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চারিদিক একবার ভাল করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোন দিকে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি চিন্তিত মনে বাসার দিকে চলিলেন।

হরিমতীর ভাব তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, তাহার কথাই তিনি ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলেন—তাহার ভাব

বুঝিতে না পারিলেও তিনি ইহা নিশ্চিত বুঝিলেন, বড়বাজারের টাকা হরিরামই চুরি করিয়াছে। তিনি পূর্ব্বে ইহা সন্দেহ করিয়াছিলেন মাত্র, এক্ষণে ইহা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল।

তিনি এই হরিরাম বা হরিরামের দলকে ভয় করিবেন কেন? ভয় করিতে গেলে পুলিশে চাকরি করা যায় না। তবে হরিমতী যে তাঁহাকে বলিয়াছিল যে সে আজ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে, এ কথাও তিনি ভুলিতে পারিলেন না।

যাই হউক, কাল হরিমতীর সহিত দেখা করিতেই হইবে মনে মনে স্থির করিয়া, তিনি অতি দ্রুতপদে গৃহের দিকে চলিলেন। কিন্তু সহসা তাঁহার দৃষ্টি একখানি গাড়ীর দিকে পড়িল। তাঁহার বোধ হইল যেন গাড়ীখানি তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তিনি দাঁড়াইলেন; গাড়ীও দাঁড়াইল; কোচম্যান নামিয়া জোত মেরামত করিতে লাগিল। তিনি তাহা দেখিয়া আবার দ্রুতপদে চলিলেন, গাড়ীও চলিল।

কিয়দ্দূর আসিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন গাড়ী তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতেই আসিতেছে। তিনি আবার দাঁড়াইলেন। গাড়ীও দাঁড়াইল। কোচম্যান ঘোড়াকে কুৎসিত গালি দিতে দিতে নামিয়া আসিয়া জোত মেরামত আরম্ভ করিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কোথায় গেল?

শান্তশীলের মনে হরিমতীর কথা আবার উদিত হইল; তিনি ভাবিলেন, সত্য সত্যই কি তাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে? নির্জ্জন রাত্রি, পথে জন-মানব নাই, তাঁহার মনে একটু ভয়ের উদ্রেকও হইল, কিন্তু সহজে ভয় পাইবার লোক তিনি নহেন। তিনি ফিরিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া গাড়োয়ান সত্বর গিয়া কোচবাক্সে উঠিল, নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই সে সবলে ঘোড়াকে চাবুক মারিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। গাড়ীর ভিতর কে আছে, তিনি দেখিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ভাল দেখিতে পাইলেন না। তবে বোধ হইল যেন একজন স্ত্রীলোকই কেবল গাড়ীতে আছে। সেই স্ত্রীলোকও গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া তাঁহাকে দেখিল, তাঁহার বোধ হইল যেন সে হরিমতী। গাড়ী যখন প্রবলবেগে তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়, তখন সেই গাড়ী হইতে কে একজন বলিল, বাড়ী যাও না। তোমার জন্য চোর রাস্তায় ঘুমুচ্ছে।"

স্বর স্ত্রীলোকের,—কিন্তু হরিমতীর নয়। তিনি গাড়ীর নম্বরটা দেখিবার প্রয়াস পাইলেন. কিন্তু গাড়ী এত শীঘ্র চলিয়া গেল যে, তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না, তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৎপরে আবার গাড়ীর দিকে চাহিলেন, দেখিলেন গাড়ী দূরে একটা গলির মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

"জমাদার বাবু যে! এত রাত্রে এখানে?" এই বলিয়া পশ্চাৎ হইতে কে শান্তশীলের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিল। শান্তশীল চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন—নিকটস্থ থানার জমাদার ও একজন পাহারাওয়ালা। তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী গলির ভিতর হইতে বাহির হইয়াছিলেন।

শান্তশীল বলিলেন, "একটা সন্ধানে এসেছিলাম। কটা বেজেছে?"

"দেখ্‌ছেন না তুটোর রোঁধে বেরিয়েছি—প্রায় তিনটা বাজে।"

"তাই তো অনেক রাত হয়ে গেছে।"

"সে তুই খুনের কতদূর কি হ'ল?"

"তার সন্ধানের ভার আমার উপর নেই। অনেক রাত হয়ে গেছে, চল্লেম।"

এই বলিয়া শান্তশীল গৃহের দিকে চলিলেন। প্রায় ভোর রাত্রে তিনি বাসায় ফিরিলেন। রাত্রির ঘটনায় তাঁহার মনে নানা চিন্তা আসিতে লাগিল। বহুক্ষণ তাঁহার নিদ্রা হইল না, তাহার পর কখন তিনি নিদ্রিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই।"

পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মুণ্ডাবক্সের সুমধুর চীৎকারে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া

বসিলেন। মণ্ডলাবক্স বলিলেন, ১২টা বাজে, ব্যাপার কি—এখনও ঘুম?"

শান্তশীল অপ্রস্তুত হইলেন। চোক মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "বসুন,—এত বেলা হয়ে গেছে? কাল একটু রাত্র জেগে ছিলাম।"

মণ্ডলাবক্স হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বটে! বটে!" শান্তশীল তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া মুখ ধুইতে প্রস্থান করিলেন।

ফিরিয়া আসিয়া তিনি গত রাত্রের বিষয় কতক কতক মণ্ডলাবক্সকে বলিলেন। তিনি যে হরিমতীর বাড়ী আজ সন্ধ্যার সময় তাঁহার ক্লায়েণ্ট নবাবকে লইয়া যাইবেন, তাহাও বলিলেন। শুনিয়া মণ্ডলাবক্স বলিলেন, "নবাব আবার কোথায়?"

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে নবাব করিয়া লইয়া যাইব স্থির করিয়াছি।" মণ্ডলাবক্স মৃদু হাস্য করিলেন। পার্শ্বে একখানি আর্শী পড়িয়াছিল, তুলিয়া লইয়া নিজ মুখ দেখিতে লাগিলেন,—গোঁপে চাড় দিতে দিতে বলিলেন, "সাজ্‌লে গুজ্‌লে কোন্ শালা না আমায় নবাব বলে।"

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, "তা জানি বলেই তো তাদের বলেছিলাম। এখন আপনি যাইতে রাজি আছেন তো?"

"খুব আছি—এই চুরি মামলায় ৫০০৲ টাকা বক্‌সিস আছে। শালাদের ধরিতে পারিলে আহার ওষুধ দুই হবে,—খোস্‌নামও হবে—কিছু প্যাটও ভরবে।"

"বকসিসের টাকা আপনি সব নেবেন। আমার একটু খোসনাম হ'লেই আমি খুসী।"

"ভাবছ প্রোমোশন হবে, পুলিশ এমন চিজই, নয়, হা

আল্লা। এই তিন দশে ত্রিশ বৎসর মওলাবক্স যে জমাদার, সেই

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, "আপনি একটু বসুন, আমি দুটো খেয়ে নি।"

"দুশো বার খাও—বেলা ঢের হয়েছে, বারটা বাজে।"

"আপনি ততক্ষণ আফিসে একখানা চিঠি লিখুন যে, আমরা সেই চুরির একটা বিশেষ সন্ধানে যাচ্ছি, আজ আর আফিসে যেতে পার্ব্বো না।"

মওলাবক্স চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। শান্তশীল আহার করিতে প্রস্থান করিলেন।

আহারাদির পর উভয়ে নবাব সাহেব কিরূপ বেশভূষা পরিধান করিয়া যাইবেন, তাহারই আলোচনা হইতে লাগিল। তৎপরে উভয়ে বেশভূষা সংগ্রহের জন্য বাহির হইলেন। পুলিশ-কর্ম্মচারীর পক্ষে ইহা বড় কঠিন কার্য্য নহে। যাহা হউক, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মওলাবক্স নবাব সাজিয়া শান্তশীলের সহিত হরিমতীর বাড়ীর দিকে চলিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা গাড়ী করিয়া রওনা হইলেন। যখন রাস্তায় এক একটী করিয়া গ্যাস জলিয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে উভয়ে হরিমতির গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহারা উপরে উঠিতেছিলেন,—এই সময়ে বাড়ীওয়ালী নিজ প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া বলিল, "আপনারা কাকে খুজ্‌ছেন?"

শান্তশীল বলিলেন, "কেন, হরিমতিকে।"

"হরিমতি আজ সকালে এ বাড়ী থেকে উঠে গেছে।"

"উঠে গেছে, সে কি! সে যে আজ আমাদের আস্‌তে ব'লেছিল।"

"তা হবে, সে আজ সকালে উঠে গেছে।"

"কোথায় ?"

"তা কি সে আমায় বলে গেছে।"

শান্তশীল ভাবিলেন, হয় তো বাড়ীওয়ালী তাহার ঠিকানা জানে, বলিতেছে না। তাই বলিলেন, "আমি নবাব সাহেবকে তার কথামত আজ নিয়ে এলাম—আর সে উঠে গেল। তুমি যদি জান, তবে তার ঠিকানাটা বল্‌লে নবাব সাহেব তোমাকে সন্তুষ্ট কর্ব্বেন।"

সে বলিল, "যথার্থ ই আমাদের কাকেও ব'লে যায় নি। তা হ'লে আপনাদের কেন বল্‌বো না। আমরা তাকে অনেক জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে কিছুতেই বলে নি।"

"কার সঙ্গে গেল ?"

"হরিরাম বাবুর সঙ্গে, তিনি গাড়ী-টাড়ী এনেছিলেন।"

"গাড়োয়ানকে তো নিশ্চয় ঠিকানা বলেছিল।"

"না, তাদের বোধ হয় আগে থেকে বলে এনেছিল। তাঁর ঠিকানা জেনে আমাদের লাভ কি ? কে পরের ঠিকানা রাখে।

হতাশ হইয়া শান্তশীল ও মওলাবক্স ফিরিলেন,—তিনি প্রথম ভাবিয়াছিলেন—হরিমতি কোথাও যায় নাই, বাড়ীওয়ালী মিথ্যা-কথা বলিল, কিন্তু নিচের দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, যথার্থ ই হরিমতি সকালে উঠিয়া গিয়াছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"সুশীলার উপাখ্যান।"

উভয়ে গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। মওলাবক্স বলিল, "তার পর? নবাব দ্বাজা বৃথাই হলো।"

শান্তশীল বলিলেন, "কাল সে কিন্তু কতকটা আমাকে ভাবে এ কথা জানাইয়াছিল,—ব'লে ছিল, হয়তো তার সঙ্গে দেখা নাও হ'তে পারে। স্পষ্ট বোধ হচ্ছে, যে কারণেই হউক সে এই সব লোকের হাতের মধ্যে এসে পড়েছে।"

মওলাবক্স বলিল, "তাকে সন্ধান করে বার করা শক্ত কি?"

"কি রকম করে?"

"ভায়া আরও দিন কতক পুলিশে থাকো তো এ সব কায়দা জানতে পার্ব্বে?"

"তবু বলুন শুনি।"

"এই মাগী গাড়ী করে গেলে, গাড়ী করে জিনিষ পত্র নিয়ে গেছে—কেমন কি না?"

"সে তো নিশ্চয়।"

"তা যদি নিশ্চয় হয়, তা হলে এর ঠিকানা বার করাও শক্ত

নয়। কোন্ গাড়ী করে গিয়েছিল গাড়োয়ানদের মধ্যে সন্ধান ক'রলেই জানা যাবে।"

"কলকাতায় তো আর হুদশখানা গাড়ী নেই।"

"যতই থাক, সব রেজিষ্টারি করা। দুই চার দিন সন্ধান নিলেই বার হয়ে পড়বে।"

"তা ঠিক। যেমন করে হয় এব ঠিকানা বার করতেই হবে। এই হরিরাম বেটাই যে টাকা চুরি করেছে, তার আর সন্দেহ নাই।"

"প্রমাণ কই ভায়া, প্রমাণ কই। প্রমাণ না জোগাড় হ'লে সবই ফাঁকা।"

"দেখা যাক কতদূর কি হয়?"

"মাঝের থেকে মিছে গাড়ী ভাড়াটা গেল?"

"তা আর কি করা যায়।"

"এখন?"

"আপনি এই গাড়ীতে বাড়ী যান। আমি আমার একটা কাজ আছে সেরে যাই।"

"এখন যে পোষাক পরেছি তাতে হেঁটে যাবার যো নেই, মিছে গাড়ীভাড়া গেল।"

"চোর ধরা পড়লে সব পুষিয়ে যাবে।"

"আর ধরা পড়েছে।"

এই বলিয়া মণ্ডলাবক্স কোচমানকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন। শান্তশীল জোঁড়াবাগানের দিকে চলিলেন। তিনি ভাবিলেন, "হরিমতী—যে বাড়ীতে কুসুম ছিল বলেছিল, সেই বাড়ীটা একবার দেখে যাই। মেহের গানের খাতা ইন্দুর কাছে থাকতে

পাবে,—এই কুসুমই কি তবে ইন্দু?" এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল। তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশ হইতে দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইল,—তিনি সনিশ্বাসে বলিলেন, "ভগবান অদৃষ্টে এত লিখেছিলেন!" খুঁজিয়া খুঁজিয়া তিনি সেই বাড়ী হাজির করিলেন। বাড়ীওয়ালীর সহিত দেখা করিলেন, বলিলেন, "আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে।"

বাড়ীওয়ালী নিতান্ত বর্ষিয়সী নহে,—প্রবীনাও নহে। সে বলিল ঘরে আসুন—কি দরকার?" "চলুন বল্‌চি, বলিয়া শান্তশীল বাড়ীওযালীর গৃহে প্রবেশ করিয়া বিছানায় উপবিষ্ট হইলেন। বাড়ীওযালী তামাক দিল,—দুইটা পানও দিল। তৎপরে বসিয়া বলিল কি দরকার বলুন।"

শান্তশীল বলিলেন, আমি একটী লোককে খুঁজ্‌চি আপনি তার সন্ধান দিতে পারেন।"

"সে কে?"

কুসুম ব'লে একটা মেয়েমানুষ আপনার বাড়ী ছিল?"

কোন কুসুম,—অনেক কুসুম ছিল,—এখনও এক কুসুম আছে।"

না,—বছর খানেক আগে এক কুসুম আপনার বাড়ী এসে দিন কত ছিল।

বাড়ীওয়ালী শান্তশীলের মুখের দিকে চাহিল। অমনি শান্তশীল তাহার সম্মুখে পাঁচ টাকা রাখিয়া বলিলেন "আপনি যদি তার সব খবর আমাকে দেন। তবে বড় উপকার করা হয়।"

বাড়ীওয়ালী বলিল, "আমি তখনই তা ভেবেছিলাম—সে আপনার বোন হয় না?

শান্তশীল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বোন! না? আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন কেন?"

আপনার চেহারা দেখে তাই মনে হ'ল,—কতকটা সে আপনার মত দেখতে।

"আপনাকে মিথ্যা কথা ব'লে লাভ নেই—সে আমার আত্মীয়া বটে।"

আপনি কি জানতে চান। আমি তার বিষয় বড কিছুই জানি নে। সে কাকেও কিছু বলতো না,—দুএকটা কথার বেশী কইতো না।—আর আমার এখানে মোটে সাত আট দিন ছিল।"

"সে এখানে কি একলা এসেছিল?

না,—একটা ছোঁড়ার সঙ্গে এসেছিল। ছোঁড়া বেটা এমনই পাজি যে তার কাছে যে টাকা ছিল, সব চুরি করে নিয়ে পরদিনই পালিয়ে যায়। আহা,—মেয়েটী ভদ্দর ঘরের মেয়ে, দেখলেই টের পাওয়া যায়। সারাদিন কাঁদতো, কিছু খেতো না, আমরা তাকে খুব যত্নে রেখেছিলাম, অনেক বুঝিয়েছিলেম।"

"নিজের কথা কিছু ব'লেছিল?"

"না—নিজের কিছুই বলেনি, কোথা থেকে এসেছিল তাও বলেনি। একদিন অনেক ক'রে আমি নিজে সঙ্গে ক'রে তাকে গঙ্গা নাইতে নিয়ে যাই। সেই দিন নাকি কোন রাজা তাকে দেখতে পায়। আমাদের এখানে নিধুর মা ব'লে এক মাগী মাঝে মাঝে আসতো—সেই কখন তাকে কি বলে, তার পর একদিন কাকেও কিছু না বলে, সে এবাড়ী থেকে চলে যায়। আমরা তার পর একদিন নিধুর মাকে ধরেছিলাম, কুসুম কোথায় আছে সে কিছুতেই বল্লে না; তবে বল্লে তাকে মস্ত রাজায় রেখেছে,

তার সুখ এখানে হবে না। হবারই কথা, কুসুম দেখতে খুব ভাল ছিল।" "নিধুর মা এখন কোথায় থাকে ?"

"তা বলতে পারিনে। মাগীও সেই পর্য্যন্ত আর এদিক দিয়ে হাটে না।"

শান্তশীল উঠিলেন, বলিলেন "আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম কিছু মনে কর্ব্বেন না।"

বাড়ীওয়ালীও উঠিল, বলিল, "এতে আর কষ্ট কি। আবার অনুগ্রহ করে আসবেন।"

শান্তশীল গমনোদ্যত হইয়াছিলেন, সহসা বাড়ীওয়ালী বলিল, "আর এক কথা মনে পড়্‌ছে। সে একখানা বই ফেলে গেছে, সেখানা আপনি নিয়ে যান।" এই বলিয়া সে একখানি বই আনিয়া শান্তশীলের হস্তে দিল। শান্তশীল দেখিলেন সেখানি 'সুশীলার উপাখ্যান,' তিনিই ইন্দুকে কিনিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারই হস্তে তাঁহার নাম পুস্তকের উপরে লিখিত রহিয়াছে। যতটুকু সন্দেহ তাঁহার মনে ছিল তাহা অন্তর্হিত হইল। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। উন্মাদের ন্যায় লক্ষত্রাণে তথা হইতে ধাবিত হইলেন। বাড়ীওয়ালীও অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।
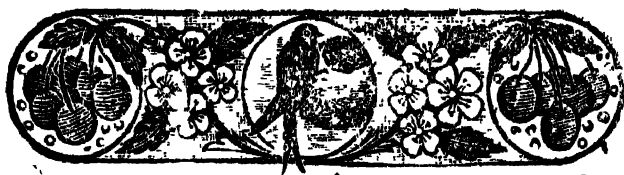
দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নূতন ভার।

পরদিবস প্রাতে শান্তশীল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পত্র পাইলেন। সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। পত্র পাইবামাত্র তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

সাহেবের সম্মুখে সেলাম দিয়া দাঁড়াইলে. সাহেব বলিলেন, "খুন সম্বন্ধে তোমার রিপোর্টখানি আমি পড়িয়াছি। যদিও সিনিয়ার অফিসারগণ আছেন, তবুও আমি তোমাকে এ কেসে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে শান্তশীলের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। এ কেসে থাকিবার জন্য তাঁহার মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল ছিল, কিন্তু হয়তো পূর্ব্বে এ সম্বাদে তিনি যত আনন্দিত হইতেন, আজ তত হইলেন না।

ইন্দুর মাদুলী দেখিয়াই তিনি এই খুনের রহস্য বুঝিবার জন্য এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কাল রাত্রে তিনি বেশ জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ইন্দু যথার্থই কুলত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। সে এক্ষণে কোন রাজার রক্ষিতা হইয়াছে, সুতরাং তাহার গলায় বহুমূল্য হার থাকা অসম্ভব নহে। কুলটার পক্ষে গভীর রাত্রে কোন গুপ্ত অভিসন্ধি সাধনের জন্য গড়পারে প'ড়ো বাড়ীতে যাওয়াও কিছু অসম্ভব নহে।

যাহাই হউক, তিনি সাহেবকে বলিলেন, "এ সম্বন্ধে কতদূর কি হইয়াছে—জানিতে পারিলে ভাল হয়।"

"এ সম্বন্ধে তুমি যতদূর জানিয়াছ—সেই পর্য্যন্ত। আর কেহই কিছু নূতন সন্ধান করিতে পারে নাই।"

"আসামীর সঙ্গে দেখা করিতে পারি কি?"

"আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই, বরং সাপক্ষে অনেক। কুমার বাহাদুর আসিয়া বলিয়াছেন যে, যথার্থই লোকটা পাগল, তাঁহারই একরূপ আশ্রিত। সে যে কথা বলিয়াছে, তাহাই ঠিক।

"কিন্তু সে সব কথা সত্য বলে নাই। স্ত্রীলোকের কথা সে একেবারেই অস্বীকার করিয়াছিল।"

"স্ত্রীলোক যে তাহার সঙ্গে ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই, কেবল তুমিই বলিতেছ। তার পর সে যে রাত্রে এ বাড়ীতে অনেকদিন হ'তেই আসিত, তাহা ঐ পাড়ার অনেকেই বলিয়াছে।"

"শব ব্যবচ্ছেদে ডাক্তার কি বলিয়াছেন—জানিতে পারিলে আমার অনুসন্ধানের সাহায্য হইতে পারে।"

"হাঁ, তাহাও তোমাকে বলিতেছি। যে রাত্রে লাস পাওয়া যায়, ডাক্তার সাহেব বলেন,—অন্ততঃ তাহার আগের রাত্রে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। পচে নাই, তাহার কারণ—লাস বরফে রাখা হইযাছিল, আর সেঁকো বিষে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

"বিষে মৃত্যু হইয়াছে?"

"হাঁ,—কেমিকাল এগজামিনারও সেই কথা বলিয়াছেন।" এই সকল নানা প্রমাণে আসামীকে ছাড়িয়া দিতে হইযাছে।"

"যে খুন হইয়াছে, সে কে, তাহার কি কোন সন্ধান হইযাছে।"

"না—এই কাগজপত্র দেখিলে এ কেশ সম্বন্ধে সকলই জানিতে পারিবে—যাও।"

শান্তশীল বাণ্ডিলটী লইয়া গমনোদ্যত হইলে সাহেব বলিলেন, "চুরি সম্বন্ধে কতদূর কি করিলে?" তিনি বলিলেন, "কে চুরি করিয়াছে তাহা জানিতে পারিয়াছি, তবে সমস্ত প্রমাণ এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া এখনও তাহাকে গ্রেপ্তার করি নাই।"

"শীঘ্র যাহাতে চোর ধরা পড়ে তাহা করা চাই।"

"খুব চেষ্টায় আছি।"

এই বলিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন মওলাবক্স তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মওলাবক্স তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "কি? সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন? গালাগালি তো? ঐটাই পুলিশে চাকরির উপরি লাভ।"

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, "না,—সাহেব আমাকে খুনের তদন্তের ভার দিয়াছেন,—এই দেখুন কাগজ পত্র।"

"কেমন ভায়া, বলেছিলেম তো—সুবু গাধা সব গাধা—কেবল

পেটমোটা—ফাঁকিদার। বলেছিলাম তো ভায়াদের তোমাকে শেষ ডাকতে হবে।"

"এখন এই চুরির কিনারা করিতে পারিলে তবে মুখ থাকে।"

"তবেই তুমি পুলিশে চাকরি করেছ।"

"কেন ?"

"কেন ?—পুলিশের দ্বারা কোন কিছুর কিনারা হয় না,—হবে না,—তা হলে পুলিশের কাজ এতদিনে সব চুকেবুকে যেতো. সব ভায়াদের চাকরীর শেষ হ'ত। লাঙ্গল চসবার জন্য দেশে যেতে হ'ত।"

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, "যাই হ'ক,—আপনাকে এ কাজে একটু সাহায্য করতে হবে।"

মওলাবক্স বলিল, "কোন্ কাজটা তোমার না করচি? এই কাল নবাব সেজেছিলেম,—এবার বাদসার নিচেয় কিছু সাজ্‌চি নে। কিন্তু ভায়া, সাহেবকে লিখে পড়ে খরচা ব'লে কিছু টাকা বা'র করে নাও। ঘরের পয়সা দিয়ে কতদিন গাড়ীভাড়া দেবে ?"

"মকর্দ্দমার কিনারা করিতে পারিলে সব পুসিয়ে যাবে।"

মওলাবক্স এরূপ বিকট মুখ ভঙ্গি করিলেন যে শান্তশীল হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। "বৈকালে দেখা করিব", বলিয়া তিনি পুলিশ অফিস ত্যাগ করিয়া বাসার দিকে চলিলেন।

তিনি কিয়দ্দূর আসিলে একজন পাহারাওয়ালা তাঁহাকে সেলাম দিল. তিনি দাঁড়াইলেন। যখন তিনি মওলাবক্সের সহিত কথা কহিতেছিলেন, ইহাকে তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম বোধ হইয়াছিল যেন এ তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার প্রয়াস পাইতেছে. সেইজন্য তিনি মওলাবক্সকে একটু দূরে লইয়া গিয়া কথা কহিয়াছিলেন।

এক্ষণে ইহাকে সেলাম দিতে দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, তখন সে বলিল, "হুজুরের কাছে একটা এত্‌লা আছে।"

"বল কি ?"

"হুজুরের আরদালি থানায় যেতে চায়, আমি ডিটেক্‌টিভ লাইনে আসিতে ইচ্ছা করি। লাইনে বড় খাটনি আমার শরীর ভাল নয়।"

"সে আমাকে কিছু বলে নাই।"

"আজ হুজুরকে বলিবে। সাহস ক'রে বলে নি। হুজুর যদি সাহেবকে একটু বলেন তবে আমাদের আর্জ্জি পাস হইতে পারে। হুজুরের মত মনিবের আরদালি হইতে পারিলে আমার আর কোন দুঃখ থাকিবে না।"

"তোমার নাম কি ?"

"বলভদ্দর সিং।"

"কোন্ থানায় এখন আছ ?"

"জোড়াসাঁকো।"

"আচ্ছা দেখ্‌বো। পরে দেখা ক'রো।" বলিয়া শান্তশীল বাসার দিকে চলিলেন। ভাবিলেন, "এ লোকটা আমার আরদালী হবার জন্য এত ব্যস্ত কেন ? কিছু মতলব নিশ্চয়ই আছে। আচ্ছা, দেখা যাক্।"

আহারাদির পর তিনি ভাবিলেন যে প্রথমে একবার কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করা উচিত—যে লোকটাকে ধরা হইয়াছিল, সে যতই বলুক, সবই মিথ্যে কথা বলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সে যে খুন করে নাই তাহাও ঠিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুমার বাহাদুর।

শান্তশীল জানিতেন সীতানাথ বাবুর সহিত কুমার বাহাদুরের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। তিনি সাক্ষাৎ করিতে গেলে হয় তো কুমার বাহাদুর তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিলেও করিতে পারেন, তিনি বড় লোক। আর যদিই বা দেখা করেন, তবে হয় তো কোন কথাই বলিবেন না। এই সকল ভাবিয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ব আশ্রয়দাতা সীতানাথ বাবুর সহিত দেখা করিতে রওনা হইলেন।

সে দিন রবিবার, সুতরাং সুবিধাই হইল;—সীতানাথ বাবু বাড়ীতেই ছিলেন। পুলিশে চাকরী লইয়া পর্য্যন্ত তিনি অনেক দিন তাঁহার বাড়ীতে যাইতে পারেন নাই,—নানা গোলযোগে যাইব যাইব করিয়াও যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে একটা না একটা পুলিশের কাজে তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন, অন্য কাজের জন্য একটু সময়ও পাইতেন না।

বহুদিন পরে তাঁহাকে দেখিয়া সীতানাথ বাবুর দরোয়ানগণ প্রফুল্ল বদনে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। সকলেই

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "বাবু! আচ্ছা হায়?" তিনিও বলিলেন, "হাঁ,—এক রকম আছি, তোমরা ভাল আছ তো?"

সীতানাথ বাবুর ভৃত্যগণও তাঁহাকে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইল,—সকলেই তাঁহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তিনিও সকলকে—কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই তাঁহাকে বড় ভাল বাসিত।

সীতানাথ বাবু বৈঠকখানায় ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন,—উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "একেবারে আমাদের ভুলে গেছ। আমিই আজ তোমার ওখানে যাব মনে করেছিলাম।"

শান্তশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "পুলিশের কাজ—জানেন তো, একেবারেই সময় নেই।"

"সবইনেস্পেক্টর হতে পার্লে?"

"এরই মধ্যে! প্রোমসন হওয়া বড় শক্ত।"

"কেন, সাহেব তো আমাকে বলেছিলেন যে বছরখানেকের মধ্যেই তোমাকে প্রোমসন দেবেন।"

"একটা কিছু কাজ দেখাতে না পার্লে তিনিই বা কেমন করে প্রোমসন দিবেন?"

"তোমাকে কি কেস দিয়েছে?"

"দুটো কেস হাতে আছে, দুটোই শক্ত, আর কেউ কিছু কর্ত্তে পারিনি।"

"কোন কেস?"

"একটা বড়বাজারের চুরি, আর একটা সেই খুন,—মাথাকাটা স্ত্রীলোক—আর—"

"হাঁ, হাঁ, জানি কাগজে পড়েছিলেম! স্ত্রীলোকটী কে, আর সেই লোকটাই বা কে, তা ঠিক হ'ল না?"

"না,—সেই জন্যেই আপনার কাছে এলেম।"

সীতানাথ বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,"আমার কাছে?"

"আপনাব সঙ্গে কুমার বাহাদুরের বন্ধুত্ব আছে। যে বাড়ীতে লাস পাওয়া যায়, সেই রাত্রে সেখানে আমরা একটী লোককে গ্রেপ্তার করি। তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পেয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে সে যাহা বলেছিল তা সত্যি নয়। কুমার বাহাদুর তার কথা সমর্থন করেছেন,—তাই একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"আমাকে কি করতে বল?"

"তিনি বড়লোক, হয়তো আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। যদিও বা করেন, হয় তো কোন খবরই দিবেন না। আপনি আমার সবই করিতেছেন,—যদি তাঁকে দু লাইন লিখে দেন, তবে আমার উপকার হ'তে পারে। এ খুনের কিনারা করতে পারলে প্রমোশন পেতে পারি।"

"এ আর শক্ত কথা কি, আমি খুব ভাল ক'রে কুমার বাহাদুরকে লিখে দিচ্ছি। যার জন্যে পুলিশে চাকরি নিলে তার কি করলে?"

শান্তশীল সীতানাথ বাবুর কথায় কোন উত্তর দিলেন না, তিনি নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছেন দেখিয়া, সীতানাথ বাবু বলিলেন, "যাও, বাড়ীর ভিতর দেখা ক'রে এস। আমি কুমার বাহাদুরকে পত্র লিখছি।"

শান্তশীল সীতানাথ বাবুর স্ত্রীকে প্রণাম ও পুত্র কন্যাদিগকে

সাদর আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া বাহিরে আসিলেন। কুমার বাহাদুরের পত্রখানি লইলেন। "আবার শীঘ্র একদিন আসিব বলিয়া, সত্বর সীতানাথ বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তিনি কালবিলম্ব না করিয়া তখনই কুমার বাহাদুরের সহিত দেখা করা স্থির করিলেন। সেই অভিপ্রায়ে তাঁহার বিস্তৃত প্রাসাদ সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

কুমার বাহাদুর কলিকাতার একজন প্রধান ধনাঢ্য ব্যক্তি, তাঁহার ন্যায় জাঁক জমকে অন্য কেহ থাকিত না। প্রাসাদ-দ্বারে প্রায় ত্রিশজন দ্বারোয়ান। তাহারা শান্তশীলকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিল, "কি চাও ?"

তিনি সীতানাথ বাবুর পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "কুমার বাহাদুরের পত্র আছে, সীতানাথ বাবু দিয়াছেন।"

সীতানাথ বাবুও বড় লোক, দ্বারোয়ানগণ তাঁহাকে চিনিত, সেইজন্য একজন তাঁহাকে একটা ঘরে লইয়া বসাইল,—বলিল, "মহারাজের চাকরকে খবর দিতেছি।"

সেই গৃহের মধ্যে শান্তশীল একাকী প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বসিয়া রহিলেন, তবুও কেহ আসিল না, তিনি ভাবিলেন, "সীতানাথ বাবুর চিঠি লইয়া আসিয়াই এই,—চিঠি না আনিলে দেখা হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।"

কেহ আসে না দেখিয়া তিনি আবার দ্বারোয়ানদিগকে তাঁহার কথা বলিলেন। সীতানাথ বাবুর যে জরুরি চিঠি তাঁহার নিকট আছে, তাহা আরও বিশেষ করিয়া বলিলেন। তখন একজন দ্বারোয়ান বিরক্তভাবে আবার আর্দ্দালী সাহেবকে ডাকিতে গেল।

এবার দ্বারোয়ানের সঙ্গেই আর্দ্দালী দর্শন দিলেন। বলিলেন, "কই চিঠি,—দেও।"

শান্তশীল বলিলেন, "মহারাজের হাতে দেবার হুকুম আছে,—সীতানাথ বাবু পাঠিয়েছেন ব'লে এতলা দেও।"

আর্দ্দালী বিরক্তভাবে চলিয়া গেল। শান্তশীল আবার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা নীরবে বসিয়া রহিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইবার পর একটী ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়ের কি প্রয়োজন, মহারাজ বড় ব্যস্ত আছেন।"

শান্তশীল বলিলেন, "সীতানাথ বাবু মহারাজকে একখানা পত্র দিয়াছেন।"

"কই দিন্।"

"দিবার হুকুম নাই। সীতানাথ বাবু বলিয়াছেন মহারাজার হাতে চিঠিটী দিতে—না হ'লে ফেরত নিয়ে যেতে।"

"তবে বসুন,—আমি মহারাজকে সম্বাদ দিই।"

তিনি আবার পনের মিনিট নীরবে বসিয়া রহিলেন, তৎপরে আর্দ্দালি আসিয়া বলিল, "আসুন।"

অতি বহু মূল্যের আসবাবে সজ্জিত নানা গৃহের মধ্য দিয়া তিনি আর্দ্দালির পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। এরূপ সুসজ্জিত প্রাসাদ তিনি আর কখনও দেখেন নাই, সকলই সুন্দর, সকলই চমৎকার। সকলই ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল, কিন্তু তিনি তাহা পারিলেন না। আর্দ্দালির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

সে একটী প্রকোষ্ঠের দ্বারস্থ পর্দ্দা তুলিয়া ধরিল। শান্তশীল গৃহ প্রবিষ্ট হইলেন,—দেখিলেন, সম্মুখে একখানি টেবিলের পার্শ্বে

মখমল মণ্ডিত চেয়ারে কুমার বাহাদুর উপবিষ্ট। সেই ভদ্রলোকটী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কি কাগজ পত্র দেখাইতেছেন।

শান্তশীল দেখিলেন কুমার বাহাদুর পরম সুপুরুষ—বয়স তাঁহারই ন্যায়, পঁচিশ বৎসরের বেশী নহে। দেখিলেই সহৃদয় নম্র বলিয়া বোধ হয়।

শান্তশীল পত্রখানি তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। ভদ্রলোকটী শান্তশীলের হস্ত হইতে পত্র লইয়া কুমার বাহাদুরের হস্তে দিলেন।

কুমার বাহাদুর পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ শান্তশীলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া চক্ষুদ্বারা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "বসুন।" তৎপরে সেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এ সব পরে দেখিব। আপনি এখন যেতে পারেন।"

ভদ্রলোকটী চলিয়া গেলেন। শান্তশীল সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অভিপ্রায় কি?

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আপনার কথা সীতানাথ বাবুর নিকট শুনিয়াছি, আপনি কতদিন পুলিশে কাজ করিতেছেন?"

শান্তশীল বলিলেন, "প্রায় এক বৎসর।"

"আপনি কি ইনস্পেক্টর?"

"না, আমি সামান্য জমাদার মাত্র!"

কুমার বাহাদুর বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, বলিলেন "আপনি জমাদারি লইলেন কেন?"

শান্তশীল। "কাজ পাইলেই আরম্ভ করা উচিত,—ক্ষমতা থাকিলে অবশ্যই সময়ে উন্নতি করিতে পারিব।"

"অবশ্যই আপনার ক্ষমতা আছে। সীতানাথ বাবু লিখিয়াছেন সেই খুনের তদন্তের ভার আপনার উপর হইয়াছে, ক্ষমতা না থাকিলে এরূপ গুরুতর তদন্তের ভার আপনার উপর দিবেন কেন?"

"ওপরওয়ালারা আমার উপর একটু সন্তুষ্ট আছেন।"

"এ রকম ভয়ানক দুই দুইটা খুন হইল পুলিশ ইহার কিছুই না করিতে পারিলে বড়ই লজ্জার কথা।"

"আমরা সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছি।"

"আমি এ সম্বন্ধে—বা আপনারা যাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে যাহা জানিতাম, তাহা সকলই তো বলিয়াছি।

"আমি একটু সন্ধান পাইয়াছি, যদি অনুমতি দেন তো বলিতে পারি।"

"বলুন।"

"আপনার বন্ধু"—

কুমার বাহাদুর চমকিত হইয়া শান্তশীলের মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "আমার বন্ধু—আমার বন্ধু কে?'

শান্তশীল বলিলেন, "আমরা যাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম। আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য নহে।"

শান্তশীল দেখিলেন—মুহূর্ত্তের জন্য কুমার বাহাদুরের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, কিন্তু শীঘ্রই তিনি প্রকৃতস্থ হইয়া বলিলেন—'আপনি কি জানিয়াছেন বলুন।

"সেইখানে সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে দুইজন স্ত্রীলোক ছিল, তাহা তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। এ কথা সত্য নহে।"

মিথ্যাকথা,—সেখানে কোন স্ত্রীলোক ছিল না, আপনি কিরূপে জানিলেন—স্ত্রীলোক ছিল।"

শান্তশীল পকেট হইতে দুইটা সিসার পায়ের দাগ বাহির করিলেন। পায়ের দাগ সম্বন্ধে যাহা যাহা তিনি অবগত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত কুমার বাহাদুরকে বলিলেন। কুমার বাহাদুর শুনিয়া

কোন উত্তর দিলেন না, তবে শান্তশীলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিল যে, তিনি নিতান্তই চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

শান্তশীল বলিলেন, "তিনি বলিয়াছেন যে লাশ ফেলিয়া রাখিয়া দিয়া—তিন চার জন লোক জানালা দিয়া পলাইয়াছিল, ইহাও সত্য নহে।"

"কেমন করিয়া জানিলেন?"

"জানালার ধারে কোন লোকের পায়ের দাগ ছিল না। তাহার পর তিনি যে বলিয়াছেন যে তিনি প্রত্যহ ঐ বাড়ীতে থাকিতেন, তাহাও সত্য নহে। অনুসন্ধানে জানিয়াছি,—কেহ কখনও সে বাড়ীতে রাত্রে থাকিত না।"

"তিনি সত্য বলিয়াছেন কি মিথ্যা বলিয়াছেন, তাহা জানি না। তবে সে লোক যে পাগল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি অনেকদিন হইতে তাহাকে আশ্রয় দিয়া আসিতেছি।"

"কুমার বাহাদুর ক্ষমা করিবেন। পাগল কখনও দুই জন স্ত্রীলোককে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে বিপদগ্রস্ত করে না।"

কুমার বাহাদুরের মুখ আবার মলিন হইল, তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন, "এ সমস্তই আপনার অনুমান।"

শান্তশীল বলিলেন, "এখন অনুমান সত্য, তবে আমি যখন কতক সূত্র পাইয়াছি, তখন আজই হউক, আর কালই হউক, এ রহস্য ভেদ করিবই। যে দুইটী স্ত্রীলোক তখন উপস্থিত ছিল, তাহাদের পায়ের দাগ পাইয়াছি, কোন দিন না কোন দিন তাহা-দিগকে সন্ধান করিয়া বাহির করিবই।"

"চেষ্টা করুন।"

"সেই পাগল এখন কোথায়, তাহাই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।"

কুমার বাহাদুর একটু ইতস্ততঃ করিলেন, তৎপরে বলিলেন, "আমি জানি না, কয়দিন হইতে আমরা তাহার অনেক অনুসন্ধান করিতেছি, পুলিস হইতে খালাস হইয়াই সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।"

শান্তশীল বুঝিলেন যে, কুমার বাহাদুর মিথ্যা কথা বলিতেছেন। সরলচিত্ত কুমার মিথ্যাকথায় এখনও পাকা হইতে পারেন নাই, সুতরাং শান্তশীলের পক্ষে ইহা বুঝা বড় কঠিন হইল না। তিনি যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল—তিনি বুঝিলেন, যাহাকে তাঁহারা গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, তিনি পাগল নহেন, তিনি নিশ্চয়ই কুমার বাহাদুরের বিশেষ বন্ধু, নতুবা তিনি কখনই তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এত যত্ন পাইতেন না, এমন কি, মিথ্যাকথা বলিয়াছেন, মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করিয়াছেন, সুতরাং স্ত্রীলোক দুইটী যে কে, তাহাও তিনি জানেন, কিছুতেই বলিবেন না। সম্ভবতঃ খুনের বিষয়ও তিনি অবগত আছেন। তবে এক্ষণে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কিছুই স্বীকার করিবেন না, সুতরাং তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা ভাবিয়া শান্তশীল উঠিলেন, বলিলেন, "মহারাজকে অনেক বিরক্ত করিলাম——"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "না—না, আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়া বড় সুখী হইয়াছি; মধ্যে মধ্যে অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন।"

শান্তশীল বলিলেন, "আমি গরীব, আপনাদের মত বড়লোকের

সহসা দর্পণে নিমিষের জন্য যেন একখানি মুখ প্রতিফলিত দেখিয়া শান্তশীল চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন। এ যে তাঁহার চিরবাঞ্ছিত মুখ—যে মুখখানি দেখিবার জন্যই তিনি এতদিন উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিয়াছিলেন।

১৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

নিকট আমার আসা ধৃষ্টতা মাত্র। তাবপব আজ মহাবাজেব সঙ্গে দেখা কবিতে আসিযা নীচেয প্রায দু ঘণ্টা অপেক্ষা কবিতে হইয়াছিল। এত সময এক জায়গায নষ্ট কবিলে আমাদেব চাকবী থাকা দায।"

শান্তশীলেব কথায় কুমাব বাহাদুব বিবক্ত না হইয়া ববং লজ্জিত হইলেন—বলিলেন, "চাকবদের এত বাবণ করি, তবুও তাহাবা এইরূপ কবে। আব কখনও এমন হইবে না। আপনি নিশ্চয আসিবেন—বলুন আসিবেন।"

শান্তশীল তাঁহাব ব্যগ্রতা দেখিযা পূর্ব্বেই বুঝিলেন যে, কুমাব বাহাদুব তাঁহাব সঙ্গে এ সম্বন্ধে আবাব একবাব ক[illegible] কবিতে চাহেন, এই ভাবিযা চিন্তিযা কিছু বলিবাব ইচ্ছা [illegible] ছেন, তাহাই চাহেন। বলিলেন, "মহাবাজ হু[illegible] নিশ্চয় আসিব।"

"কবে আসিবেন?"

"মহাবাজ, যখন হুকুম করিবেন: তখনই আসিব।"

"তবে কালই ঠিক এই সময অনুগ্রহ কবিয়া আসিবেন।"

শান্তশীল হাসিযা বলিলেন. "মহাবাজ, অনুগ্রহ কবিয়া চাবব দেব একটু বলিযা বাখিবেন।"

কুমাব বাহাদুব বলিলেন, "নিশ্চয, আপনি কা'ল আসিলেই আপনাকে আমার কাছে লইযা আসিবে।"

শান্তশীল উঠিলেন. কুমাব বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইযা হাত বাড়াইযা দিলেন। সামান্য জমাদাব কোন্ সাহসে এত বড লোকেব সহিত সেকহ্যাণ্ড কবিতে সাহস করিবেন? তিনি ইতস্ততঃ কবিতে লাগিলেন।

কুমার বাহাদুর তাঁহার দিকে আরও হস্ত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "আসুন।" অগত্যা শান্তশীল হাত বাড়াইলেন। কুমার বাহাদুর বিশেষ সমাদরে তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন।

শান্তশীল কুমার বাহাদুরের উপর বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল ; তিনি চিন্তিতমনে গৃহের দিকে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত বালিকা।

প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে শান্তশীল নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে-ছিলেন। এমন সময়ে সহসা তাঁহার পকেটে টান লাগায়, তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন একটী ৮।৯ বৎসর বয়স্কা বালিকা, তাঁহার পকেটে হাত দিয়াছে।

তিনি ক্ষিপ্র হস্তে তাঁহার হাত ধরিলেন, ব[illegible] বয়সেই এত বিদ্যে হয়েছে, এর মধ্যেই পকেট মারতে শি[illegible]

বালিকার পরিধান মলিন ছিন্ন বসন, তৈল বিনা চুল [illegible], বালিকা দেখিতে কুরূপা নহে ;—মুখ দেখিলে মায়া হয়,—ইহাকে চোর বলিয়া সহসা মনে হয় না।

শান্তশীলের কথা শুনিয়া সে ভীত হইল না বরং হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার পকেটে আছে কি ?"

সে কথাও সত্য, তাঁহার পকেটে কিছুই ছিল না। তিনি বালিকার কথায় হাসিলেন, বলিলেন "থাকুক না থাকুক, নেবার চেষ্টায় ছিলি তো ?"

বালিকা বলিল "তা নয় গো তা নয়। তোমাকে একখানা চিঠি দিচ্ছিলাম।"

চিঠির কথা শুনিয়া শান্তশীল বালিকার হাত ছাড়িয়া দিয়া

পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন—সত্যই একখানা চিঠি রহিয়াছে। টানিয়া বাহির করিয়া দেখিলেন যথার্থই একখানা তাঁহার নামীয় চিঠি। তিনি পত্রখানি খুলিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কারণ কাগজখানি সাদা—কোনরূপ লেখাই নাই।

এই অবসরে বালিকা "ভো দৌড়" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। শান্তশীল চমকিত হইয়া ফিরিলেন। দেখিলেন বালিকা ঊর্দ্ধশ্বাসে পথ দিয়া ছুটিযাছে? তখনও অন্ধকার হয় নাই, একটা বালিকার পশ্চাতে লোকারণ্য পথ দিয়া ছুটিতে তাঁহার লজ্জাবোধ হইল। তিনি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন সে নিমেষ মধ্যে একটা গলির মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

তখন তিনি পত্রখানি বার বার দেখিলেন—ভাল করিয়া দেখিয়া হাসিলেন। পরে অগ্নির উপর কাগজখানি উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ লেখা দেখিতে পাইলেন।

শান্তশীল পত্রখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলেন। এ লেখা তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। তিনি পত্র পাঠ করিয়া চিন্তিত হইলেন। বালিকা তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া পলাইল বলিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। বালিকাকে যাইতে না দিলে হয় তো তিনি লেখকের ঠিকানা জানিতে পারিতেন। হয়তো তাহার নিকট অনেক সন্ধান পাইতেন। নিজের অসাবধানতাবশতঃ নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, ভাবিলেন—মেয়েটার হাত ছাড়িয়া না দিলে সে পলাইতে পারিত না। "যাহা হউক, যা হ'বার তা হইয়া গিয়াছে, এখন আর উপায় নাই।"

তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। নিজ প্রকোষ্ঠে গিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পত্র স্ত্রীলোকের

হাতের লেখা তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি কুকুর হারাণ সময়ে হরিমতীর হাতের লেখা দেখিয়াছিলেন, স্নেহর হাতের লেখা পশ্চাতে ছিল বলিয়া—তিনি সে কাগজখানি যত্নে রাখিযাছিলেন। এক্ষণে সেই কাগজখানি বাহির করিয়া তাহার সহিত এই হাতেব লেখা মিলাইলেন। দেখিলেন পত্রখানি হরিমতীর লেখাই বটে। কিন্তু হরিমতী তো তাঁহাকে কৌশলে বিপদে ফেলিবার ভয় দেখাইয়া তদারক হইতে নিবারণ করিতেছে না? তাহার ভাব-ভঙ্গিতে তিনি তাহার উপর বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কিন্তু সে শেষদিনের রাত্রে যাহা বলিয়াছিল, তাহা কতক সত্য জানিয়া তাঁহার মন তাহাকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতে চাহিতেছিল না। কেন সে অনর্থক তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন পুর্ব্বক নিরস্ত করিতেছে। বোধ হয় এ চুরী ব্যাপারে সেও জড়িত আছে, নচেৎ প্রকারান্তরে সে কেন নিরস্ত করিবে? এইরূপ বহুক্ষণ ধরিয়া তিনি নানা চিন্তা করিলেন। পুনশ্চ পত্রখানি পড়িলেন, তাহাতে লেখা আছে—

বাবু! খুব সাবধান, এরা তোমাকে মারিবার জন্য ঘুরি-তেছে। যেমন যেমন হয়, পরে তোমায় জানাইব। ইতি—

শেষে বালিকা যে'দিকে দৌড়িয়া গিয়াছিল সেই দিকে যাওয়াই স্থির করিলেন,—ভাবিলেন, "এমন কি বিপদ হ'তে পারে? সহজে আমার কেহই কিছু করিতে পারিবে না। আমি প্রস্তুত হইয়াই যাইব। এত ভয় করিলে পুলিশের কাজ করা চ'লে না। হয় তো চুরির সন্ধান পাইতে পারি,—চোরকেও ধরিতে পারি,—হয় তো খুনেরও কোন খবর পাইব। যদি ইন্দুর সঙ্গে দেখা হয়, তবে জানিতে পারিব, যে সেই

রাত্রে সে বাড়ীতে গিয়াছিল কি না, আর কেহ তার সঙ্গে ছিল কিনা। যাহা হউক আমি যাইবই।"

শান্তশীল উঠিলেন। পকেটে একটা দিয়াসলাই ও এক টুকরা বাতি লইলেন। একখানা ছুরিও সংগ্রহ করিলেন,—তৎপরে এক থোলো চাবিও লইলেন। পরে তাঁহার সাত আওয়াজী রিভলবারটা বাহির করিয়া তাহাতে টোটা পুরিলেন। সেটীও পকেটে রাখিলেন। তৎপরে ডিটেকটিভের টিকিটখানি বুকের পকেটে রাখিয়া বহির্গত হইলেন।

রাত্রি অনুমান বারটা—ভীষণ ঝড় বৃষ্টি। রাস্তার গ্যাস স্থানে স্থানে নিবিয়া গিয়াছে। কোথাও লোকজনের সাড়া শব্দ নাই, রাস্তা ঘাট পিচ্ছিল ও ভয়ানক অন্ধকারময়। এরূপ দুর্যোগের সময় শান্তশীল বাটীর বহির্গত হইলেন। বালিকাটী যে দিকে দৌড়াইয়াছিল—যে গলির ভিতর গিয়াছিল, তিনিও সেই দিকে সেই গলিতে চলিলেন, খানিক দূর গিয়া বোধ করিলেন—কেহ যেন তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তিনি থামিলেন—পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আবার চলিলেন, আবার তদ্রূপ শব্দ হইতে লাগিল—কেহ যেন তাঁহারই অনুসরণ করিতেছে। এবার সেই পত্রখানি স্মরণ করিয়া তিনি প্রকৃতই ভীত হইলেন। ভয় করিলে পুলিশের কার্য্য চলে না, এই ভাবিয়া পুনশ্চ চলিতে লাগিলেন। রাস্তার ধারে একটী হোটেল—রাত্রিকালে কলিকাতার হোটেলগুলি প্রকৃত বদমায়েসের আড্ডা। বলা বাহুল্য সে নিয়মের ব্যতিক্রম এখানেও হয় নাই। শান্তশীল হোটেলের দিকে চলিলেন। হোটেলে প্রবেশ সময় একটী লোক তাঁহার গা ঘেঁসিয়া ভিতরে চলিয়া গেল,

অনুমানে শান্তশীল বুঝিলেন এই লোকটীই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। সে লোকটী অগ্রে গিয়া একটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দূর হইতে শান্তশীল দেখিলেন আরও চারি পাঁচ জন লোক ঘরের ভিতর বসিয়া আছে। আগন্তুককে দেখিয়া সকলেই বলিয়া উঠিল "কতদূর?"

আগন্তুক ইঙ্গিতে তাহাদের চুপ করিতে বলিয়া অস্ফুট স্বরে কি বলিল। তাহাতে সকলেই দ্বারের দিকে তাকাইয়া কাহার আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিল।

শান্তশীল বুঝিলেন লোকগুলি তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছে—বোধ হয় তাঁহাকে চিনিয়াছেও। ক্ষিপ্র গতিতে তিনি পশ্চাতের ঘরে প্রবেশ করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি যে স্থানে বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন সেখান হইতে বদমায়েসদের গতিবিধি বেশ দেখা যায় এবং কথাবার্ত্তাও বেশ শুনিতে পাওয়া যায়। শান্তশীল শুনিলেন—তাহারা বলাবলি করিতেছে, "কৈ; কোথায় গেল?"

আগন্তুক বলিল বাসা হইতেই আমি তাহার পিছু লইয়াছি—অগ্রে সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাকে ঠেলিয়া অগ্রে অগ্রে আমি আসিয়াছি। তবে কি সন্দেহ করিয়া পালাল?" এই বলিয়া আগন্তুক বাহিরে দেখিতে গেল। ক্ষণেক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "শালা পালিয়েছে।" শিকার হাত ছাড়া হইল দেখিয়া বৃথা সময় নষ্ট করাপেক্ষা স্ফূর্ত্তি করিবার আয়োজন হইল, সকলেই সুরাপানে মত্ত হইল। সেই সময় টলিতে টলিতে এক বৃদ্ধ মাতাল সেখানে প্রবেশ করিল। তাহারা দেখিয়াও দেখিল না। আপন মনেই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

১ম ব্যক্তি বলিল, "সে ব্যাটাকে সাবাড় না করলে আমাদের ভাবনা কমছে না।"

২য় ব্যক্তি বলিল, "ব্যাটা ঘুরে মরুক, কোন ব্যাটারই ক্ষমতা নাই যে সন্ধান বার করে।"

৩য় ব্যক্তি বলিল, "ভাগ্যে হরিমতীর কাছ থেকে বেটার ঠিকানাটা নিইচি, নচেৎ দিনরাত ব্যাটার পিছু লোক লাগাতে পারতাম কি?"

৪র্থ ব্যক্তি বলিল, "হরিমতীকে অমন করে মারধর না করলে কখনই ব্যাটার ঠিকানা পাওয়া যেত না।"

তখন সকলে বলিল, "যে ব্যাটা যত চেষ্টাই করুক, কিনারা আর ক'র্তে হ'চ্ছে না।"

সকলেই উঠিল, হোটেল হইতে বাহির হইল—বৃদ্ধ মাতালও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ক্রমে তাহারা একটী গলির মধ্যে প্রবেশ করিল—গলিটী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, এক জনের অধিক লোক একসঙ্গে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ক্রমে একে একে তিনজন লোক গলির মধ্যে প্রবেশ করিল, একজন গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া কেহ কোন দিক হইতে আসিতেছে কিনা দেখিতে লাগিল। ঘোর অন্ধকার—দূরে মাতাল দাঁড়াইয়া সকলই লক্ষ্য করিতেছে। সৌভাগ্য ক্রমে বিদ্যুৎ হইল—দূর হইতে মাতাল দেখিল গলির ভিতর একটী ত্রিতল কক্ষর জানালা দিয়া রজ্জু নির্ম্মিত সিঁড়ি ঝুলিতেছে, একজন একজন করিয়া তাহার দ্বারা উঠিতেছে। ক্রমে চারিজন উঠিলে সিঁড়ি গাছটী উঠাইয়া লওয়া হইল। মাতাল গলির ভিতর ঢুকিয়া ভাল করিয়া স্থানটী দেখিয়া লইল। গলির মোড়ে আসিবামাত্র, পাহারাওলা মাতালকে

ধরিল—মাতাল কি একটা দেখাইল, পাহারাওলা অমনি সেলাম করিয়া বলিল, "জমাদার সাহেব এত রাত্রে এ ধারে ?"

"একটা সন্ধানে এসেছিলাম।"

পর দিন প্রাতে শান্তশীল মওলাবক্সের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

জমাদার সাহেব বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এত সকাল কি মনে করে ?"

"শান্তশীল বলিলেন, "একটু কাজ আছে। আপনাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে হবে।"

"আবার নবাবী নাকি ?"

"না,—একটা সন্ধান পেয়েছি.—তাই একটু দেখ্‌বো মনে করেছি।"

"তুমি বাপু একেবারে খেপে উঠেছ। রাতদিন পুলিশের কাজের ভাবনা। নতুন নতুন ঐ রকম হয়। ভায়া, বেশী দিন এ সব থাক্‌বে না।"

"একটা সন্ধান পেয়েছি। আজ রাত্রেই সন্ধানটা না নিলে হয় তো আর পাওয়া যাবে না।

"কোন্ বিষয়ের ?".

"চুরি খুন দুই বিষয়েরই—

"ব্যাপার খানা কি খুলে বল না। তোর জন্যে সব ক'র্‌তে পারি। পুলিশের কাজের জন্যে কোন্ শালা এত মাথা ঘামিয়ে বেড়ায় ?"

শান্তশীল মওলাবক্সকে সকল কথা বলা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিলেন। বলিলেন, "শঙ্কর হালদারের গলির একটা বাড়ীতে গেলে কিছু সন্ধান পা'বার সম্ভব আছে। খবর পেয়েছি। তাই একবার সেখানে যেতে ইচ্ছা করেছি।

"চল বাপু,—তোমার জন্যে আমার এ বুড়ো বয়সে অনেক ভোগান্তি আছে।—কি সাজ্‌তে হবে বল।"

"কিছু সাজ্‌তে হবে না,—তবে রিভলবারটা নেবেন্।"

"রিভলবার!—কেন, খুনখারাবি আছে নাকি?"

"না,—তবে সাবধানের মা'র নেই। অচেনা জায়গায় যেতে হ'বে,—কি জানি, শত্রু মিত্র আছে। তবে আপনাকে বাড়ীর ভেতর যেতে হবে না,—রাস্তায় থাক্‌বেন্।"

"তুমি কি মনে ক'চ্চো আমি ভয় পাচ্চি?"

"না,—তাকি বল্‌চি?"

"গোলযোগ হ'বার সম্ভাবনা থাকে তো বল, তবে দু একজন কনেষ্টবল সঙ্গে নি।"

"না—দরকার হয়, বিটের পাহারাওলা ডাক্‌লেই চ'ল্‌বে।"

"সেই কথাই ভাল, কখন যেতে হবে?"

"রাত্রিতে,—আমি আসিয়া আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।"

এই বলিয়া শান্তশীল বাসার দিকে চলিলেন। অদ্য তিনি বিশেষ তদারক জন্য অফিসে যাইতে পারিবেন না, তাহাও মণ্ডলা-বক্সকে বলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুপ্তগৃহ।

মদের দোকানে একটী গুণ্ডা বসিয়া মদ খাইতেছে, পার্শ্বের ঘরে অপর তিনজন কি পরামর্শ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে অপর একজন সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া অপর তিনজন বলিল, "কি খবর?"

"শালা বড় ধড়িবাজ, কোথায় কি ভাবে থাকে, সন্ধান পাওয়া ভার।"

"ব্যাটাকে নিকেশ না ক'রতে পারলে, আর আমাদের সোয়াস্তি নাই।"

অপর ব্যক্তি বলিল, "ব্যাটা সারা জীবনটা ঘুরে ম'লেও কোন সন্ধানই পাবে না, যা একটা ভাবনা ছিল—তাও দরজা বন্ধর সঙ্গে সঙ্গেই গিয়েছে, এখন পিপ্‌ড়েটী পর্য্যন্ত বাড়ীর ভেতর যেতে পারবে না।"

পরে চারিজনে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিতে লাগিল। খানিক পরে সকলেই উঠিয়া গেল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ গুণ্ডাও বোতল হস্তে টলিতে টলিতে চলিল। অনেক রাস্তা-গলি ঘুরিয়া তাহারা

পূর্ব্বকথিত গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। গলিটী এমনি স্থানে এমনি ভাবে আছে—যে দিনের বেলাতেও রাস্তার লোক ভিতরের কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলে পরে খুব জোরে জোরে তিনবার সিসের শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে দড়ির সিঁড়ি নামিল. ক্রমে ক্রমে সকলে উপরে উঠিল। পরে সিঁড়িটীও টানিয়া তুলিল। দূরে একটী পানের দোকান, গুণ্ডা সেখানেই আশ্রয় লইল,—পানওয়ালাকে একটু মদ দিল। উভয়ের সদ্ভাব হইল—গুণ্ডা সেখানেই বসিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইলে সেই গলির ভিতরের তেতলার ঘরের সিঁড়ি নামিল, একে একে চারি জন নামিল। তাহারা দূরস্থিত হোটেলে প্রবেশ করিল। গুণ্ডাও দূর হইতে তাহা দেখিয়া চলিয়া গেল।

রাস্তায় বেশ পরিবর্ত্তন করিলে নানারূপ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া—গুণ্ডা সেই বেশেই মণ্ডলাবক্স জমাদারের ঘাটী গিয়া হাজির হইল।

মণ্ডলাবক্স তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "কিহে বেশ সাজিয়াছ তো? কোন ব্যাটাই চিন্তে পা'রবে না; যখন আমিই সন্দেহ করেছি, তখন কারও সাধ্য নাই।"

শান্তশীল বলিলেন, "চলুন।"

"দাঁড়াও,—কাপড় পরে আসি।"

শান্তশীল বাহিরে দাঁড়াইয়া নানারূপ ভাবিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার মন ইতস্ততঃ করিতেছিল। কিন্তু আর ইতস্ততঃ করা বৃথা,—যা হয় হইবে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা উচিত। মণ্ডলাবক্সের কোন দিনই কোন ভাবনা চিন্তা নাই। মণ্ডলাবক্সের প্রতি আজ তাঁহার হিংসার উদ্রেক হইল।

এই সময়ে মণ্ডলাবক্স সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইয়া আসি-লেন। তাঁহারা উভয়ে পদব্রজে শঙ্কর হালদারের গলির দিকে চলিলেন।

মণ্ডলাবক্স বলিলেন, "হঠাৎ এ বাটীর সন্ধান কে দিল?" শান্তশীল গত রাত্রের ঘটনা বলিলেন। মণ্ডলাবক্স মাথা নাড়িলেন, গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ভায়া অসম সাহসেই তোমার কায সারবে।"

উভয়ে একরূপ নীরবে শঙ্কর হালদারের গলিতে উপস্থিত হই-লেন। শান্তশীলের মন নানা চিন্তায় মগ্ন ছিল, তিনি মণ্ডলাবক্সের কথায়—হাঁ না কোন উত্তরই দিলেন না।

ক্রমে বাড়ীর দরজায় আসিয়া দেখিলেন, সেটী একটী পাটের গুদাম। মণ্ডলাবক্স হাসিয়া বলিলেন, "নেও এখন,—একটু নিশ্চিন্ত মনে তামাকু খাচ্ছিলাম,—নিয়ে এল ঠেলে পাটের গুদামে।"

পাটের গুদাম দেখিয়া শান্তশীলও অপ্রস্তুত হইযাছিলেন। বলিলেন, "একটু সন্ধান করে দেখি।" মণ্ডলাবক্স বিরক্তি ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "আর দেখ্‌বে আমার মাথা,- দেখ্‌চো না চাবি দেওয়া।"

সত্য সত্যই গুদামের দ্বারে বড় বড় দুইটা কুলুপ লাগান ছিল। শান্তশীল মণ্ডলাবক্সের কথায় কোন উত্তর না দিয়া অগ্র-বর্ত্তী হইয়া বাড়ীটার চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, বাটীর পাশ দিয়া খুব ছোট একটা এঁদো গলি আছে।

তিনি আরও দেখিলেন বাটীর ছাতে একটী চিলে ঘর আছে,—ঐ চিলে ঘরের একটী জানালা, ঐ ক্ষুদ্র গলির দিকে ছিল। পার্শ্বে অন্যান্য বাড়ী, সকলই ভদ্রলোকের বাড়ী।

তখন রাত্রি প্রায় দশটা হইয়াছিল। অনেক বাড়ীরই দরজা বন্ধ হইয়াছিল,—পথেও লোক চলাচল প্রায়ই নাই। শান্তশীল দেখিলেন দূরে একটা পানের দোকান। তিনি সেই দিকে চলিলেন। অগত্যা অনিচ্ছা সত্বেও মণ্ডলাবক্স তাঁহার অনুগামী হইলেন।

তিনি এক পয়সার পান ও এক প্যাকেট সিগারেট কিনিযা পানওযালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ পাটের গুদামটা কার জান ?"

পানওয়ালা বলিল, "ওটা কুমার বাহাদুরের,—একজন মাড়োয়ারি ভাড়া নিয়েছে।"

"তারা গুদাম কখন খুলে ?—আমার একটু দরকার আছে।"

"সকালবেলাই খুলে,—সন্ধ্যার সময় বন্ধ করে যায়।"

শান্তশীল আর কিছু না বলিয়া গুদামের চারি দিকে যে সকল বাড়ী ছিল, তাহাই ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মণ্ডলাবক্স বলিলেন, "এখন আর এখানে ভেরাণ্ডাভেজে লাভ কি, ঘরের ছেলে ঘরে চল।"

শান্তশীল বলিলেন, "বাড়ীর পেছনে ছোট গলি আছে,—যখন এতদূর এসেছি শেষ পর্য্যন্ত না দেখে যাব না।"

"দেখ,—বাপু,—দেখ। এখনও এগারটা বাজেনি। সারা রাত রাস্তায় কে ঘুরতে পারে? এমন পাগল জানলে কে তোমার সঙ্গে আস্তো ?"

"রাগ করবেন না,—আপনাকে কষ্ট দেওয়ায় আমি ভারি দুঃখিত হয়েছি।"

"কাজ কিছু হ'লে মওলাবক্স চটেন না—এ যে কেবল পণ্ডশ্রম হ'চ্ছে।"

"ততক্ষণ চলুন থানায় যাই। এখানকার এই সব বাড়ীতে কে থাকে, যদি কিছু সন্ধান পাওয়া যায়—দেখা যাক।"

"চল,—সন্ধান হ'ক না হ'ক,—তামাকটা খেয়ে প্রাণটা বাচবে।"

উভয়ে নিকটস্থ থানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক কালের জমাদার মওলাবক্সকে সকলেই চিনিত, সকলেই তাঁহাদের সমাদরে বসাইল। মওলাবক্স তামাক পাইয়া নিজ মনে টানিতে লাগিলেন,—শান্তশীল থানার জমাদারদিগের নিকট শঙ্কর হালদারের গলিতে কে কোন বাড়ীতে থাকে সন্ধান লইতে লাগিলেন,—কিন্তু বিশেষ কোন সন্ধানই পাইলেন না।

ঠিক সাড়ে বারোটার সময় তাঁহারা উঠিলেন। মওলাবক্স বলিলেন, "শঙ্কর হালদারের গলিতে আমরা একটা সন্ধানে এসেছি। জন দুই পাহারাওয়ালাকে ঐ গলির কাছে থাকতে বলো।"

মওলাবক্স থানার সকলের সম্মুখে এ কথা বলায় শান্তশীল সন্তুষ্ট হইলেন না। পাছে আরও কিছু বলিয়া ফেলেন এই ভয়ে তিনি তাহাকে সত্বর তথা হইতে লইয়া দ্রুতপদে আবার শঙ্কর হালদারের গলির দিকে চলিলেন।

পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, তখনও একটা বাজিতে পনের মিনিট দেরি আছে। তিনি মওলাবক্সকে বলিলেন, "দেখুন,—আপনি এইখানে রাস্তায় অপেক্ষা করুন। কেহ না গলির মধ্যে প্রবেশ করে। যাই হউক, আমি এই বাড়ীর উপরে যাইব। যদি আমার কোন বিপদ ঘটে, আমি রিভলবার

ছুড়িব। আপনি তখনই দুই চারজন পাহারাওয়ালাকে নিযে যেমন করে হয় প'ড়ো বাড়ীব ছাদ দিয়ে আমাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা কবিবেন।"

মওলাবক্স বলিল, "এত হাঙ্গামায় কেন যাচ্চো বাপু। সহজে যা কাজ আদায় হয়, সেই ভাল।"

শান্তশীল কোন উত্তর না দিয়া এঁদো গলির ভিতর প্রবেশ কবিলেন। গলিটী অতিশয় অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি হাতড়াইয়া হাতড়াইযা ঠিক চিলে ঘরেব নিচেষ আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কিয়ৎক্ষণ তিনি নীরবে দাঁড়াইযা রহিলেন। তাঁহার পকেটে দিয়াসলাই ও বাতি ছিল, তিনি আলো জ্বালিতে পারিতেন, কিন্তু আলো জ্বালিলে পাছে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায়, এই ভযে তিনি আলো জ্বালিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি ভাবিলেন, "এখন বোধ হয়, ঠিক একটা হয়েছে?" তিনি ধীরে ধীরে তিনবার সিস দিলেন,—তাঁহার সিসেব শব্দ সেই নির্জ্জন রাত্রে মিশাইয়া যাইতে না যাইতে চিলের ঘর হইতে খড় খড় করিযা কি নামিযা আসিতে লাগিল। শান্তশীল হাত বাড়াইয়া দেখিলেন,— সেটী একটী দড়ির সিঁড়ি।

তিনি দুই হাতে সেটী ধরিলেন, সবলে টানিলেন। বুঝিলেন উহার একদিক উপরে দৃঢ়রূপে বদ্ধ আছে।

তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইল,—একবার মনে হইল, যাওয়া কি উচিত,—না এ কেবল উন্মত্ততা! হয় তো উপরে উঠিবামাত্রই তাঁহার মৃত্যু,—তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

তখনও তাঁহার দুই হস্ত দড়ির সিঁড়ি সবলে ধরিয়া ছিল, তিনি সাহস করিয়া সেই দড়ির সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

নিম্ন হইতে সিঁড়ির ঘর প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ,—তিনি ধীরে ধীরে অতি সাবধানে উঠিতেছিলেন,—অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝিলেন যে তিনি অনেক উচ্চে উঠিয়াছেন।

সহসা তাঁহার মনে হইল যদি এ সময়ে কেহ উপর হইতে দড়ি কাটিয়া দেয়, তাহা হইলে তিনি তখনই নিম্নে গলির ভিতর পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবেন।

আবার তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল,—পা এতই কাঁপিয়া উঠিল যে, সিঁড়ি দোলার ন্যায় দুলিতে লাগিল। তিনি সবলে দুই দিক দুই হাতে ধরিয়াছিলেন, নতুবা নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইতেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ উঠা স্থগিত রাখিয়া হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেন, তৎপরে আবার ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলেন।

অবশেষে উপরে আসিলেন। দেখিলেন জানালার লোহার কয়টা গরাদে সরাইয়া সিঁড়িটী নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তিনি দুই পার্শ্বের দুইটী গরাদে সবলে ধরিয়া লম্ফ দিয়া গৃহ মধ্যে পতিত হইলেন।

সেখানেও ঘোরতর অন্ধকার,—কিছুই দেখা যায় না, তবে তাঁহার নাসিকায় সহসা একটা দুর্গন্ধ প্রবেশ করিল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহ মধ্যে কেহ আছে কিনা জানিবার জন্য তিনি কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন দিকে কোন শব্দ নাই।

তিনি ভাবিলেন, যদি কেহ এ ঘরে থাকে, তবে নীরবে আছে। কেহ না কেহ নিশ্চয়ই আছে, নতুবা সিঁড়ি নাবাইয়া দিল কে? এখনই বুঝা যাইবে, সহজে মরিতেছি না, রিভলবার আছে।"

তখন তিনি পকেট হইতে দিয়াসলাই ও বাতি বাহির করিয়া জ্বালিলেন।

দেখিলেন—ঘরে কেহই নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

কাটামুণ্ডু—ভীষণ দৃশ্য।

ঘরটী ছোট। সম্মুখে একটী দ্বার আছে, পশ্চাতে একটী মাত্র জানালা, সেই জানালা দিয়াই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে কয়টী লোহার গরাদে জানালা হইতে সরান হইয়াছে, তাহা জানালার পার্শ্বেই পড়িয়া আছে।

ঘরের ভিতর একটী দেরাজ আলমারি ব্যতীত আর কোন আসবাব নাই;—তবে ঘরটীতে যে লোকের যাওয়া আসা আছে—তাহা সহজেই বুঝা যায়। শান্তশীল দেখিলেন ঘরটী কে সম্প্রতি ঝাঁট দিয়াছে। তিনি দরজাটী বন্ধ রহিয়াছে দেখিয়া খুলিতে গেলেন। কিন্তু দেখিলেন দ্বার বাহির হইতে বন্ধ,—একটী বড় কুলুপ বাহিরের দিকে লাগান রহিয়াছে। তিনি একটু টানিয়া দরজাটী ফাঁক করিলেন, দেখিলেন সম্মুখে একটী বিস্তৃত ছাদ।

অনেক টানাটানি করিলেন, কিন্তু দরজা কিছুতেই খুলিল না। দরজার ফাঁক দিয়াও কিছু দেখিবার উপায় নাই।

নিশ্চয়ই কেহ ঘরের মধ্যে ছিল। তাঁহার সিস শুনিয়া সিঁড়ি

নামাইয়া দিয়াছিল। তাহার পর দরজায় চাবি দিয়া চলিয়া গিয়াছে বা নিকটেই বাহিরে লুকাইয়া আছে। যে কেহই থাকুক—তাঁহার ভয় কি? তাঁহার নিকট রিভলবার রহিয়াছে। তিনি মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন, "কে আছ দরজা খোল।"

কেহ উত্তর দিল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, কোন দিকে কোন শব্দ নাই।

তিনি তখন দরজার নিকট মুখ লইয়া বলিলেন, "এখানে যে থাক, দরজা খুলো,—নতুবা আমি দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

তবুও কেহ উত্তর দিল না। তিনি আবার বহুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভাবিলেন, "বৃথা পরিশ্রম—কোন কার্য্যই হইল না।"

তিনি আবার ডাকিতে লাগিলেন, কেহই উত্তর দিল না। তখন তিনি ঘরটী ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ফিরিলেন।

একটা কেমন গন্ধ তাঁহার নাকে লাগিতেছিল। কিন্তু ঘরটী এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোথা হইতে এই গন্ধ বাহির হইতেছিল তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

তবে দেওয়ালের দুই এক স্থানে কাল কাল দাগ দেখিলেন। আরও দেখিলেন কোন কোন স্থানে দেওয়াল হইতে এই কাল দাগ ঘসিয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। তিনি দেওয়ালের নিকট আলো লইয়া গিয়া ভাল করিয়া এই সকল দাগ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে বুঝিলেন এই সকল নিশ্চয়ই রক্তের দাগ।

ঘরে ছোট আলমারিটী ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি আলমারিটী দেখিবার জন্য নিকটস্থ হইলেন।

দেখিলেন আলমারির উপর একখানি কাগজ রহিয়াছে—তিনি পড়িলেন :—

গোল করিও না। আলমারি খুলিয়া দেখিয়া এখনই চলিয়া যাও—"দেরি ক'রো না। তা হ'লে তোমার কাজ পণ্ড হ'বে। দেখা হ'লে—পরে সব ব'ল্‌বো। চিঠিখানা এখানে ফেলে যেও না।"

শান্তশীল দেখিলেন পত্র হরিমতীর লেখা। তিনি সেখানি পকেটে রাখিয়া চাবির থলোটী বাহির করিলেন। কম্পিত হস্তে একে একে চাবি লাগাইতে লাগিলেন, কোনটী লাগিল না।

এই কাজ করিতে করিতে তিনি সাতবার পেছনে ফিরিয়া দেখিলেন। তাঁহার বোধ হইতেছিল কে যেন তাঁহার পশ্চাতে দাড়াইয়া তাঁহার কার্য্য দেখিতেছিল। তিনি স্পষ্ট যেন কাহার দীর্ঘনিশ্বাস শুনিতে পাইলেন। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন। দেখিলেন—দ্বার সেইরূপই বন্ধ রহিয়াছে।

অবশেষে একটী চাবি লাগিল। আলমারির চাবি খুলিয়া গেল। তিনি সত্বর সবলে টানিয়া আলমারির দরজা খুলিয়া ফেলিলেন,—তাঁহার দৃষ্টি আলমারির ভিতর পতিত হইল। তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—একেবারে পাঁচসাত হস্ত দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। এক ভয়াবহ দৃশ্য তাঁহার ঘরের সম্মুখে দেখিলেন।

আলমারি খুলিবার সময় বাতিটী মেজের রাখিয়াছিলেন। বাতির আলো উজ্জ্বলভাবে আলমারির ভিতর পড়িয়াছে, সেই আলোকে তিনি দেখিলেন—একটী কাটামুণ্ড বিস্তৃত নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

ইহা তাঁহার চক্ষে এরূপ সজীব বলিয়া বোধ হইল যে তাঁহার

সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ছুটিল, সবলে তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল, তিনি চারিদিকে বিভিষিকা দেখিলেন।

পালাইতে ইচ্ছা করিলেও পারিলেন না। তাঁহার পা নড়িল না। সেই ভয়াবহ দৃশ্য হইতে নয়ন ফিরাইতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু পারিলেন না। সেই কাটামুণ্ডুর উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় তাঁহার চক্ষুকে যেন কি এক ইন্দ্রজালে আকর্ষণ করিযা রাখিল।

শান্তশীল কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি কপালের ঘাম মুছিলেন। নিজের দুর্ব্বলতার জন্য লজ্জিত হইলেন, বলিলেন, আমি কি অপদার্থ, এই সাহস লইয়া পুলিশে উন্নতি করিতে চাহি। আমি যাহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, তাহা পাইয়াও স্ত্রীলোকের ন্যায ভয়ে কাঁপিতেছি। স্পষ্টতই ইহা সেই স্ত্রীলোকের কাটামুণ্ডু।”

তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া বাতিটী তুলিয়া লইলেন। ভাল করিয়া আলমারির ভিতর দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি দেখিলেন, যে মুণ্ডুটী একটী বড় কাচের বোতলের ভিতর রহিয়াছে। সমস্ত বোতলটী কি এক আরকে পূর্ণ। আরকের গুণে মুণ্ডুটী ঠিক স্বাবাভিক অবস্থায় আছে। দেখিলেন এ একটী স্ত্রীলোকেব কাটা মুণ্ডু, চুল ছোট করিয়া কাটা,—দেখিলে বয়স ২৪।২৫ বৎসরের অধিক বলিযা বোধ হয় না। চক্ষু বিস্ফারিত, মুখে ভয়েব ভাব প্রতিফলিত। দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় ইহাকে জোর করিয়া কেহ বলি দিয়াছে।

শান্তশীল উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—বলিলেন, “কি ভয়ানক! মানুষ এরূপ ভয়াবহ কাজও করিতে পারে?”

আলমারিটীতে আর কিছু আছে কি না দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন এক কোণে কতকগুলা কাগজ পড়িয়া

আছে, তিনি সেগুলি টানিয়া বাহির করিলেন। দেখিলেন কতকগুলি নোট—সব গুলিই হাজার টাকার।

তখনই বড়বাজারের চুরির কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তাঁহার পকেটস্থিত নোট বুকে, সেই চোরাই নোটের নম্বর ছিল। তিনি এই সকল নোটের নম্বর তাহার সহিত মিলাইলেন। দেখিলেন এ গুলি সেই সব নোটই বটে।

তিনি পূর্ব্বে যেরূপ ভীত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। আলমারিতে আর কিছু নাই দেখিয়া তিনি আলমারিতে চাবি দিলেন। হরিমতীর পরামর্শ শোনাই যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া তিনি আর কোন গোল না করিয়া ধীরে ধীরে জানালায় আসিয়া দড়ির সিঁড়িতে উঠিলেন।

যত সত্বর সম্ভব তিনি নিম্নে নামিতে লাগিলেন। প্রায় ভূমির নিকটস্থ হইয়াছেন, এইরূপ সময়ে কে উপর হইতে দড়িতে টান দিল, তিনি লম্ফ দিয়া নিম্নে পড়িলেন। অমনি সড সড় করিয়া কে সিঁড়ি উপরে টানিয়া লইল। শান্তশীল উপরে চাহিলেন, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সন্দেহ বাড়িল।

শান্তশীল কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে গলির ভিতর হইতে বাহির হইলেন।

মণ্ডলাবক্স তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অনেকক্ষণ গলির ভিতর পদচারণ করিতেছিল. শান্তশীলের বিলম্ব জন্য—তাহার বিরক্তি ও চিন্তা ক্রমে সীমাতিক্রম করিয়া উঠিতেছিল। প্রকৃতই তিনি শান্তশীলকে বড় ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিলেন।

তিনি অন্ধকারময় সংকীর্ণ গলির সম্মুখে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছিলেন, প্রবেশ করিতে সাহস হয় নাই, কিন্তু গলিতে এমনই অন্ধকার যে তাহার ভিতরে এক হাত দূরের দ্রব্য দেখা যায় না। এই সময়ে সহসা শান্তশীল বেগে গলির ভিতর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহাকে অপর কিছু ভাবিয়া মণ্ডলাবক্স "বাপ!" বলিয়া লম্ফ দিয়া সাত হাত দূরে গিয়া পড়িলেন।

শান্তশীল মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই আমি।"

মওলাবক্স সোৎসাহে বলিলেন, "বাঁচলেম—আমি ব্যস্ত হ যে প ড়েছিলেম,—এখন তারপর ?"

সকল কথা এখন মওলাবক্সকে বলা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না ; অথচ তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী মওলাবক্সকে মিথ্যা কথা বলিবারও ইচ্ছা ছিল না। তিনি বলিলেন, "চলুন বাড়ী চলুন,—কা'ল সব বলিব।"

কৌতূহল বলিয়া কোন সামগ্রী মওলাবক্সের হৃদয়ে ছিল না, তিনি এ সকল কথা যত না শুনিতেন, ততই মনে শান্তি বোধ করিতেন। বলিলেন, "ভাল,—কা'লই শোনা যাবে—খুনোখুনি কিছু হয় নি, এই আমার ভাগ্‌গী।"

"চলুন,—একটা গাড়ী দেখি," এই বলিয়া শান্তশীল সত্বর পদে চলিলেন। মওলাবক্স বলিলেন, "সেই ভাল কথা, ঘুমে চোখ ভেঙে আস্‌ছে।"

কিয়দ্দূর আসিয়া তাঁহারা এক খানা গাড়ী লইলেন। গাড়ীতে উঠিবামাত্র মওলাবক্সের নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হইল। শান্তশীল নানা চিন্তা করিতে করিতে চলিলেন। প্রকৃতই অদ্যকার এই ঘটনায় তাঁহার মস্তক আলোড়িত হইয়া গিয়াছিল।

মওলাবক্সকে বাড়ীতে নামাইয়া—তিনি নিজ বাসায় আসিলেন। নিতান্ত ক্লান্তি বোধ হইয়াছিল, তখনই শুইয়া পড়িলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না। একটু তন্দ্রা আসিলেই তিনি চক্ষের উপর সেই ভয়াবহ কাটামুণ্ড দেখিতে পান। কাটামুণ্ডুর সেই বিস্ফারিত চোক দুটী যেন তাঁহার চক্ষের উপর ঝুঁকিতে থাকে,—সে যেন কেমন এক ভয়ানক ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে—তিনি উঠিয়া বসিলেন।

শয়ন করিলেই নিদ্রাকর্ষণ—অমনই সেই কাটামুণ্ডের ভীতিপ্রদ দৃশ্য উপস্থিত. এই ভয়ে তিনি বসিয়া রহিলেন। বসিয়া নানারূপ ভাবিতে লাগিলেন।

তিনি ভাবিলেন, পত্র নিশ্চয়ই হরিমতী লিখিয়াছিল. আলমারির উপরের কাগজেও সেই নিশ্চিত লিখিয়া ছিল,—কেন সে আমার সাহায্য করিতেছে? আমি যে চোর ধরিবার চেষ্টায় আছি সে জানে. পুলিশে আমি কাজ করি বলিয়া আমাকে এই ভয়াবহ কাটামুণ্ড দেখাইয়াছে। নিশ্চয় সেই-ই সিঁড়ি ঝুলাইয়া দিয়াছিল, আমি নামিতে না নামিতে আবার সিঁড়ি টানিয়া লইয়াছিল। সে কাছেই ছিল, তবে দেখা করিল না কেন? তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে -সে শত্রুর মধ্যে আছে, আমার সঙ্গে দেখা করিতে সাহস করে নাই।

আবার দেখা হইবে বলিয়াছে, দেখা হইলেই সব জানিতে পারা যাইবে। এটা স্থির হরিরাম এই দলে আছে,—সে বা তাহার সাহায্যে টাকা চুরি হইয়াছে, যাহারা টাকা চুরি করিয়াছে, তাহারাই স্ত্রীলোকটীকে খুন করিয়াছে। এদের দল যে সহজ নয়, তা স্পষ্টই জানা যায়,—দেখা যাক কতদূর কি হয়। চুরি ও খুন দুইয়ের কিনারা করিতে পারিলে তবেই আমার মুখ রক্ষা হয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শান্তশীল যে কখন নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা কিছুই জানেন না। সহসা কাহার গলার শব্দে তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন সীতানাথ বাবুর দরোয়ান তাঁহাকে ডাকিতেছে।

তখন বেশ বেলা হইয়াছে। তিনি সত্বর উঠিয়া মুখ ধুইয়া আসিয়া বলিলেন, "এত সকালে খবর কি?"

দারোয়ান বলিল, "বাবু চিঠি দিয়েছেন ?"

"দাও—দেখি," বলিয়া তিনি পত্র লইলেন। শিরোনামা দেখিয়া বলিলেন, "ইহাতো সীতানাথ বাবুর হাতের লেখা নয়।"

দারোয়ান বলিল, "মহারাজ বাহাদুরের দরোয়ান নিয়ে এসেছিল। সে আপনার ঠিকানা জানেনা বলে বাবু আমাকে দিয়ে পাঠালেন।"

শান্তশীল পত্র পাঠ করিয়া দেখিলেন—কুমার বাহাদুর তাঁহাকে আজ যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন। পত্র না লিখিলেও তিনি যাইতেন, পত্র পাইয়া ভাবিলেন—দেখিতেছি কুমার বাহাদুরও এই সকল গোলযোগের মধ্যে আছেন। চেহারা দেখিলে কে মনে করিতে পারে যে এরূপ লোক খুনোখুনি জুয়াচুরির মধ্যে আছেন। না থাকিলে আজ এত ব্যগ্র হইয়া আমাকে ডাকিতেন না।"

দরোয়ান বলিল, "কিছু জবাব দিবেন ?"

শান্তশীল বলিলেন, "না—ব'লো আমি দেখা করিব।"

দরোয়ান চলিয়া গেলে শান্তশীল সত্বর বেশ বিন্যাস করিয়া আবার শঙ্কর হালদারের গলির দিকে চলিলেন। কা'লরাত্রে তিনি ভাল করিয়া বাড়ীটার চারিদিক দেখিতে পারেন নাই, তাই একবার দিনেব বেলায় বাড়ীটা দেখিবার জন্য চলিলেন।

তিনি আসিয়া দেখিলেন গুদাম খোলা হইয়াছে, অনেক গুলি দরোয়ান সরকার কাজকর্ম্ম করিতেছে। কয়েকখানা গরুর গাড়ীতেও পাট তোলা হইতেছে। তিনি দেখিলেন বাড়ীটা খুব উচ্চ, প্রায় তুইতলা সমান উচু. উপরে একটী ছোট সিঁড়ির ঘর আছে।

পাশের ছোট গলিটী দেখিলেন, সেটী একটী নর্দ্দামার পথ।

তাহার পার্শ্বে একটী একতালা বাড়ী আছে, সে বাড়ী হইতে কোনরূপে গুদামের ছাদে যাইবার উপায় নাই।

গুদামের সম্মুখে শঙ্কর হালদারের গলি। একদিকে ছোট গলি, অপর দিকেও শঙ্কর হালদারের গলি ঘুরিয়া গিয়াছে, এই দুই দিকেই ভদ্রলোকের বাড়ী।

গুদামের পশ্চাতে একটা তেতালা বাড়ী আছে। কিন্তু ঐ বাড়ীর দ্বার অন্য রাস্তায়, বাড়ীটাও খুব বড়। সেই বাড়ীর তেতালার ছাদ, গুদামের ছাদ হইতে অনেক উচ্চে। মই লাগাইয়া কি সেখান হইতে লাফাইয়া গুদামের ছাদে পড়িতে পারা যায় না। গুদামের দিকে ঐ বাড়ীর কোন দরজা জানালা আছে কি না—তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না।

তিনি ঐ তেতালা বাড়ীর সম্মুখের দরজায় আসিলেন, দেখিলেন, স্পষ্টতঃই ইটি কোন বড়লোকের বাড়ী, কয়েকজন দ্বারবান্ দ্বারে বসিয়া আছে, অনেক চাকর এদিক ওদিক করিতেছে, উপরের বৈঠকখানা বেশ সজ্জিত। তথা হইতে নানা লোকের হাস্যধ্বনি উঠিতেছে। শান্তশীল নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ বাড়ীতে কে আছে?" সে ব্যক্তি বলিল, "কোথাকার এক রাজা এসে আছে।"

"বাড়ীটা কার?"

"কুমার বাহাদুরের।"

কুমার বাহাদুরকে বাড়ীর বিষয় সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া তিনি গৃহমুখে ফিরিলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে কে তাহার কাপড় ধরিয়া টানিল।

তিনি সত্বর ফিরিলেন। দেখিলেন—একটা মেয়ে হাসিতে

হাসিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া একটা গলির ভিতর অন্তর্হিত হইল। তিনি তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন—এ সেই বালিকা—হরিমতীর পত্র লইয়া গিয়াছিল।

সে যে গলির ভিতর গিয়াছিল, তিনি সত্বরপদে সেইদিকে চলিলেন, কিন্তু সেবারও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অভিপ্রায় কি ?

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া শান্তশীল কুমার বাহাদুরের সহিত দেখা করিতে চলিলেন।

আজ আর তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইল না। তিনি দেখিলেন, আর্দ্দালী দ্বারেই দণ্ডায়মান আছে। তাঁহাকে দেখিয়া মহা সমাদরে সেলাম করিল,—বলিল, "হুজুরের জন্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি। মহারাজা বাহাদুর আপনার অপেক্ষা ক'চ্চেন।"

গতবারের অভ্যর্থনা ও অদ্যকার অভ্যর্থনার পার্থক্য দেখিয়া শান্তশীল মনে মনে হাসিলেন,—বড় চিন্তিতও হইলেন। যাহা হউক, তিনি আরদালীর অনুসরণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, আজ কুমার বাহাদুর পূর্ব্বদিনের প্রকোষ্ঠে নাই, এ আর একটী ঘর। গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তশীল দেখিলেন—কুমার বাহাদুর চিন্তিতভাবে পদচালন করিতেছেন।

তাঁহাকে দেখিয়া তিনি সত্বর তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, সাদরে তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন, তৎপরে একটী ঘরে তাঁহাকে বসাইয়া নিজে তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন।

শান্তশীল গরীব লোক, এত বড়লোক তাঁহাকে এরূপভাবে আদর করায় তিনি নিতান্তই লজ্জাবোধ করিতে লাগিলেন। তিনি কি বলিবেন—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

কুমার বাহাদুরও কি বলিবেন, যেন বলিতে পারিতেছেন না, ইতস্ততঃ করিতেছেন। উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবেই বসিয়া রহিলেন।

কুমার বাহাদুর কথা কহেন না দেখিয়া অবশেষে শান্তশীল বলিলেন, "মহারাজের শঙ্কর হালদারের গলিতে একটা পাটের গুদাম আছে?"

কুমার বাহাদুর শান্তশীলের মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "বোধ হয় আছে, ম্যানেজার বাবু জানেন।"

"ঐ বাড়ীর পিছনেও আপনার একটা তেতালা বাড়ী আছে?"

"হ'তে পারে, আমি সব জানি না, এ সব ম্যানেজার বাবুই দেখেন।"

"বাড়ীটা কোথাকার এক রাজা ভাড়া লইয়াছেন?"

"ও:, মনে পড়িয়াছে, ঠিক, রাজা নয়, পূর্ণিয়ার একজন জমীদার,—বড় ভদ্রলোক। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

"ঐ বাড়ীটাতে বদ্‌লোকও আছে, এ রকম সম্বাদ আমরা পাইয়াছি।"

"কি রকম?—কেন, কুমার বলভদ্র সিং বড় ভদ্রলোক। আমি আজই তাঁহার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়া দিব।"

"তাহা হইলে আমিও নিতান্ত সুখী হইব।"

"নিশ্চয়ই দিব।"

কুমার বাহাদুর আবার কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। দেখিয়া শান্তশীল বলিলেন, "মহারাজ কিজন্য আমাকে আস্‌তে হুকুম করিয়াছিলেন?"

এবার কুমার বাহাদুর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"অনুগ্রহ করিয়া আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করিবেন কি ?"

শান্তশীল বলিলেন, "সাধ্যাতীত না হয় তো নিশ্চয়ই রাখিব। আপনি মহৎ লোক, আপনার অনুরোধ রাখিব না কেন ?"

"বলুন রাখিবেন ?"

"কেন রাখিব না, সাধ্যাতীত না হইলে নিশ্চয়ই রাখিব।

কুমার বাহাদুর আবার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি এই খুনের মোকর্দ্দার তদন্তের ভার পরিত্যাগ করুন।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "এ অনুরোধে আপনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন, কিন্তু বিশেষ কারণে আপনাকে এ অনুরোধ করিতেছি।"

শান্তশীল বলিলেন, "আমার ইচ্ছাধীন হইলে নিশ্চয়ই আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতাম।"

"কেন, আপনি ইহা অনায়াসেই পারেন।"

"মহারাজ তোজ্ঞানেন যে, আমি সরকারী চাকর। আমার মনিব আমাকে এ ভার দিয়াছেন, আমি গভর্ণমেণ্টের নুন খাই, তাঁহাদের হুকুম ব্যতীত এ তদন্তের ভার ত্যাগ করিতে পারি না।"

"তাঁহাদের বলিবার আবশ্যক কি, বলিয়া কহিয়া এ তদন্তের ভার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি এ বিষয়ে তৎপর না হইলে, যত্ন ও চেষ্টা না করিলেই হইবে।"

"মহারাজ বাহাদুর, আপনি বিবেচক লোক। যদি আপনার কোন কর্ম্মচারীকে কোন বিষয়ের তদন্তের ভার দেন এবং তিনি

তাহার কোন যত্ন বা চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন? বিশেষতঃ মহারাজকে বলিতে ক্ষতি কি; চিরকাল জমাদারী করিবার জন্য পুলিসে প্রবেশ করি নাই। উন্নতি করিব বলিয়াই এই লাইনে কাজ লইয়াছি। আমার এই প্রথম তদন্তের ভার, ইহাতে অযত্ন করিলে আর কখনও কি কোন উন্নতির আশা থাকিবে?"

কুমার বাহাদুর নীরবে শান্তশীলের কথা শুনিতেছিলেন। স্পষ্টতই তিনি কি ভাবিতেছিলেন, বলিলেন, "আপনার যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, সে ভার আমার রহিল, আমার অনুরোধ রক্ষা করিলে আপনার ক্ষতি হইবে না,—টাকার আমার অভাব নাই।"

কুমার বাহাদুর তাঁহাকে উৎকোচ গ্রহণে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া শান্তশীল বিরক্ত হইলেন; বলিলেন,—"কুমার বাহাদুর, আমি গরীব বটে, কিন্তু অসৎ নহি। আপনি লক্ষ টাকা দিলেও, আমাকে কর্ত্তব্যের পথ হইতে ফিরাইতে পারিবেন না। আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, দুঃখিত হইলাম। এ অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য।"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কুমার বাহাদুর তাঁহার হস্ত ধরিলেন, বলিলেন, "বসুন, রাগ করিবেন না। যদি কিছু অন্যায় বলিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাকে টাকা লইবার কথা বলি নাই। বিশেষ কারণে আপনাকে এ অনুরোধ করিতেছি। হয় তো আপনি এই খুনের জন্য আমাকে সন্দেহ করিতেছেন।"

"শান্তশীল মনে মনে বলিলেন, "তাহা তো কতকটা করিতেছি। তবে এরূপ লোক যে এরূপ ভয়ানক ব্যাপারে থাকিতে পারেন, তাহা আমার বিশ্বাস ছিল না, এখনও বিশ্বাস করিতে মন চাহে না।"

শান্তশীল কোন কথা কহেন না দেখিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন, "দেখিতেছি—আপনি আমার কথার অন্য অর্থ করিযা-ছেন; আপনি ভাবিতেছেন—আমি এ খুনে জড়িত বলিয়া আপনাকে এ তদন্ত পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছি—তাহা নহে; আমরা এ খুন সম্বন্ধে কিছুই জানি না।"

"তবে আপনি আমাকে এ খুনের তদন্ত পরিত্যাগ করিবার জন্য এত জেদ্ করিতেছেন কেন?"

"আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলে, আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন?"

"কুমার বাহাদুর, আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি অপরের চাকর। তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া আমাকে একটা কার্য্যভার দিয়াছেন, আমি প্রাণপণে সে কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা পাইব। আমি কোনক্রমেই নিমক-হারাম বা বিশ্বাসঘাতক হইব না।"

কুমার বাহাদুর বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া শান্তশীল আবার উঠিলেন। বলিলেন, "মহারাজের অনুমতি হয় তো এখন যাইতে পারি।"

কুমার বাহাদুর ত্রাস্তে তাঁহার হস্ত ধরিয়া আবার তাঁহাকে বসাইলেন। বলিলেন, "বসুন, আর একটা কথা আছে।"

অগত্যা তিনি আবার বসিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

নূতন রহস্য।

কুমার বাহাদুর কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বলিলেন,—"আপনাকে যে কারণে এ অনুরোধ করিতেছি, তাহা বলিতেছি। হয় তো সকল কথা শুনিলে আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন।"

শান্তশীল বলিলেন, "কুমার বাহাদুর, একথা আমাকে না বলাই ভাল। আমি কোনক্রমেই এ তদন্তের ভার ত্যাগ করিতে পারিব না। আমি এ সম্বন্ধে অনেক সন্ধান পাইয়াছি, সুতরাং আমাকে আপনার কোন কথা বলায় ক্ষতি হইতে পারে।"

কুমার বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি ক্ষতি হইতে পারে—আমার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কি?"

শান্তশীল ভাবিলেন, "কুমার বাহাদুর যদি এ খুনের বিষয় অবগত থাকেন, তবে মনোভাব গোপন করিয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী

ভাব দেখাইবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট আছে। তাঁহার ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া কে বলিবে তিনি ইহার কিছু জানেন, অথচ তাঁহারই বন্ধুর বাড়ীর পার্শ্বে—তাঁহারই গুদামের উপর খুন হইল ; এখনও কাটামুণ্ডু তাঁহারই বাড়ীর উপর রহিয়াছে—মানুষ এত জালও করিতে পারে।"

তিনি কোন কথা কহেন না দেখিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন, "সব কথা আপনাকে বলিলে আমার কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই, তাহা আমি নিশ্চয়ই জানি।"

"কুমার বাহাদুর! কর্ত্তব্যের অনুরোধে যদি আপনার ক্ষতি করিতে হয়, তাহাও আমি করিতে বাধ্য হইব।"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি—আপনার ভ্রম হইয়াছে। আমি আপনাকে এ অনুরোধ করায় আপনি ভাবিয়াছেন—আমি এ খুনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছি, সকল শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন।"

শান্তশীল তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে যাইতেছিলেন, যে যে কারণে তিনি কুমার বাহাদুরকে সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহাও বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু আত্ম-সংযম করিয়া, বলিলেন, "আমার যাহা বলা উচিত, তাহা বলিয়াছি।"

কুমার বাহাদুর তাঁহার কথায় তত মনোনিবেশ না করিয়া বলিলেন, "আপনি কা'ল যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য।"

"যাঁহাকে আপনারা গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, তিনি যথার্থই পাগল নহেন, আপনার আন্দাজই ঠিক, আপনি পুলিসে উন্নতি করিতে পারিবেন।"

"তবে তিনি কে?"

"এটী বলিতে পারিব না। তবে জানিবে—তিনি এদেশের একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এবং আমার বিশেষ বন্ধু।"

"খুনের হাঙ্গামায় তিনি ছিলেন কেন?"

কুমার বাহাদুর বলিতে লাগিলেন, "খুনের বিষয় তিনি কিছুই জানেন না, সকল কথাই বলিতেছি—শুনুন। তবে আমি আপনাকে সকল বিষয় খুলিয়া বলিতে পারিব না। কোন কারণে একটী স্ত্রীলোক খালপারের প'ড়ো বাটীতে যাইবার জন্য ব্যস্ত হন, আমার বন্ধু তাঁহাকে ও অপর আর একটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যান। তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিয়া ঐ বাড়ীর পশ্চাতের গলির ভিতর কোচম্যানকে গাড়ী রাখিতে বলেন। সম্মুখের রাস্তায় এত রাত্রে গাড়ী থাকিলে পাছে কেহ দেখিতে পায় বলিয়া, তাঁহারা পিছনের গলিতে গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করেন। প্রবেশ করিয়াই দেখেন—ঘরের এক কোণে একটা বাতি জ্বলিতেছে, আর মেজেয় একটা মরা মানুষ পড়িয়া আছে। বলিতে কি, সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া স্ত্রীলোক দুটী চীৎকার করিয়া উঠেন। এই সময় আমার বন্ধু আপনাদের সেই দিকে আসিতে দেখিয়া স্ত্রীলোক দুইটীকে পিছনের দরজা দিয়া পলাইতে বলিয়া নিজে দরজায় থাকেন। এরূপ না করিলে স্ত্রীলোক দুইটীও ধরা পড়িতেন। এই খুনের হাঙ্গামার সহিত স্ত্রীলোক দুটীকে জড়িত করিতে এবং তাঁহাদের নাম গোপন করিবার জন্যই আমার বন্ধু এইরূপ করিয়াছিলেন। আপনি পিছন দিক্ হইতে না আসিলে তিনিও পলাইতে পারিতেন। তাহার পর যাহা হইয়াছিল, আপনি সকলই জানেন।"

শান্তশীল বলিলেন, "তাঁহারা অত রাত্রে কেন সেখানে গিয়াছিলেন?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "এ বিষয়টা আপনাকে বলিতে পারিব না, তবে এই পর্য্যন্ত বলি—স্ত্রীলোক দুইটী তাঁহাদের একটী আত্মীয়কে দেখিতে পাইবেন বলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা পরে জানিযাছি—কোন দুষ্ট লোক কু-অভিসন্ধিতে তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। এখন দেখিতেছেন,—আমরা খুনের দাযে পড়িবার ভয়ে, আপনাকে এ তদন্ত ত্যাগ করিতে বলিতেছি না। কোনরূপে আমার বন্ধুর নাম এবং এই দুইটী স্ত্রীলোকের নাম—এই সকল পুলিস হাঙ্গামায় জড়িত হয়, এই ভয়ে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। সম্ভ্রান্তবংশের মানই সব। এখন বোধ হয় বুঝিয়াছেন কেন এ বিষয়ের জন্য আমি আপনাকে এত পীড়াপীড়ি করিতেছি।"

শান্তশীল বলিলেন, "স্ত্রীলোক দুটী কে?"

"আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাছে তাঁহাদের নাম প্রকাশ হয়, এইজন্যই আপনাকে এত অনুরোধ করিতেছি।"

"আপনি কি শুনিয়াছেন যে, সেই বাড়ীতে সেই রাত্রে এক ছড়া অনেক দামী কণ্ঠহার পাওয়া গিয়াছে?"

"না, শুনি নাই।"

যে দুইটী স্ত্রীলোক সেই রাত্রে গড়পারের প'ড়ো বাড়ীতে গিয়াছিলেন, এ হার তাঁহাদের কাহারও নিশ্চয়। তাঁহাদের কি কণ্ঠহার সে রাত্রে হারায় নাই?"

"না।"

"আপনি হয় তো জানেন না, আপনাকে হয় তো তাঁহারা বলেন নাই।"

"তা কখনই হইতে পারে না। হারাইলে আমি নিশ্চয়ই জানিতাম।"

শান্তশীল কুমারের কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এত দামী কণ্ঠহার হারাইয়াছে, স্ত্রীলোক দুটী তাঁহার আত্মীয়া, সুতরাং হার হারাইবার কথা তিনি জানেন,—গোপন করিতেছেন।

শান্তশীল বলিলেন, "এত দামী হার হারাইয়া গেল, আর তাঁহারা আপনাকে বলিলেন না; কোন জিনিস হারাইয়া গেলে স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই গোপন করেন না।"

কুমার বাহাদুর একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "তাহা কখনও হইতে পারে না।"

"স্ত্রীলোক দুইটী কি আপনার আত্মীয়া?"

"না।"

"যাঁহার গলায় এত দামী কণ্ঠহার থাকিতে পারে, তিনি কোন ধনীর মহিলা, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"তাঁহাদের কণ্ঠহার হইলে আমি জানিতে পারিতাম। অন্য কেহ ফেলিয়া থাকিবে।"

"এত দামী কণ্ঠহার যাঁহাদের গলায় থাকে, সেরূপ স্ত্রীলোক গড়পারের প'ড়ো বাড়ীতে প্রায়ই যান না। ইহারাই দুজনে গিয়াছিলেন। তাড়াতাড়িতে চলিয়া আসিবার সময় দরজার পেরেকে সেই কণ্ঠহার লাগিয়া ছিঁড়িয়া যায়, কণ্ঠহার যে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা তখন নিশ্চয়ই জানিতে পারেন নাই। যিনি

এত দামী হার হারাইতে পারেন, তাঁহার নিশ্চয়ই আরও অনেক গহনা আছে—সে দিন যে তিনি এই হার পরিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে নাই, হয় তো কণ্ঠহার যে হারাইয়াছে, তাহাও তাঁহার এখনও খেয়ালেই আসে নাই।"

শান্তশীলের কথায় কুমার বাহাদুর একটু অন্যমনস্ক হইলেন, একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন, "না, তা হ'তে পারে না।"

দশম পরিচ্ছেদ।

ভাব বৈলক্ষণ্য।

পূর্ব্বে শান্তশীল প্রস্থান করিবার জন্য যেমন ব্যস্ত হইয়াছিলেন, এখন কুমার বাহাদুরের নিকট আরও কিছু সন্ধান পাইবার জন্য তেমনই ব্যগ্র হইলেন। সেই কণ্ঠহারে ইন্দুর মাদুলী, সংলগ্ন ছিল, সুতরাং সম্ভবত ইন্দুর গলাতেই সেই হার ছিল। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন—ইন্দু কোন রাজার রক্ষিতারূপে আছে, তবে কি সে কুমার বাহাদুরের নিকট আছে? অথবা কুমার বাহাদুরের বন্ধুর নিকট আছে; সেই বন্ধুর সহিত গড়পারের বাড়ীতে গিয়াছিল। তাহার সঙ্গের স্ত্রীলোকটী কে? স্নেহ নহে তো। স্নেহ ইন্দুর নিকট আসিবে কিরূপে? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। এইরূপ নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল।"

তিনি কথা কহেন না দেখিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন, "এখন সকল তো শুনিলেন,—এখন আমার অনুরোধ রাখিবেন না কি?"

শান্তশীল ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, এটুকু অনুগ্রহ করিতে পারেন তো। স্ত্রীলোক দুইটির কথা এ খুনের মকর্দ্দমার সময়ে উত্থাপন করিবেন না। আমি

আপনাকে সত্য কথাই বলিয়াছি, ইহার এক বিন্দুও মিথ্যা নহে। যথার্থই তাঁহারা গিয়া কেবল লাসটী দেখিতে পান, তাঁহারা আর কিছুই জানেন না। নিশ্চয়ই প'ড়ো বাড়ী দেখিয়া অপর কেহ সেখানে লাসটা ফেলিয়া গিয়াছিল।"

শান্তশীল বলিলেন, "আমারও তাহাই বিশ্বাস। এই পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করিতে পারি যে, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে ইহাঁদের কথা উত্থাপন করিব না। সেজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব, কিন্তু আমারও একটী অনুরোধ আছে।"

কুমার বাহাদুর সোৎসাহে বলিলেন, "বলুন।"

শান্তশীল ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই দুটী স্ত্রীলোক কে আমাকে বলিতে হইবে।"

কুমার বাহাদুর কোচে ঠেসান দিয়া বসিলেন। একটু পরে বলিলেন, "আপনাকে তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—আপনার খুনের তদন্তের সহিত, ইহাঁদের কোন সম্বন্ধ নাই,—এ বিষয়ে আমাকে মাপ করুন।"

শান্তশীল অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "খুনের সহিত ইহাঁদের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা আমি জানি।"

"তবে কেন ইহাঁদের বিষয় জানিতে চাহিতেছেন? সম্ভ্রান্ত ঘরের কথা যাহাতে প্রকাশ না হয়, তাহা করা কি আপনার উচিত নহে?"

"খুনের জন্য তাঁহারা কে, জানিতে চাহি না। খুন ছাড়াও আমার ইহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আপনাকে সত্য কথা বলিতে কি,—আমি এই খুনের তদন্তের ভার বিশেষ কোন কারণে চেষ্টা করিয়াই লইয়াছি।"

"কেন—শুনিতে পাই কি?"

শান্তশীল বলিলেন, "আমিই সেই কণ্ঠহারটী কুড়াইয়া পাই,—ঐ হারে একটী মাতুলি সংযুক্ত আছে, ঐ মাতুলিটী আমার একটী আত্মীয়ার গলায় ছিল। সত্য কথা বলিতে কি এই আত্মীয়া ও অপর একজনকে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ হইবে বলিয়াই, আমি ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টে—এমন কি জমাদার হইয়া প্রবেশ করিয়াছি, নতুবা সীতানাথ বাবুর আফিসে আমার ভাল কাজ ছিল, এতদিনে আরও ভাল হইত। কণ্ঠহারটী কার, সেটী আমারই আত্মীয়ার গলায় ছিল কি না, ইহা সন্ধানের জন্যই আমি বিশেষ চেষ্টায় এই খুনের তদন্তের ভার লইয়াছি,—আপনি আমাকে সকল কথা না বলিলে, আমিও এ কথার উত্থাপন করিতাম না। এখন এ অবস্থায় আপনি কি আমার এ অনুরোধ রক্ষা করিবেন না।"

শান্তশীল যতক্ষণ কথা কহিতেছিলেন, কুমার বাহাদুর এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিলেন। সহসা তিনি নীরব হইলে, কুমার বাহাদুর চমকিত হইয়া বলিলেন, "কি অনুরোধ রক্ষা করিব, বলুন?"

শান্তশীল আবার বিমর্ষভাবে বলিলেন, "আমি ইহাদের জন্য সর্ব্বদা বড় উদ্বিগ্ন আছি, ইহারা প্রায় এক বৎসরের অধিক হইল, নিরুদ্দেশ হইযাছে, কোন সংবাদ পাই নাই, তবে শুনিয়াছি একজন বংশে কালি দিয়া কুলটা হইয়াছে, কোন কুচরিত্র রাজার রক্ষিতা হইয়া আছে, তাহার সন্ধান লইবার, তাহার মুখ দেখিবার আর ইচ্ছা নাই, তবে সে অপরের কোন সন্ধান রাখে কি না—তাহাই জানিবার জন্য তাহার সহিত একবার দেখা করিতে চাহি

এ কণ্ঠহারে তাহারই মাদুলি দেখিলাম, সেই জন্য জানিতে ইচ্ছা করি—যে স্ত্রীলোক দুইটী গড়পারের বাড়ীতে গিয়াছিল তাঁহাদের কাহারও গলায় এই কণ্ঠহার ছিল কি না।"

"আপনাকে তো বলিয়াছি, থাকিলে আমি নিশ্চয়ই জানিতাম।"

"আপনাকে তাঁহারা না বলিতেও পারেন, একবার অনুসন্ধান করিবেন?"

"নিশ্চয় করিব।" এই বলিয়া কুমার বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি স্পষ্টতই শান্তশীলকে বিদায় করিতে চাহেন। কিন্তু শান্তশীল উঠিলেন না। দেখিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আমার একটু বিশেষ কাজ এখন আছে, ক্ষমা করিবেন। অনুগ্রহ করিয়া কাল আসিবেন না কি?"

শান্তশীল অগত্যা উঠিলেন। বলিলেন, "আর একটা কথা—আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করিব না। ইহাঁরা আপনার কে হন, জানিতে পারি কি?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করিবেন।"

শান্তশীল তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাঁরা কি ভদ্র মহিলা?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আমাকে এ বিষয়ে মাপ করিবেন। অনুগ্রহ করিয়া কাল আসিবেন, এখন আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।"

বলিয়া কুমার বাহাদুর হাত বাড়াইলেন। অগত্যা শান্তশীল তাঁহার হস্ত গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "আপনি না বলিলেও আমি জানিতে পারিব। যখন এত সন্ধান পাইয়াছি, তখন আমার নিকট এ সন্ধান গোপন রহিবে না। বলিলে হয়তো আপনার

অনুরোধ রক্ষা করিতাম, আপনার পক্ষেও ভাল হইত, কারণ আপনার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ? কিসের প্রমাণ?"

শান্তশীল গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "খুনের প্রমাণ।"

কুমার বাহাদুর বিস্মিত ও ভীতিব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "খুনের প্রমাণ—আমি খুন করিয়াছি?"

শান্তশীল তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "দোষীর দোষ চাপিয়া রাখা বড়ই কঠিন। এতক্ষণ ভাব বেশ গোপন রাখিয়াছিলেন,—আর পারিলেন না। আরও দেখা যাক।" বলিলেন, "হা খুনের প্রমাণ, আপনার সম্মুখে না হক, আপনার স্বহস্তে না হক, আপনার হুকুমে বা জ্ঞাতসারে একটী স্ত্রীলোক খুন হইয়াছে, তাহার কাটামুণ্ড এখনও আপনারই হেপাজদে আছে, এ দুই খুন ব্যাপারেই আপনি সংশ্লিষ্ট আছেন। এ সকল প্রমাণ সংগ্রহ না করিয়া আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য সীতানাথ বাবুর নিকট হইতে পত্র লই নাই। স্ত্রীলোক দুইটীও নিশ্চয়ই আপনাদের এই কীর্ত্তিতে আছেন, শীঘ্রই সকল জানিতে পারিব।"

কুমার বাহাদুর ধীরে ধীরে কোচে বসিয়া পড়িলেন, কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "বসুন।"

শান্তশীল আবার বসিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রহস্য যবনিকা—দুর্ভেদ্য।

কুমার বাহাদুর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, বোধ হয় আত্মসংযম করিয়া লইলেন; নিজ দুর্ব্বলতার জন্য বোধ হয় লজ্জিত হইলেন। একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনি ভাবিবেন না যে আমার উপর খুনের দাবী দেওয়ায় আমি ভীত হইয়া চঞ্চল হইয়া ছিলাম, তাহা নহে। হঠাৎ এই অদ্ভুত কথা আপনি বলায় আমি নিতান্তই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। এখন শুনিতে পাই কি, আপনি আমার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ পাইয়াছেন?"

কুমার বাহাদুরের বিদ্রূপে শান্তশীল বুঝিলেন যে নিজ মনের আবেগে এই সকল কথা বলিয়া ফেলিয়া তিনি নিতান্তই অন্যায় করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে কুমার বাহাদুর যে খুনের ব্যাপার লিপ্ত আছেন, ইহার কোন প্রমাণই পান নাই, ইহা কেবল তাঁহার অনুমানমাত্র। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এরূপভাবে আক্রমণ করা নিতান্তই অর্ব্বাচিনের ন্যায় কার্য্য হইয়াছে। এবং পুলিশের কাজেও যে ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পাবে, তাহাও তিনি বুঝিলেন। হৃদয়ের দুর্ব্বলতার জন্য তিনি নিতান্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেন। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় নাই। তিনি কুমার বাহাদুরকে কি উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

কাটমুণ্ডু সম্বন্ধীয় কোন কথাই তিনি বলিতে পারেন না।

কোনরূপে এ কথা প্রকাশ হইলে হয়তো তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বৃথা হইবে। নিশ্চয়ই তাহারা মুণ্ডু ও নোট উভয়ই সরাইয়া ফেলিবে। তিনি চুরি ও খুন সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারিবেন না। তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন, কুমার বাহাদুরের প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না।

কুমার বাহাদুর সপরিহাসে বলিলেন, "একটা গুরুতর অপবাদ দিলেন, এ সম্বন্ধে আপনি কি প্রমাণ পাইয়াছেন, শুনিতে পাই না কি?"

এবার শান্তশীল উত্তর করিলেন, "কুমাব বাহাদুর আপনি জানেন, আমি সরকারি চাকর। প্রমাণের কথা বা অনুসন্ধানের ফল আমাদের কাহাকেই বলিবার প্রথা নাই—"

কুমার বাহাদুর একটু হাসিয়া বলিলেন, "যখন প্রমাণের কথা বলিলেন না, তখন এরূপভাবে গুরুতর দাবী দেওয়া কি উচিত? এটা কি ভদ্রতা বলিয়া আপনার বিবেচনা হয়?"

কুমার বাহাদুরের গম্ভীবভাবে, সৌম্য প্রকৃতিতে শান্তশীল প্রকৃতই তাঁহার নিকট হারিলেন। নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। বলিলেন, "হঠাৎ মনের আবেগে যাহা বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহার জন্য বিশেষ লজ্জিত হইয়াছি—আমাকে ক্ষমা করুন। আমি পুলিশের এখনও উপযুক্ত হইতে পারি নাই।"

কুমার বাহাদুর হাসিলেন। বলিলেন, "অন্য লোক হইলে, হয় ত আপনার উপর রাগ করিত। আমি রাগ করি নাই, বরং আপনার ভ্রম দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। পূর্ব্বে আপনাকে বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল।"

শান্তশীল আরও লজ্জিত হইলেন। বলিলেন, "আমি নিতান্তই

অন্যায় করিয়াছি—আমাকে ক্ষমা করুন। প্রকৃতই আপনার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই—এ কেবল আমার সন্দেহ। নিশ্চয়ই আমার ভুল হইয়াছে। বলিবার উপায় থাকিলে, সকল কথা আমি আপনাকে খুলিয়া বলিতাম।"

কুমার বাহাদুর হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছেন সংসারে অনেক বিষয় আছে বলা যায় না। এই আপনি বলিতে পারিতেছেন না। আপনি স্ত্রীলোক দুইটীর কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বলিবার উপায় থাকিলে আমি নিশ্চয়ই আপনাকে বলিতাম। আপনি আমাব উপর বৃথা রাগ করিতেছিলেন।"

কুমার বাহাদুরের যুক্তিতে শান্তশীলের তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হইল, তিনি এরূপ লোকের উপর সন্দেহ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে মনে লজ্জিত হইলেন। ভাবিলেন, দুই দিনের মধ্যে এই কাটামুণ্ড সম্বন্ধীয় রহস্য উদ্ভেদ করিয়া তিনি সকল কথাই কুমার বাহাদুরকে খুলিয়া বলিলেন, এবং তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিবেন। বলিলেন, "আমাকে দুইদিনের জন্য ক্ষমা করুন, আমি স্বয়ং আসিয়া আপনাকে সকল বলিব, হয়তো আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিব। আপনার উপর বৃথা সন্দেহ করিয়াছিলাম বলিয়া আমি বিশেষ লজ্জিত হইয়াছি।"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "আমি আপনার কথায় ভীত হই নাই, কেন হইব। দোষী হইলেও আমার সহজে ভীত হইবার কাবণ নাই, আমার অর্থবল আছে, লোক বল আছে, দুই একটা খুন করিলে আমার কেহ কিছু করিতে পারিবে না, তবে আমার কথা বিশ্বাস করুন, এ খুনের আমরা কিছুই জানি না।"

শান্তশীল বলিলেন, আমার এখন বিশ্বাস হইয়াছে। আপনার

মত লোক কখনও এ কাজ করিতে পারেন না। আমি দুইদিন পরে আসিয়া সকল কথা আপনাকে বলিব, কেন আজ বলিতে পারিতেছি না তাহাও বলিব, তখন আপনি আমার উপর বিরক্ত হইবেন না।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আমিও প্রতিশ্রুত হইলাম দুদিন পরে এই স্ত্রীলোকদিগের পরিচয় আপনাকে দিব। কেন আজ বলিতে পারিতেছি না, তাহাও বলিব। তখন আপনিও আমার উপর বিরক্ত হইবেন না।"

তাঁহারই কথা পুনরাবৃত্তি করায় শান্তশীল নিতান্ত [illegible]-লেন, বলিলেন, "আপনি আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে[illegible]

কুমার বাহাদুর বাধা দিয়া বলিলেন, "না,—না, [illegible] আপনাকে বিদ্রূপ করিতেছি না—আপনার বন্ধুত্ব, [illegible] বাসা লাভের জন্য আমি ব্যগ্র, আশা করি, আমাদের উভয়ে যে একটু তর্ক বিতর্ক হইল, তাহা আপনি ভুলিয়া যাইবেন।"

শান্তশীল বলিলেন, "আপনি বড় লোক, আপনি যে আমার প্রতি এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" বলিয়া তিনি উঠিলেন। কুমার বাহাদুরও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আবার কবে আসিবেন?"

"দুইদিন পরে নিশ্চয়ই আসিব। সেইদিন আপনাকে সকল বিষয় হয়তো খুলিয়া বলিতে পারিব।"

"নিশ্চয় আসিবেন। আমি আপনার প্রতিক্ষা করিব। সেই দিন আমিও আপনাকে সকল কথা বলিব।"

কুমার বাহাদুর দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। রাজপথে আসিয়া শান্তশীল যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি

কুমার বাহাদুরের সম্মুখে যেন কেমন একরূপ হইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার নিশ্চয় ভুল হইয়াছে, এমন লোক কখনও বদমাইসের দলে মিলিতে পারে না। আমি বৃথা সন্দেহ করিয়াছিলাম।" তৎপরে ভাবিলেন, "নিশ্চয়ই ইন্দু সে রাত্রে গড়পারের বাড়ীতে গিয়াছিল, সে কি কুমার বাহাদুরের আশ্রয়ে আছে, স্নেহকেও কি সে——না——না-সে ছেলে মানুষ, এ কথা মনে আনাও পাপ, আমি নিতান্তই মহাপাপী তাই এইরূপ মনে করিতেছি। যাহা হউক,—দুই দিন পরে কুমার [illegible]র সব বলিবেন বলিয়াছেন। দুই দিন পরে আমিও [illegible]কে খুনের ব্যাপার সম্বন্ধে সকল বলিব বলিয়াছি। এই দুই [illegible] মধ্যে আমাকে এ সম্বন্ধে একটা কিছু স্থির করিতেই [illegible] দেরি করিলে হয়তো কাটামুণ্ড ও নোট—দুই-ই তাহারা [illegible] ফেলিবে। হরিমতী আমাকে কি আর পত্র লিখিবে? তাহার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শান্তশীল নিজ বাসায় ফিরিলেন। দেখিলেন, মওলাবক্স তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যম।

মণ্ডলাবক্স বলিল, "তোমার যে আর দেখা প

কেবলই খুনের তদন্ত নাকি ?"

শান্তশীল বলিলেন, "কতকটা বটে ?"

"জান্‌টা খোয়াবে দেখ্‌চি।"

"না,—শিগ্‌গির মর্‌চি নে।"

"তারপর কতদূর কি কর্‌লে শুনি না। সে দিন রাত্রে তো কর্ম্মভোগ যথেষ্ট হয়েছে, ব্যাপারটী কি বল দেখি ?"

শান্তশীল তাঁহাকে সংক্ষেপে সে রাত্রে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, সমস্ত বলিলেন—শুনিয়া মণ্ডলাবক্স নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বল কি হে ?"

শান্তশীল বলিলেন, "আর বল কিহে, আমি যথার্থই কাটামুণ্ডু দেখিয়াছি, এ যে সেই স্ত্রীলোকের মুণ্ড তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

"তার উপর চুরির নোট গুলোও সেখানে রেখেছে।—

তোমার বিবি সাহেব দেখ্‌চি তোমায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট না করে ছাড়বে না।"

"ঠাট্টা নয়।"

"ঠাট্টা কচ্চি নে, তবে তুমি, বাপু একটী বোকার মত কাজ করেছ।"

"কি ?"

"কি ? তাও কি আবাব বল্‌তে হবে। অনেকদিন পুলিশে না থাকলে এ জ্ঞান হয় না।"

"কি বলুন।"

"কি বলুন ? সব কাজ পণ্ড করেছ। এতক্ষণ সে আর কি সেখানে আছে ? বেটারা নিশ্চয়ই জান্‌তে ছে যে, তুমি সেই ঘরে গিয়েছিলে, আর কি তা সেখানে রেখেছে ?"

"আমারও তাই মনে হ'চ্চে,—কিন্তু কি ক'র্‌ব, গোল ক'র্‌লে হয়তো তারা স'রে প'ড়্‌তো, আর ধরা যেতো না। আর হরিমতীও গোল কর্‌তে বারণ করেছিল।"

মণ্ডলাবক্স নিতান্ত বিরক্ত স্বরে বলিল, "রেখে দাও তোমার হরিমতী,—এমন মামলাটাও ফাঁসিয়ে দেয় ?"

শান্তশীল বলিলেন, "হয়তো তারা আমার কথা জান্‌তে পারে নি।"

মণ্ডলাবক্স রুষ্ট হইয়াছিল, কোন কথা কহিল না। শান্তশীল বলিলেন, "স্থির করিয়াছি আজ থেকে ঐ ঘরটার পাহারায় থাক্‌ব।"

মণ্ডলাবক্স তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন করে—

তা হ'লে তো আরা জান্তে পারবে। তোমার জন্যে কি ব'সে থাক্বে;—সবে প'ড়্বে।"

শান্তশীল বলিলেন, "ঐ চিলেঘরের দরজার সুমুখে সুমুখে গলির ওপারে একটা তেতালা বাড়ী আছে। ঐ বাড়ীর ছাদে থাকিলে চিলেঘরের দরজাটা ঠিক নজরে পড়ে। ঐ বাড়ীর ছাদে পাহারায় থাকিব মনে করিয়াছি। আগে থাকিতে গোল করলে তাহাদের ধরা যাইবে না, সরে পড়িবে। এই ছাদের উপর পাহারায় থাকিলে কে ঐ ঘরে আসে তা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব।"

"যদি তা'রা সে সব সরিয়ে ফেলে থাকে? তা [illegible] ঘরে কি ক'র্তে আসবে?"

"বিশেষ কোন মতলবে কাটামুণ্ড বোতলে বা[illegible] রাখিত না।"

"তিন চার দিন পাহারায় থাকিলেই জানিতে পারা যাইবে, তখন অন্য চেষ্টা দেখা যাবে।"

"সে বাড়ীটা কার?"

"একটী ভদ্রলোকের, কমিশনার সাহেব বলিলে নিশ্চয়ই তিনি কয়েকদিন তাঁর বাড়ীর ছাদে পাহারায় থাকিতে দেবেন।"

"কমিশনার সাহেবকে সব কথা বল্বে?"

"হাঁ,—না বলে উপায় কি?"

"এ সব আমি ভাল বুজ্‌চি না। মামলাটা একদম খারাপ হয়ে গেল।"

শান্তশীল সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "আপনাকে আমার সঙ্গে থাকিতে হবে। একজনের পক্ষে সমস্ত রাত্রি জাগ

সম্ভব নহে। অর্দ্ধেক রাত আপনি পাহারায় থাকিবেন, অর্দ্ধেক রাত আমি থাকিব।"

"আর দিনের বেলায় যদি কাজ সারে।"

"তা পারবে না। আমি খবর নিয়ে জেনেছি যে গুদামটার ছাদে যাবার সিঁড়ী আগে ছিল বটে, কিন্তু পাটের গুদাম হওয়া পর্য্যন্ত সিঁড়ীটা ভেঙ্গে ফেলা হইয়াছে। এখন উহার ছাদে যাবার কোন উপায় নাই, তারপর চারদিকে দুতালা তিনতালা অনেক বাড়ী আছে, দিনের বেলায় এ চিলেঘরে আসিতে সাহস [illegible]বে না।"

"সেটা ঠিক,—তবে আবারও এ বুড়োকে কিছু ভোগাবে। [illegible] উপর কেমন মায়া জন্মে গেছে, তোর কথা না শুনে পারি [illegible] তোর প্রোমসন হ'লে আমার প্রাণটায় বড় আনন্দ হবে।"

"আমার প্রোমসন হয়তো আপনারও হবে।"

"আমার প্রোমসন? আমার প্রোমসন হ'লে তিনদিনে ডিস্‌মিস্ হয়ে যাব।"

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, "কেন?"

মওলাবক্স গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"যে তিরিশ বৎসর জমাদারী ক'চ্চে, সে আর কিছুই ক'রতে পারে না।"

শান্তশীল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভয় কি আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।"

তখন প্রায় বেলা চারিটা বাজে, শান্তশীল বলিলেন, "আর দেরি করা উচিত নয়, চলুন আফিসে যাই। সন্ধ্যা থেকেই পাহারায় থাকিতে হবে।"

উভয়ে কালবিলম্ব না করিয়া আফিসে আসিলেন, শান্তশীল

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলিলেন। তাঁহার উপর সাহেবের বিশ্বাস ছিল, নতুবা অন্য কেহ হইলে, হয়তো তিনি একথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন।

সকল কথা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, "এরূপ কাজ আমি আমার দায়িত্বে করিতে পারি না, কমিশনার সাহেবের কাছে চল।"

শান্তশীল কমিশনার সাহেবের সম্মুখে নীত হইলেন। তিনি সেলাম দিয়া দাঁড়াইলে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বড় সাহেবকে আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলিলেন। শান্তশীল মুণ্ডু ও চোরাই নোট এখনই হস্তগত করিতে চাহিতেছেন না কেন, তাহাও বলি[illegible]

সাহেব সকল শুনিয়া বলিলেন, "সে কথা ঠিক। এ[illegible] করিলে, তাহারা সরিয়া পড়িবে।"

শান্তশীলের প্রস্তাবে সাহেব সম্মত হইলেন। য[illegible] সেই ত্রিতল বাড়ীর মালিককে যেন কমিশনার সাহেবের নিকট লইয়া আসা হয়। শঙ্কর হালদারের গলির থানার ইনেস্পেক্টরকে সেই মর্ম্মে টেলিফোঁ করিতে বলিলেন।

বড় সাহেব শান্তশীলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যাও আফিসে অপেক্ষা কর।"

শান্তশীল সেলাম করিয়া বাহিরে আসলেন। মণ্ডলারক্ষ নিকটে আসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'লো?"

"হুকুম হয়েছে।"

প্রায় তাঁহাদের পুলিশ আফিসে দুই ঘণ্টা বিলম্ব করিতে হইল, সন্ধ্যা হইয়া গেল। এই সময় ইনস্পেক্টর একটী ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া আনিয়া, বড় সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন।

তিনি সওদাগারি আফিসে বককিপারের কাজ করিতেন, বয়স

হইয়াছে, বেশ দুপয়সা রোজগারও করিয়াছেন। সাহেব তাঁহাকে মহা সমাদরে চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "আপনাকে আমাদের একটা অনুগ্রহ করিতে হইবে।"

তিনি নিতান্ত কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "আজ্ঞা করুন।

"সরকারি কোন বিশেষ কাজের জন্য আপনার বাড়ীর ছাদে আমাদের লোক তিন চার দিন থাকিবে, এটা আপনাকে অনুমতি দিতে হইবে। তাহারা ছাদে গেলে আপনি ছাদের সিঁড়ীর দরজায় চাবি দিয়া দিবেন, প্রাতে চাবি খুলিয়া দিলে—তাহারা চলিয়া আসিবে।"

"নিশ্চয়ই দিব। সরকারি কাজের জন্য আমি দিতে বাধ্য।"

"বিষয়টা গুরুতর ও গোপনীয়। এখন আপনাকে কিছু বলিতে পারিতেছি না। আপনার কোন বিষয়ের সহিত ইহা কোনরূপে স্পৃষ্ট নহে—সময়ে আপনি সকলই জানিতে পারিবেন। আপনার এ কার্য্য গভর্ণমেণ্ট ভুলিবেন না।

"আপনাদের অনুগ্রহ থাকিলেই যথেষ্ট।"

"পুলিশের লোক যে আপনার ছাদে আছে, এ কথা যেন আপনার বাড়ীর কোন লোকও জানিতে না পারে। আপনাকে অনুরোধ করা বাহুল্য—নিশ্চয়ই এ কথা কোনরূপে প্রকাশ পাইবে না।"

"আপনার আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব।"

সাহেব তখন শান্তশীলকে ডাকিলেন। বলিলেন, "এই লোক আপনার ওখানে যাইবে।" তাহার পর শান্তশীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কাহাকেও সঙ্গে লইতে চাও?"

সেলাম দিয়া বলিলেন, "মওলাবক্স জমাদারকে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—*—

বিস্ময়কর ব্যাপার।

শান্তশীল ও মওলাবক্স সত্বর গৃহের দিকে চলিলেন। [illegible] উভয়েই আহারাদি করিয়া শঙ্কর হালদারের গলিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

শান্তশীল কোন খানে যাইতে হইলে তাঁহার চিরসঙ্গী দিয়াসলাই, বাতি, ছুরি ও রিভলবার লইতে ভুলিতেন না। এবারে অধিকন্তু দূরের জিনিস দেখিবার জন্য একটী অপেরা গ্লাস লইলেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই তাঁহারা উভয়ে শঙ্কর হালদারের গলির সেই ত্রিতল বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেই ভদ্র-লোকটী দ্বারে তাঁহাদের প্রতিক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কোন কথা না বলিয়া তাঁহাদিগকে ছাদের উপর লইয়া গেলেন।

উপরে আসিয়া শান্তশীল বলিলেন, "আর আপনাকে আমাদের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না, আমরা এখন নিজেদের বন্দোবস্ত করিয়া লইব—আপনি সিঁড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া যান।"

তিনি বলিলেন, "আপনাদের আহারাদির——?"

মওলাবক্স বলিলেন, "সে আমরা সেরে এসেছি।"

অগত্যা তিনি আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তখন শান্তশীল সঙ্গে যে কম্বল আনিয়া ছিলেন, তাহা ছাদের এক পার্শ্বে বিছাইলেন। তৎপরে সেই চিলেঘর ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মওলাবক্সকেও দেখাইলেন।

এই ত্রিতল বাটীর ছাদ হইতে চিলেঘর প্রায় তিন চারি হস্ত দূরে অবস্থিত, ইহার দ্বারের সম্মুখেই বিস্তৃত ছাদ,—পার্শ্বে যে বাড়ীতে পূর্ণিয়ার জমিদার আছেন, সেই বাড়ী। গুদাম বাড়ীর ঠিক গা দিয়া উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ বাড়ীর কোন জানালা দরজা সে দিকে নাই, অন্ততঃ তাঁহারা বিশেষ করিয়া [illegible] কোন জানালা দরজা দেখিতে পাইলেন না। তবে অন্ধকার হইয়াছিল, তাঁহারা যেখানে ছিলেন—সেখান হইতে ভাল কিছু দেখা যায় না। তাঁহারা দেখিলেন চিলেঘরের দ্বার বন্ধ। দ্বারে পূর্ব্বের ন্যায় কুলুপ দেওয়া আছে কি না তাহা ঠিক দেখিতে পাইলেন না। তবে ইহাও দেখিলেন, মই না লাগাইলে কোন দিক হইতে এ ছাদে বা এ চিলেঘরে আসিবার কোন উপায় নাই।

শান্তশীল বলিলেন, "এটা স্থির,—হরিমতীই হউক বা আর যেই হউক, নিশ্চয়ই কেহ কুলুপ খুলিয়া ঐ চিলেঘরে গিয়া দড়ির সিঁড়ী নামাইয়া দিয়াছিল এবং আবার তাহা টানিয়া তুলিয়া লইয়াছিল। সে কেমন করিয়া এ ছাদে গেল তাহাই বিবেচ্য।"

শান্তশীল নিজ মনেই এইরূপ বলিতেছিলেন। তিনি ঠিক মওলাবক্সকে বলিবার জন্য এ কথা বলিলেন না। কিন্তু মওলাবক্স বলিলেন, "ভায়া, যদি তোমার কাটামুণ্ডু ঐ ঘরে থাকে, তবে

আজই হউক আর কালই হউক, কেউ না কেউ ওখানে আসবে। তখনই বিশ্বে টের পাওয়া যাবে। ঐ বাড়ীর ছাদ থেকে একখানা মই নামিয়ে আনা শক্ত নয়।"

শান্তশীল বলিলেন, "তাই সম্ভব। আমি যে রকম দেখে ছিলাম, তাতে বোধ হয় কেউ রোজ এসে ঘরটা ঝাঁট দেয়।"

"সব বিশ্বেই জানা যাবে।'

"শেষের রাত্রে জাগাতে আপনার কষ্ট হবে। আপনি এখন পাহারায় থাকুন, আমি পরে জাগিব। ঠিক দশটার সময় আমায় জাগিয়ে দেবেন।"

"বেশ,—তাই হ'বে। তুমি শুয়ে প'ড়ো।"

"এই অপেরা গেলাসটা রাখুন, যদি কেউ আসে, তবে নিশ্চয়ই আলো জাল্‌বে, তখন এই অপেরা গেলাস দিয়ে বেশ স্পষ্ট দেখা যাবে।"

"তোমার বুদ্ধি আছে" বলিয়া মণ্ডলাবক্স অপেরা গেলাস চখে লাগাইয়া দেখিতে লাগিলেন, বলিলেন, "কিছুই ভাল দেখা যায় না, তবে ঘরটা ঠিক চোকের উপর এসেছে।"

"তা হলেই হবে," বলিয়া শান্তশীল আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিলেন।

শয়নমাত্র—ঘুম হইল না, নানা চিন্তা তাঁহার মনে একের পর আর একটী আসিয়া উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু পাছে উঠিলে, মণ্ডলাবক্স অসন্তুষ্ট হন বলিয়া, তিনি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

মণ্ডলাবক্স পদচারণ করিতেছিলেন, ক্রমে মৃদু গুন গুন স্বরে গান ধরিলেন। পরে গান বন্ধ করিয়া পুলিশের চতুর্দ্দশ পুরুষের সমাদর করিতে লাগিলেন। তৎপরে শান্তশীলের মস্তক যে

একেবারে জাহান্নমে গিয়াছে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি বিশেষ দুঃখিত হইলেন মত মৃদু স্বরে আপন মনে তিনি এই সকল কথা বলিয়া সময় কাটাইতেছিলেন। শান্তশীল মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকিয়া এই সকল শুনিতেছিলেন। তিনি নিতান্ত কষ্টে হাস্যসম্বরণ করিয়া রহিলেন। ঘুম হয় না, অথচ এরূপে পড়িয়া থাকাও কষ্টকর। দশটা বাজিতে না বাজিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, 'এইবার আপনি শুন,—আমি পাহারায় থাকিব।"

মণ্ডলাবক্স কোন কথা না বলিয়া শুইয়া পড়িলেন, পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতে তাহার নাসিকাধ্বনি শ্রুত হইল। শান্তশীল মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "এই লোকটাই যথার্থ সুখী।"

ধীরে ধীরে কলিকাতার কোলাহল বিলীন হইতেছিল। এগারটা বাজিল, ক্রমে বারটা হইল, আর কোন দিকে কোন শব্দ নাই, কেবল দূরে দূরে কখনও পাহারাওয়ালার চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। রাত্রি যেন ঝম্ ঝম্ করিতেছিল। এরূপ স্থানে এরূপ অবস্থায় একাকী এই গভীর রাত্রে পাহারায় থাকায় শান্তশীলের মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তাঁহার জীবনের সকল কথা একে একে মনে পড়িল।

সেই ক্ষুদ্র পল্লিতে ক্ষুদ্র কুটিরে বাস, সেই ইন্দুকে সেই স্নেহে যত্নে লেখাপড়া শিখান,—তারপর কলিকাতায় সেই প্রথম দিন, আর আজ এই অবস্থা,—তাঁহার হৃদয় যেন কি এক ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সহসা তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষুর উপর একটা আলো পড়িল। চারিদিকে অন্ধকার, আলোটা কোথা

হইতে আসিতেছে তাহা তিনি প্রথমে স্থির করিতে পারিলেন না। ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন, আলোটা চিলেঘরের দিক হইতেই আসিতেছে।

তখন তিনি চক্ষুতে অপেরা গেলাস লাগাইলেন। সমস্ত চিলে ঘরটী তাঁহার চক্ষুর উপর আসিয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন, গৃহের দ্বার খোলা রহিয়াছে, গৃহের মধ্যে একটা আলো হস্তে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই লোকটা ফিরিল,—অমনি সেই আল-মারিটী তাঁহার চক্ষুতে পতিত হইল তিনি দেখিলেন [illegible] দ্বার খোলা—আর সেই ছিন্ন মুণ্ড। অপেরা গেলাসে মুণ্ড [illegible] এত নিকটস্থ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, যে তিনি [illegible] অপেরা গেলাসটী চক্ষু হইতে সরাইয়া লইলেন। তাঁহার [illegible] স্পন্দিত হইল, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদাক্ত হইল।

"আমি কি পাগল" বলিয়া তিনি আত্মসংযম করিলেন। আবার অপেরা গেলাসটী চক্ষে লাগাইলেন। আবার সেই ছিন্ন মুণ্ড সেই-রূপ বিকট বিস্তারিত নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

তিনি মুখ ফিরাইয়া তখন গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তিকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তিনি হরি-রামকে দেখিতে পাইবেন, কিন্তু দেখিলেন সে হরিরাম নহে, অপর এক ব্যক্তি।

আর এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করা উচিত নহে বলিয়া, তিনি মওলা-বক্সকে ঠেলিয়া তুলিলেন, মওলাবক্স চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, চোক মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

শান্তশীল কোন কথা না কহিয়া হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া

তুলিলেন, তাঁহাকে ছাদের আলিসার নিকট টানিয়া আনিলেন, তাহার হাতে অপেরা গেলাসটী দিয়া বলিলেন, "শীঘ্র দেখুন।"

মণ্ডলাবক্স অনেক কষ্টে অপেরা গেলাস চক্ষে ঠিক করিলেন, শান্তশীল তাঁহার হাত ধরিয়া অপেরা গেলাসের মুখ চিম্নেঘরের দিকে করিয়া দিলেন। অমনই মণ্ডলাবক্স "বাপ্" বলিয়া সত্বর অপেরা গেলাস চক্ষু হইতে অপসারিত করিলেন, তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

শান্তশীল রুদ্ধকণ্ঠে তাঁহাকে মৃদু স্বরে বলিলেন, 'শিগ্গির দেখুন।"

মণ্ডলাবক্স কেবল বলিলেন, "তোবা—তোবা।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—*—

সকল রহস্যময়।

শান্তশীল সেইরূপ স্বরে বলিলেন, "দেখেছেন?" কম্পিত স্বরে মওলাবক্স বলিলেন, "আমার দিকেই চেয়ে আছে,—তোবা—তোবা,—এ জীবনে আর আমার ঘুম হবে না—সে দফা একেবারে মাটী!"

ছিন্ন মুণ্ডটা যে এখনও সেই ঘরে রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া শান্তশীলের প্রাণে বড় আনন্দ হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—এখন দিন রাত ঐ ঘরে পাহারা দিব, কেহ সরাইতে আসিলেই ধরা পড়িবে।"

তিনি মওলাবক্সের ভাবে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, প্রথম দিন তাঁহারও ঠিক এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, বিশেষতঃ অপেরা গ্ল্যাসের ভিতর এই ভয়াবহ কাটামুণ্ড আরও ভয়ানক দেখাইতেছিল। ইহা যেন একেবারে সম্মুখে আসিয়া বিকটভাবে চাহিয়া রহিয়াছে।

তিনি মওলাবক্সকে বলিলেন, "অপেরা গেলাস ব'লে অত কাছে বোধ হচ্ছে,—ওটাকে দেখতে হবে না. আপনি লোকটাকে ভাল ক'রে দেখে রাখুন।"

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে মণ্ডলাবক্স আবার অপেরা গ্ল্যাস চক্ষে লাগাইলেন। একটু পরে "দেখেছি" বলিয়া, তিনি অপেরা গ্ল্যাস শান্তশীলের হস্তে দিলেন। শান্তশীল্ উহা চক্ষে লাগাইলেন, কিন্তু সহসা আলোটী নিবিয়া গেল। চারিদিক আবার অন্ধকারে পূর্ণ হইল। শান্তশীল অনেক চেষ্টা করিয়াও, আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

তিনি বলিলেন, "এ লোকটা ঘরের ভিতর কেমন করিয়া আসিল? নিশ্চয়ই কোন পথ আছে। পার্শ্বের ছাদ হইতে মই দিয়ে নামিলে অবশ্যই আমরা দেখিতে পাইতাম।"

"তুমি কেমন করে দড়ির সিঁড়ী বেয়ে উঠে ছিলে, এও সেই রকমে উঠেছে।"

"দড়ির সিঁড়ী নামাইয়া দিবে কে?' যে নামিয়ে দিবে, সে এখানে আসিল কেমন করে?"

"তাওতো কথা। কা'ল সকালে ঐখানে মই দিয়ে উঠে দেখ্‌লেই সব বিষ্ণে জানা যাবে।"

"তা হলে তো সব গোল হয়ে যাবে। তারা ঘুনাক্ষরে যদি আমাদের বিষয় জান্‌তে পারে, তা'হলে কি আর তাদের ধরা যাবে?"

"তাওতো বটে।"

"দু-চার দিন এখানে থেকে পাহারা দিলেই জানিতে পারা যাইবে। আপনি শুয়ে পড়ুন্, আমি জেগে আছি।"

"আর জীবনে কখন ঘুম হবে কিনা সন্দেহ। চোক বুঝ্‌লেই ওটা চক্ষে আস্‌বে—আমার দিকে অমন করে চেয়ে ছিল কেন্?—তোবা—তোবা।"

"আপনি শুয়ে পড়ুন।" এই বলিয়া শান্তশীল নিজ চিন্তায় আবার পদচালনা করিতে লাগিলেন।

মণ্ডলাবক্স "কোথায় যাও" বলিয়া তাহার পার্শ্বে আসিল, বলিল "কাজ নেই ভায়া এস দু'জনেই জেগে থাকা যাক্।"

শান্তশীল মণ্ডলাবক্সের মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন, "আপনার কষ্ট না হয়, থাকুন।"

মণ্ডলাবক্স একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "না, কষ্ট কি। সে কায সেবে নিয়েছি।"

তাঁহারা কেহই কাহারও সহিত আর কথা কহিলেন না। উভয়ে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পদচারণ করিলেন। সহসা আবার চিলের ঘরের দিকে একটা আলো জ্বলিল। ত্রস্তে শান্তশীল চক্ষে অপেরা গ্ল্যাস লাগাইলেন।

পরক্ষণেই অপেরা গ্ল্যাস মণ্ডলাবক্সের হাতে দিয়া বলিলেন, 'শিগ্‌গির দেখুন।"

মণ্ডলাবক্স দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ্‌ব কি, শালারা আর একটা খুন করবে।"

মণ্ডলাবক্স চীৎকার করিতে যাইতেছিলেন, শান্তশীল তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "করেন কি ?"

মণ্ডলাবক্স ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "করেন কি ? দেখ্‌ছ না, বেটারা খুন করিতে নিয়ে যাচ্চে।"

শান্তশীল ও মণ্ডলাবক্স উভয়ে দেখিলেন, চিলেঘরের দ্বারের নিকট এক ব্যক্তি একটা আলো ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর দুইজন লোক একটী স্ত্রীলোকের গা ধরিয়া ঝুলাইয়া লইয়া আসিতেছে।

তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, স্ত্রীলোকটীর মুখ কাপড় দিয়া বাধা, কেবল চোখ ও নাক বাহিরে আছে, সুতরাং তাঁহারা তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা আরও দেখিলেন, তাহার হাত পাও বাঁধা।

মণ্ডলাবক্স বলিল, "তুমি এখনও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ, চোখের উপর খুনটা ক'র্‌বে?"

শান্তশীল বলিলেন, "উপায় কি?"

"উপায় কি? কেন এখান থেকে চ্যাঁচালে নিশ্চয়ই ওকে ছেড়ে দিয়ে পালাবে।

"আমাদের এখান থেকে যাবার উপায় নেই। যেতে হ'লে এই ভদ্রলোকের বাড়ী শুদ্ধ জাগাতে হয়, সমস্ত গোল হয়ে যায়। এদের আমরা কিছুতেই ধরতে পার্‌ব না। যে গুপ্ত পথ দিয়ে এরা এসেছে, সেই পথ দিয়ে পালিয়ে যাবে। আমাদের কোন কাজই হবে না।"

'তবে চোখের উপর এই খুনটা হ'ক।"

"এরা কি সাহস করে আবার খুন ক'র্‌বে?"

'খুন ক'র্‌বে,—দেখছ না, শালাদের ঐ ব্যবসা। তোমার যা ইচ্ছে কর, আমি আর এতে নেই।

এই বলিয়া মণ্ডলাবক্স কম্বলে গিয়া বসিয়া "তোবা—তোবা—" বলিয়া দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিলেন। শান্তশীল আবার চক্ষে অপেরা গ্ল্যাস লাগাইলেন। তিনি দেখিলেন তাহারা হস্ত পদ মুখ বদ্ধ স্ত্রীলোকটীকে চিলেঘরে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিল। তৎপরে দ্বারে চাবি দিয়া কোন দিকে অন্তর্হিত হইল।

সুতরাং স্ত্রীলোকটী যদি পূর্ব্বে খুন না হইয়া থাকে, তাহা

হইলে তাহারা তাহাকে এই ঘরে খুন করে নাই, কারণ তাহারা তখনই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তবে কি স্ত্রীলোকটী মৃত? তাহারা এই মৃতদেহ পরে অন্যত্র সরাইবার জন্য এখন এই ঘরে রাখিয়া গেল।

তিনি অপেরা গ্ল্যাস দিয়া বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দরজার কড়ার সহিত কুলুপ লাগান ছিল, সুতরাং দ্বার একটু ফাঁক ছিল। তিনি দেখিলেন ঘরে আলো জ্বলিতেছে। আরও বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, স্ত্রীলোকটী মেজেয় পড়িয়া আছে, এবং আলমারিটী খোলা রহিয়াছে, তিনি ছিন্ন মুণ্ডটাও দেখিতে পাইলেন।

স্ত্রীলোকটী মৃত কি জীবিত, তাহা তিনি দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ভাল দেখিতে পাইলেন না, তবে বোধ হইল যেন স্ত্রীলোকটী একবার নড়িয়া উঠিল।

তিনি মওলাবক্সের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, "বোধ হয় স্ত্রীলোকটী মৃত নয়। এরা একে এই ঘরে আটকে রেখে গেছে।"

মওলাবক্স চক্ষু ঢাকিয়া বসিয়াছিলেন। মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "তবে ওর কাম সেরেছে।"

শান্তশীল বলিলেন, "কেন?"

"কেন? ও কাটামুণ্ডুর সঙ্গে এক ঘণ্টা থাকলে পাগল হ'যে যাবে।"

শান্তশীলও মনে মনে ভাবিলেন, "সে কথা সত্য। যদি এই স্ত্রীলোক মৃত না হয়, তাহা হইলে এ এই কাটামুণ্ডুর সম্মুখে খানিকক্ষণ থাকলেই পাগল হয়ে যাবে।"

সহসা আবার আলোটা ছাদে পড়ায়, তিনি পুনরায় অপেরা

গ্যাস লাগাইলেন। দেখিলেন যে সেই তিনটী লোক আবার আসিয়াছে, আবার স্ত্রীলোকটীর পা ধরিয়া ঝুলাইয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া যাইতেছে, তৎপরে তাহাকে লইয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

শান্তশীল ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মণ্ডলাবক্সকে বলিলেন, "তারা আবার তাকে নিয়ে চ'লে গেল।"

মণ্ডলাবক্স বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বাপু, আমাকে কিছু ব'লো না,—আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

শান্তশীল বলিলেন, "আপনাকে একটা কাজ ক'র্তে হইবে।"

"বল।"

"যখন কাটামুণ্ডুটা এখনও ঐ ঘরে আছে, তখন আর যাতে ওটাকে ওরা সরাতে না পারে তাই ক'র্তে হবে। এখানে দিন রাত পাহারা রাখিতে হবে। আপনি সকাল হ'লে যান, আমি এখানে থাকি। আপনার দুজন বিশ্বাসী পাহারাওয়ালা লইয়া আসুন। তাহারা দিনের বেলায় এখানে পাহারায় থাক্। কিছু দেখিলেই, একজন ছুটে গিয়ে আমাদের খবর দিবে। তবে দিনের বেলায় সাহস ক'রে এ ঘরে কেহ আসিবে না।
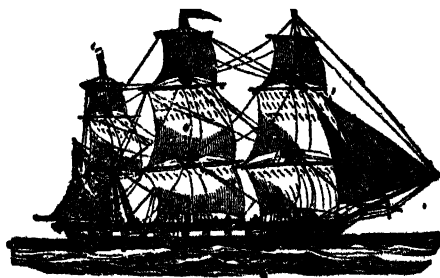
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তশীলের যুক্তি।

মওলাবক্স এতক্ষণে মুখ খুলিলেন, বলিলেন "তোকে কেমন ভাল বেসে ফেলেছি, তাই এ সব কর্‌ছি, না হলে কোন্ শালা এ কাজে আর থাকতো। এখনও যেন আমার দিকে কট্‌মট্ ক'রে চেয়ে রয়েছে? আর ঘুমও হবে না, খাওয়াও হবে না। দানা পানি সব মাটী হ'লো?"

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, "জমাদার সাহেব, এত ভয় ক'র্‌লে কি পুলিশের চাকরি চলে?"

মওলাবক্স রাগত হইয়া বলিলেন, "ভয়! মওলাবক্স কোন সম্বন্ধিকে ডরান্ না,—তবে এটা দেখ্‌তে পাচ্চো না বাপু—দানো পেয়ে রয়েছে।"

শান্তশীল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভগবান সহায় হ'লে শীঘ্রই এ দানোকে পুলিশে নিয়ে যাচ্চি, তখন হাজার হাজার লোক দেখিবে।"

"যাই হউক,—এখন কি ক'র্‌তে বল।"

"ভোর হ'য়েছে,—আপনি যান, দুজন খুব বিশ্বাসী লোককে নিয়ে আসুন, ততক্ষণ আমি এখানে থাকিব। আপনি অনেক দিন পুলিশে আছেন, সকলকেই চিনেন, কাকে আন্‌বেন?"

মণ্ডলাবক্স কোন উত্তর দিলেন না। শান্তশীল বলিলেন,—"আমার বোধ হয় আমাদের কোন কোন পাহারাওয়ালা—কে জানে ওপরওয়ালা কেহও আছেন কি না,—নিশ্চয়ই এদের দলে আছে।"

"তোমার বাপু সকলকেই অবিশ্বাস।"

"তা নয়, কারণ আছে। দিন কতক হ'লো জোড়াবাগান থানার একজন কনেষ্টবল আমার আরদালি হইবার জন্তে ব্যস্ত হ'য়েছিল, সেইদিন থেকে আমার সন্দেহ হয়েছে, তাই বল্‌চি আপনার নিতান্ত বিশ্বাসী দুজন লোক চাই। কাকে আন্‌বেন?"

"ফতে খাঁ আর দরবারি সিংকে আন্‌বো মনে ক'রেছি। লক্ষ টাকা দিলেও এদের কেউ নড়াতে পার্‌বে না। এরাও বিশ বাইশ বৎসর চাকরি ক'র্‌ছে।"

"তবে তাই ভাল, দেরি করিবেন না।"

এই সময়ে চারিদিক বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছিল। বোধ হয় বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকটী নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। এরূপ অবস্থায় নিদ্রা হওয়াও সুকঠিন সন্দেহ নাই। তিনি ভোর হইতে না হইতে ছাদে আসিলেন। বলিলেন, "আপনাদের কোন কষ্ট হয় নাই তো?"

বলা বাহুল্য, ব্যাপার জানিবার জন্ত তিনি নিতান্তই ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। শান্তশীল বলিলেন, "ইনি এখনই যাইবেন,—আমি থাকিব। ইনি আর দু'জন লোক আনিলে তখন আমরা যাইব। তখন তাহারা এখানে থাকিবে। সন্ধ্যার সময় আবার আমরা দু'জনে আসিব।"

তিনি বলিলেন, "যা ভাল বিবেচনা হয় করুন,—কষ্ট না হইলেই হইল।"

মণ্ডলাবন্ধ তাঁহার সহিত নিম্নে নামিয়া গেলেন। শান্তশীল ছাদেই রহিলেন।

ক্রমে চারি দিক বেশ পরিষ্কার হইল। রৌদ্রও উঠিল,—সহর কলরবে পূর্ণ হইয়া গেল,—চারি দিকে গাড়ী ঘোড়ার শব্দ উঠিল,—শত শত লোক রাজপথে চলাচল আরম্ভ করিল। অপেরা গ্লাস লাগাইয়া দিনের আলোয়, ভাল করিয়া চিলের ঘরটী দেখিতে লাগিলেন,—দেখিলেন ইহার দ্বারে একটা বড় কুলুপ ঝুলিতেছে। ঘরের ভিতরের কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

পার্শ্বের তেতালা বাটী হইতে এই ঘরে আসিবার কোন উপায় আছে কি না, তিনি বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন,—কিন্তু কোন জানালা দরজা আছে বলিয়া বোধ হইল না। সুদৃঢ় প্রাচীর বরাবর উঠিয়া গিয়াছে।

জানালা দরজা না দেখিতে পাইলেও শান্তশীল ভাবিলেন, এই বাড়ী থেকে চিলে ঘরে আসিবার নিশ্চয়ই কোন উপায় আছে,—কা'ল রাত্রে তারা যে এই বাড়ীর ভিতর হইতে আসিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নচেৎ কোথা হইতে কোন্ দিক দিয়া আসিবে। তিনি পার্শ্বের সমস্ত বাড়ীগুলি অপেরা গ্লাস দিয়া বিশেষ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্য কোন বাড়ী হইতে সহজে যে কেহ এই বাড়ীতে আসিতে পারে, তাহা বলিয়া বোধ হইল না।

তখন তিনি পার্শ্ববর্ত্তী পূর্ণিয়ার জমিদার যে বাড়ীতে ছিলেন, তাহার ছাদটী দেখিতে লাগিলেন,—এই ছাদের চারি দিকে উচ্চ

আলসে ছিল,—কিন্তু ঐ আলসের মধ্যে মধ্যে ফাঁক ছিল। ঐ ফাঁক দিয়া শান্তশীল ছাদে কেহ আছে কিনা দেখিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন,—কিন্তু প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সহসা তাঁহার বোধ হইল যেন ছাদে একটী বালিকা ছুটো-ছুটী করিতেছে। বালিকাটীকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তিনি চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বালিকা তাঁহার দিক্‌কার আলিসায় আসিয়া তাহার উপর বুক লাগাইয়া গুদামের ছাদে কি দেখিতে লাগিল। তখন শান্তশীল তাহাকে চিনিলেন। দেখিলেন—যে বালিকা হরি-মতীর চিঠি তাঁহাকে দিযাছিল, এ সেই বালিকা।

তিনি বালিকাকে দেখিতে পাইলেন,—কিন্তু বালিকা তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে আলিসা হইতে নামিয়া ছুটিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

তখন শান্তশীল নিশ্চিত বুঝিলেন যে, হরিমতী এই বাড়ীতেই আছে,—আর এই বাড়ী হইতে এই চিনে ঘরে আসিবার নিশ্চিতই কোন পথ আছে।

এখন কি করা কর্ত্তব্য,—তিনি তাহাই চিন্তা করিতে লাগি-লেন। অনেক ভাবিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এই সময়ে মওলাবক্স দুইজন লোক লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে কি করিতে হইবে বুঝাইয়া দিয়া, মওলা-বক্সের সহিত শান্তশীল বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন। পাহারা-ওয়ালা দুই জন ছাদে পাহারায় রহিল।

সমস্ত রাত্রি জাগরণে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তিনি বাড়ী আসিয়া স্নান করিলেন,—আহার করিতে পারিলেন না,—ঘুমে চোক ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল। তিনি শয়ন করিলেন।

যখন তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। তিনি সত্বর উঠিয়া মওলাবক্সের বাটীর দিকে চলিলেন। সমস্ত দিন বৃথা ঘুমে কাটিয়া গেল,—কোন কাজই হইল না ভাবিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন।

তিনি সত্বর মওলাবক্সের বাড়ী আসিলেন। মওলাবক্স তখনও নিদ্রিত। অনেক কষ্টে তাঁহাকে তুলিলেন,—তৎপরে উভয়ে শঙ্কর হালদারের গলির দিকে যাত্রা করিলেন।

পাহারাওয়ালাদের নিকট শুনিলেন, সমস্ত দিনের মধ্যে তাহারা কোন দিকে কিছুই দেখিতে পায় নাই। তাহাদের বিদায় দিয়া মওলাবক্স ও শান্তশীল পাহারায় রহিলেন।

কিন্তু আজ সমস্ত রাত্রের মধ্যে কেহই চিলে ঘরে আসিল না। তাঁহারা কোন দিকে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সকালে পাহারাওয়ালারা আসিলে—তাঁহারা তাহাদিগকে তথায় রাখিয়া বাড়ীব দিকে চলিলেন।

শান্তশীল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজ কিছুতেই ঘুমাইবেন না। পাশের বাড়ীতে হরিমতী আছে কি না,—এই পূর্ণিয়ার জমিদার কিরূপ লোক,—এই সকল বিষয় তদন্ত করিবেন। তিনি মনে মনে বেশ বুঝিলেন, যে আর বিলম্ব করিলে তাঁহার সমস্ত শ্রমই পণ্ড হইবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বালিকার দৌত্য।

তিনি গৃহে ফিরিয়া দ্বারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন সেই ক্ষুদ্র বালিকা নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার বিছানায় পা ছড়াইয়া বসিয়া, তাঁহারই এক খাতা লইয়া তাহাতে কি লিখিতেছে। সে এত মনোনিবেশ করিয়া লিখিতেছিল যে, তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পায় নাই।

তাহাকে দেখিয়া শান্তশীলের মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন, "বোধ হয় নিশ্চয়ই হরিমতী পত্র লিখিয়াছে, আজ একে পালাইতে দিব না, ইহার কাছে অনেক খবর পাইব।" এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "আজ পালাতে দিচ্ছি না।"

তাঁহার কথা, শুনিয়া বালিকা চমকিত হইয়া মুখ তুলিল। তাঁহাকে দেখিয়া খাতা ও কলম ফেলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কাপড়ের খুঁট হইতে একখানা পত্র তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া পাশ কাটাইয়া পালাইবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু শান্তশীল সত্বর গিয়া তাহার হাত ধরিলেন।

তিনি বাম হস্তে বালিকার হাত ধরিয়া ডান হস্তে চিঠিখানি

তুলিয়া লইলেন। বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিল, "ছেড়ে দিন, আমি পালাব না।"

শান্তশীল বলিলেন, "আজ আর ভুলছি নে।" এই বলিয়া তিনি বালিকাকে লইয়া বিছানায় বসিলেন। পলাইবার উপায় নাই দেখিয়া সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "সত্যি পালাব না।"

শান্তশীল সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন পত্রে কেবলমাত্র লেখা আছে :—

"যদি কাজ উদ্ধার ক'র্‌তে চাও,—দেরি ক'রো না। এরা আবার একটা ভয়ানক কাণ্ডের চেষ্টায় আছে। কুমার বাহাদুর ব'লে একজনের সর্ব্বনাশের চেষ্টা ক'চ্চে। যদি কোন রকমে গুদামের পাশের বাড়ী আস্‌তে পারো, আমার সঙ্গে দেখা হ'লেও হ'তে পারে। আমারও বাঁচবার উপায় নাই। দেরি না ক'র্‌লে হয়তো আমিও বাঁচ্‌তে পারি। বেশী লিখিবার উপায় নেই,—অনেক কষ্টে একটু লিখে একে দিয়ে পাঠালেম।"

পত্র পাঠ করিয়া শান্তশীল বালিকার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এ পত্র তোমাকে কে দিলে?"

"ব'ল্‌বো না।"

"এই ছবিগুল সব দেব।"

"দাও।"

শান্তশীল বাক্সের উপর কতকগুলি ছবি ছিল। তিনি বালিকাকে সেগুলি সব দিলেন। সে ছবিগুলি পাইয়া বালিকার ভারি আনন্দ হইল—বলিল, "হরি দিদি চিঠি দিয়েছেন, কেউ জানে না,—তুমি কাকেও যেন ব'লো না। দিদি খুব বারণ ক'রে দিয়েছে। না হ'লে আমায় বড্ডো মার্‌বে।"

শান্তশীল বালিকার সরলতায় একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন "না কাকেও ব'ল্‌বো না। তোমার হরি দিদি কোথা থাকে ?"

"সেই আমরা যে বাড়ীতে থাকি ?"

"সে বাড়ীতে কতদিন আছে ?"

"বেশী দিন নয়,—দিন কতক হ'ল এসেছে।

"তোমরা কত দিন আছ ?"

"অনেক দিন ?"

"তোমার মা কোথায় ?"

"মা কোথায় গেছে।"

"কোথায় গেছে ?"

"তা আমায় ব'লে যাই নি। আমি কত কেঁদেছি কাদলে মারে ব'লে আর কাঁদি নে।"

"কে মারে ?"

"কেন বাবু ?"

"বাবু কে ?"

"সেই যে বাবু—তুমি চেন না।"

"তোমরা আগে কোথায় ছিলে।"

"সেই পাড়া গাঁয়ে ?"

"কোথায় সে পাড়া গাঁ ?"

"সেই যেখানে ঘোষেদের বড় দিঘি আছে।'

"সে গাঁর নাম কি ?"

"তা জানি নে।"

"তোমার মা কল্‌কাতায় এ'ল কেন ?"

"ওমা তা তুমি জান না,—বাবু ধ'রে এনেছিল,—মা কত কেঁদেছিল।"

"তোমার বাপ কোথা?"

"কাকেও যেন ব'ল না,—বাবাকে বাবু মেরে ফেলেছে।"

"তুমি কেমন করে জান্‌লে?"

"মা ব'লছিল, আর কাঁ'দ্‌ছিল।"

"তারপর তোমার মা কোথায় গেল?"

বালিকার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া আসিল। শান্তশীল প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, এই পাপিষ্ঠগণ বালিকার মাকে কোন গ্রাম হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া আনিয়াছিল, তাহার পর তাহার স্বামী তাহার সন্ধানে আসিলে,—তাঁহাকে তাহারা মারিয়া ফেলে,—বোধ হয় স্ত্রীলোকটী বিশেষ গোল করায়, তাহারা তাহাকেও খুন করিয়াছে।

যে মৃত দেহ গড়পারের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা যে এই বালিকার পিতার—তাহা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল, ছিন্ন মুণ্ডটীও যে ইহার মার তাহাও তিনি বুঝিলেন। যাহা হউক, এখন মৃতদেহ দুইটী যে শেনাক্ত হইবে—ইহা তাঁহার ভরসা হইল।

তিনি নিজ বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানা ফটোগ্রাফ বাহির করিলেন। ইহা সেই লাসের ফটোগ্রাফ।

তিনি ছবিখানি বালিকার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "এ কার ছবি দেখ দেখি?"

বালিকা ছবির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "এই তো আমার বাবা,—কোথায় পেলে। আমার মা কোথায়?"

বালিকার কথায় শান্তশীলের চক্ষে জল আসিল। তিনি ছবি-

খানি বাক্সে বন্ধ করিলেন। বালিকার কথার উত্তর না দিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি আমাকে খুঁজে পেলে কেমন ক রে?"

বালিকা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন, ঘণ্টির মা যে আমার সঙ্গে এসেছিল ?"

শান্তশীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘণ্টির মা কে ?"

"আমাদের ঝি।"

"সেই তোমাকে সঙ্গে করে এনেছিল ? আজও এসেছে ?"

"হাঁ।"

"কোথায় সে ?"

"সে আস্‌বে না,—বাবুর ভয়ে ঐ গলির ভেতর লুকিয়ে আছে, সেই আমাকে এই স্থান দেখিয়ে দিয়েছিল।"

বালিকার সহিত কথোপকথনে মনোনিবেশ করিয়া, শান্তশীল তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে তীরবেগে উঠিয়া নিমিষ মধ্যে ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইল।

শান্তশীল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন, কিন্তু বাহিরে আসিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

তিনি চিন্তিত মনে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ভাবিলেন, "হরিমতীও নিরাপদে নাই, তবে এই ঘণ্টির মা তার বন্ধু আছে। এখন যেমন করিয়া হয় এই পূর্ণিয়ার জমিদারের বাড়ী প্রবেশ করিতে হইবে। কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করা প্রথম দরকার। আজ দেখা করিবার কথাও আছে।"

শান্তশীল শীঘ্র বেশ বিন্যাস করিয়া কুমার বাহাদুরের প্রাসাদের দিকে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

একি!—এ কে?

পথে যাইতে যাইতে শান্তশীল ভাবিলেন, "কুমার বাহাদুরকে সকল কথা খুলিয়া বলা উচিত কি? এখন তাঁহার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিলে, যদি কোন ক্রমে কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সকল কাজই পণ্ড হইবে। অথচ হরিমতী তাঁহারই সর্ব্বনাশের আয়োজনের কথা লিখিয়াছে, এ কথা জানিয়া কি তাঁহাকে না বলা উচিত? আর হরিমতীকেই বা বিশ্বাস কি? সে কেন আমার এরূপ সহায়তা করিতেছে,—সে জানে আমি পুলিশে কাজ করি,—হয়তো এই সকল লোকের উপর তাহার জাত ক্রোধ আছে, ইহাদের ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। যাহা হউক, এই পূর্ণিয়ার জমীদারকে একবার দেখিতে হইবে, এখন এর বাড়ীতে যে কোন গতিকে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। কুমার বাহাদুর ইচ্ছা করিলে, এ কাজ সহজেই হইতে পারে। তাহার সঙ্গে ইঁহার বন্ধুত্ব আছে, কিন্তু তাহা হইলে কুমার বাহাদুরকে সব কথা খুলিয়া বলিতে হয়।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি কুমার বাহাদুরের প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ভাবি-

লেন, "দেখি, তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে, যাহা হয় করা যাইবে।"

তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দরোয়ানদিগকে বলিলেন, "কুমার বাহাদুরকে সম্বাদ দাও।" তাঁহাকে দেখিয়া আৰ্দ্দালি ছুটিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইল। বলিল, "মহারাজ হুকুম দিয়েছেন, আপনি এলেই সম্বাদ দিবে। তিনি বাড়ীর ভিতর আছেন।"

আৰ্দ্দালি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। পূর্ব্বদিন তিনি বাড়ীর যে দিকে গিয়া ছিলেন, আজ সে তাঁহাকে অন্ত-দিকে লইয়া চলিল। অনেক গৃহের মধ্য দিয়া আসিয়া সে তাঁহাকে একটী সুসজ্জিত ঘরে বসাইয়া চলিয়া গেল।

টেবিলের উপর অনেকগুলি খবরের কাগজ পড়িয়াছিল, তিনি একখানি টানিয়া লইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে এক-খানি বৃহৎ দর্পণ, সুবর্ণ মণ্ডিত ফ্রেমে ঝুলিতেছিল। কাগজে মন না লাগায়, তিনি ঐ দর্পণের উপরিস্থিত সুবর্ণে গঠিত একটী পাখী দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগের দরজার রেশমী পৰ্দ্দা ঐ দর্পণের ভিতরে দেখা যাইতেছিল।

সহসা ঐ দর্পণে নিমিষের জন্য যেন একখানি মুখ প্রতিফলিত হইল। তিনি চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন, দেখিলেন দ্বারে পূর্ব্ববৎ সুন্দর পৰ্দ্দা ঝুলিতেছে। তখন তিনি ভাবিলেন বোধ হয় ভ্রম হইয়াছে, কেহ পৰ্দ্দা সরাইয়া মুখ বাড়ায় নাই। তিনি আবার দর্পণের উপরিস্থিত সুন্দর পাখীটি দেখিতে লাগিলেন।

আবার সেই মুখখানি, এ যে তাঁহার চিরবাঞ্ছিত মুখ—যে মুখখানি দেখিবার জন্যই তিনি এতদিন উন্মত্তের ন্যায় ঘুরি-

তেছেন, যে মুখখানি তিনি শয়নে স্বপনে ভাবিতেছেন, যে মুখখানি তাঁহাকে পাগল করিয়াছে—এ সেই পরিচিত, চির আকাঙ্ক্ষিত মুখ—স্নেহর মুখ।

তিনি তীরবেগে পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন—কুমার বাহাদুর পর্দ্দা সরাইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছেন।

তবে কি তাঁহার ভ্রম হইল ? তিনি সর্ব্বদাই স্নেহর কথা ভাবিয়া থাকেন, তাই কি মনে চিত্র প্রতিফলিত হওয়ায় সেই দর্পণে কুমার বাহাদুরের মুখ দেখিয়া—স্নেহর মুখ মনে করিয়াছিলেন ? তিনি নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

কুমার বাহাদুর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আমার একটু দেরি হয়েছে, ক্ষমা করিবেন।"

শান্তশীল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কুমার বাহাদুর সাদরে তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইলেন। বলিলেন, "আপনার ওখানে লোক পাঠাইব মনে করিতেছিলাম।"

শান্তশীল বলিলেন, "কেন আমিতো আজ আসিব বলিয়া গিয়াছিলাম ?"

"একটা কথা আপনাকে আগেই জানাইব বলিয়াও বটে, আর আজ আপনাকে বৈকালে জলযোগের নিমন্ত্রণ করিব বলিয়াও বটে।"

"আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন।"

"তা হইলে আজ বৈকালে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন ?"

"আপনি আজ্ঞা করিলেই প্রস্তুত আছি।"

"আপনি আমাকে এরূপ ভাবে দেখিবেন না। বন্ধু মনে করিবেন।"

"আপনি বড় লোক।"

"আপনার কাছে নহি,—যখন আপনার বন্ধু।"

শান্তশীল কি উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কুমার বাহাদুর বলিলেন, "সেই স্ত্রীলোক দুইটীর বিষয় আপনাকে আজ বলিব বলিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে আর সাতদিনের জন্য ক্ষমা করিতে হইবে। বিশেষ কারণে আমি আজ আপনাকে তাহাদের বিষয় বলিতে পারিলাম না।"

কুমার বাহাদুরের এ কথা শুনিয়া শান্তশীল একটু দুঃখিত হইলেন। কারণ তিনি ইন্দু ও স্নেহ সম্বন্ধে বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন; কিন্তু উপায় নাই, কুমার বাহাদুর না বলিলে তিনি কি করিতে পারেন? তবে ইহাতে কতকটা সন্তুষ্টও হইলেন, ভাবিলেন— "কুমার বাহাদুর সব কথা বলিলে, তাঁহাকেও সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইত; হয়তো তাহাতে তাঁহার কাজের অনিষ্ট হইত। এখন তিনি ইচ্ছামত যে টুকু বলা প্রয়োজন মনে করিবেন, সেই টুকুই বলিতে পারিবেন। তাই তিনি বলিলেন, "আমিও আপনাকে বলিতে আসিয়াছিলাম যে, সাত আটদিন না গেলে আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারিব না।"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "তবে ভালই হইয়াছে, নতুবা আমি আপনাকে আমার কথা বলিতে লজ্জিত হইতে-ছিলাম—এখন ও সব কথা যা'ক্—এখন আপনাদের পুলিশের দুই একটা কথা শোনা যা'ক্। পুলিশে কি খাটুনি বেশী,—সকলই কি ঘুঁস নেয়?"

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, "সকলেই যে ঘুঁস নেয়, এ কথা বলিতে পারি না—আর খাটুনি? যে ফাঁকি দিতে চায়,—সে সব কাজেই সব সময়েই ফাঁকি দিতে পারে।"

"আপনার খেলাটেলা আসে ?"

"কি খেলা ?"

"এই দাবা।"

"জানি, একটু—কিন্তু অভ্যাস নেই, অনেক দিন খেলি নাই।"

"আসুন,—খেলা যাক", বলিয়া কুমার বাহাদুর পার্শ্বস্থ একটী ঘণ্টায় আঘাত করিলেন। অমনই একটী দ্বার দিয়া একটী সুন্দরী গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। শান্তশীল একটু বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিলেন।

দেখিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন, "এটী আমার স্ত্রীর দাসী ;—ঝি।—তোমার রাণীমার বিছানা থেকে দাবাটা নিয়ে এস।"

শান্তশীল এতক্ষণে বুঝিলেন, তিনি কুমার বাহাদুরের অন্দরে আসিয়াছেন। তিনি কেমন আপনা আপনিই বড় লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন, "এখন একটু খেলা বন্ধ রাখিলে হইত না—আপনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ গুরুতর কথা আছে।"

কুমার বাহাদুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কথা পরে হইবে,—আপনি তো এখনি যাইতেছেন না। খেয়ে দেয়ে তবে যাবেন,—ঢের সময় আছে।"

শান্তশীল বলিলেন, "কথাটা আপনার এখনই শোনাই উচিত।"

তাঁহার কথায় কুমার বাহাদুর তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। এই সময়ে ঝি দাবা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলে—তিনি তাহা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "তবে বলুন।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহের আসান।

শান্তশীল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আপনার সেই জমিদারের সহিত বন্ধুত্ব আছে, বলিয়াছিলেন না,—আপনি কি তাঁহার বিষয় সবিশেষ জানেন?"

কুমার বাহাদুর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি এ বিষয় কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ছয় মাস হইল বলভদ্র সিং আমার বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন,—সেই পর্য্যন্ত আলাপ। লোকটাকে খুব ভদ্রলোক বলিয়াই জানি।"

"ইনি যে যথার্থই পূর্ণিয়ার জমিদার, তাহা কি আপনি খবর লইয়াছিলেন?"

"না—খবর লইবার প্রয়োজন কি?—ম্যানেজার বাবু বলিয়াছেন, ইনি ঠিক মাসে মাসে ভাড়া দিতেছেন।"

শান্তশীল পকেট হইতে হরিমতীর পত্রখানি বাহির করিয়া কুমার বাহাদুরের হাতে দিলেন। তিনি পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, "এ কার চিঠি?"

আর কুমার বাহাদুরের নিকট সকল কথা গোপন করা বৃথা,

দেখিয়া শান্তশীল তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। হরিমতীর কথা,—ছিন্ন মুণ্ডুর কথা,—ক্ষুদ্র বালিকার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন সে কথা,—বড়বাজারের চুরির কথা,—সমস্তই একে একে বলিলেন।

কুমার বাহাদুর নীরবে সকল শুনিলেন। তৎপরে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার একটা বাড়ীতে নব মুণ্ডু রহিয়াছে,—আর একটা বাটীতে বদমাইসেরা আড্ডা করিয়াছে,—আমার বন্ধু দুটী স্ত্রীলোক নিয়ে একটা লাসের কাছে, ধরা পড়িয়াছিলেন,—তাতেই আপনি মনে করিয়াছিলেন যে আমি এই বদমাইসের দলের সর্দ্দার। আপনার অপরাধ নেই,—সন্দেহ হইবারই কথা।"

কুমার বাহাদুর এই কথাগুলি এরূপ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন যে, শান্তশীল স্পষ্টই বুঝিলেন, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে যেই থাকুক—তাহাদিগকে শোনাইয়া এই কথাগুলি তিনি বলিলেন।

শান্তশীল লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনাকে সে দিনই বলিয়াছিলাম যে, আপনাকে অন্যায় সন্দেহ করায়, আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি।"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "এখনও কি সন্দেহ আছে?"

"আমাকে অনর্থক লজ্জা দিতেছেন।"

"যদি এখনও সন্দেহ থাকে, তাও দূর করিব। ইহাদের ধরাইয়া দিলে, বোধ করি, আপনি আর আমাকে সন্দেহ করিবেন না।"

"আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে আপনার সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া বড় চিন্তিত হইয়াছি।"

"যাতে কোন কিছু না করিতে পারে, তাহাই করিতে হইবে। সে মুণ্ড যদি তাহারা সরাইয়া ফেলে; তাহা হইলে কি করিবেন?"

শান্তশীল যেরূপ পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা কুমার বাহাদুরকে বলিলেন। শুনিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আপনি ক্ষমতাপন্ন লোক, তাহারা শক্তের হাতে পড়িয়াছে।"

"তাহারা আপনার কি অনিষ্ট করিতে পারে,—মনে করেন?"

"আমার আর কি করিবে,—ধনী হইলে যাহা হয়, তাই। টাকা আদায়ের মতলব—লোকে মনে করে অতুল ধন থাকিলে খুব সুখ হয়,—তা ঠিক নয়। ধন থাকা মহা পাপ।" অতি দুঃখিত ভাবে কুমার বাহাদুর এই কয়টী কথা বলিলেন।

শান্তশীল বলিলেন, "আপনার কি এই পূর্ণিয়ার জমিদারের উপর কখনও সন্দেহ হইয়াছিল।"

কুমার বাহাদুর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "না। তবে আজ আপনার কথা শুনিয়া সন্দেহ হইতেছে। যে লাসটা গুড়-পাড়ের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে,—তাহার মেয়ে এই বলভদ্র সিংহের বাড়ীতে আছে শুনিয়া, এখন আমার মনে হইতেছে—যে ইহারাই ষড়যন্ত্র করিয়া, আমাদের সে রাত্রে সেখানে লইয়া যায়। নিশ্চয়ই কোন ভয়ানক মতলব ছিল। এখন বুঝিয়াছি এরা ঐ বাড়ীর কাছেই ছিল,—আপনারা সে সময়ে সেখানে না আসিলে, এরা আমাদের একটা কিছু না করিয়া ছাড়িত না।"

শান্তশীল বলিলেন, "এখন তো তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। যাহা হউক এখন এই সকল লোক যাহাতে আর

কোন ভয়ানক কাণ্ড না করিতে পারে, তাহাই করিতে হইবে। আমি মনে করিয়াছি এই বলভদ্র সিংহের বাড়ীতে যাইব।”

“যখন দেখা যাইতেছে, এরা ভয়ানক লোক। সেখানে আপনার বিপদ হইতে পারে। একাকী যাওয়া কি উচিত?”

“আমি প্রস্তুত হইয়াই যাইব,—সহজে আমার কিছু করিতে পারিবে না। তবে একটা কথা,—এই দলের একটা লোক,—বড়বাজারের হরিরাম, আমাকে পুলিশের লোক বলিয়া চেনে।”

“তবে কি করিবেন?”

“কোন রকম ছদ্মবেশে যাইতে হইবে।”

এই সময়ে দাসী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে একখানা কার্ড রাখিল। কুমার বাহাদুর বলিলেন, “আমরা যাকে চাই,—সেই উপস্থিত।”

শান্তশীল ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “কে?”

“বলভদ্র সিং।”

“ভালই হইয়াছে, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া দিবেন।”

“আপনি যে বলিলেন, ইহাদের একজন আপনাকে জানে।”

“হাঁ,—একটা ছদ্মবেশ কিছু না হ'লে, এর সম্মুখে যাওয়া ঠিক নয়।”

কুমার বাহাদুর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “ছদ্মবেশ পরিলে কি ইহারা আপনাকে চিনিতে পারিবে না?”

শান্তশীল বলিলেন, “ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টে সর্ব্বদাই ছদ্মবেশের দরকার। পুলিশে প্রবেশ করা পর্য্যন্তই এ বিদ্যা শিখিবার চেষ্টা করিতেছি। বোধ হয়, কিছু সফলও হইয়াছি।”

"ছদ্মবেশে আপনার কি কি দরকার ?"

"আমি একবার বাড়ী যে'তে পারিলে হয়।"

ততক্ষণ সে এখানে না থাক্‌তেও পারে। কিছুদিন আগে আমি একটা থিয়েটার ক'রেছিলাম, অনেক দাড়ি গোঁপ, পোসাক পোশাক আমার কাছেই আছে, যাহা হয়—নবাব বাদসা একটা সাজিয়া ফেলুন। আমি তাই বলিয়া আপনাকে পরিচয় করিয়া দিব।" এই বলিয়া তিনি শান্তশীলের হস্ত ধরিয়া অন্যদিকে চলিলেন।

তাঁহারা উভয়ে একটী গৃহে আসিলেন। তথায় থিয়েটারের নানাবিধ দ্রব্য স্তূপাকারে পড়িয়া নষ্ট হইতেছিল। শান্তশীল তাহা হইতে কয়েকটা জিনিস বাছিয়া লইয়া, একখানা দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজ বেশ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি এ বিদ্যায় এত পরিপক্ক হইয়াছিলেন যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে চেহারার পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আর কিছুতেই চিনিতে পারা যায় না।

তিনি ফিরিয়া কণ্ঠস্বর ভারি করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, চিনিতে পারেন ?"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আপনি অদ্ভুত লোক। না জানিলে আমিও আপনাকে চিনিতে পারিতাম না। বেশ হইয়াছে, আমি আপনাকে আমার কোন প্রধান আত্মীয় কুটুম্ব—কুমার নরেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া পরিচয় দিব।" পরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "প্রধান কুটুম্বের কোনরূপ ভাবার্থ লইয়া কিছু মনে করিবেন না।"

শান্তশীল লজ্জিত হইলেন। কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে

না পারিয়া বলিলেন, "আপনার কুটুম্ব হওয়া, পবম ভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই।"

"তবে তাই," বলিযা কুমার বাহাদুর তাঁহার হাত ধরিয়া লইযা চলিলেন।

অনেক ঘব উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া, তাঁহারা একটী গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। শান্তশীল দেখিলেন—প্রথমদিন এই গৃহে কুমাব বাহাদুর তাঁহাব সহিত দেখা করিয়াছিলেন।
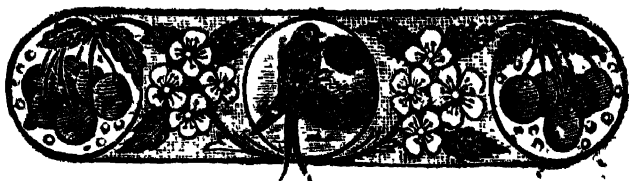
উনবিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

বলভদ্রসিংহ।

কুমার বাহাদুর শান্তশীলকে পার্শ্বে বসাইয়া টেবিলস্থ ঘণ্টায় আঘাত করিলেন, অমনি আরদালি আসিয়া সেলাম দিল। কুমার বাহাদুর বলিলেন, "রাজা বাহাদুরকে সেলাম দাও।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই বলভদ্রসিংহ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শান্তশীল চমকিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজ মনোভাব গোপন করিলেন।

তিনি অপেরা গ্ল্যাসের দ্বারা রাত্রে এই ব্যক্তিকেই দেখিযাছিলেন। দূর হইতে তত ভাল দেখিতে পান নাই, এক্ষণে ভাল করিয়া ইহাকে দেখায়, তাঁহার মনে হইল যেন ইহাকে তিনি পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছেন। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন,—তাহা ঠিক মনে করিতে পারিলেন না।

কুমার বাহাদুর উঠিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া, তাহার করমর্দ্দন করিলেন, বলিলেন, "বাড়ীর ভিতর ছিলাম,—দেরি হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন।"

বলভদ্রসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "তবে তো আপনার আনন্দে ব্যাঘাত দিলাম।"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "সে আনন্দ তো সর্ব্বদাই আছে। এখন আপনার শুভাগমনে ততোধিক আনন্দের বিষয় হইল।"

বলভদ্রসিংহ শান্তশীলের দিকে চাহিলেন। কুমার বাহাদুর তাঁহার হাত ধরিয়া তাহার নিকট আনিলেন,—তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "ইনি কুমার নরেন্দ্রনারায়ণ; আমার শ্যালক।"

বলভদ্রসিংহ শান্তশীলের হস্ত বিলোড়ন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ও—বড় কুটুম্ব? আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বড়ই আনন্দ হ'ল,—কুমার বাহাদুর আমাকে বন্ধু বলে স্নেহ করেন।"

শান্তশীল বলিলেন, "আপনার কথা কুমার বাহাদুরের নিকট শুনিয়াছি,—আপনার মত মহৎ লোকের সহিত আলাপ হ'য়ে বড়ই আনন্দ হ'লো।"

"কবে কলিকাতায় আসা হ'ল"

"আজ সকালে আসিয়াছি।"

এই সময় কুমার বাহাদুর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আপনারা উভয়ে আলাপ করুন। আমি আসিতেছি।"

তিনি বাহিরে আসিয়া ম্যানেজারকে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি আসিলে তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, "চাকর দরোয়ান সকলকে বলিয়া দিন যে, আমার সম্বন্ধি কুমার নরেন্দ্রনারায়ণ

আসিয়াছেন। যে বাবুটী আমার কাছে কয়দিন আসিয়াছেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে যেন বলে, তিনিই আমার সম্বন্ধি। পরে সব কথা আপনাকে বলিব। দেখিবেন যেন ভুলিবেন না।"

কুমার বাহাদুর বুদ্ধিমান; তিনি বুঝিয়াছিলেন বলভদ্র সম্ভবতঃ তাহার সম্বন্ধির বিষয় অনুসন্ধান করিতে পারে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন বলভদ্র ও শান্তশীল কলিকাতা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

তিনি আসিয়া বসিলে,—বলভদ্র বলিলেন, "কুমার বাহাদুর, আমার একটা আর্জ্জি আছে।"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "উপহাস করেন কেন? কি আদেশ বলুন?"

"গরীবের বাড়ী পরশ্ব সন্ধ্যার পর একটু পায়ের ধুলো দিতে হইবে,—একটু নাচ গান বাজনার আয়োজন করিয়াছি।"

কুমার। এও খুব আনন্দের বিষয়,—নিশ্চয় যাইব। আর কে কে থাকিবেন?

"আর বড় কাহাকেও বলি নাই। বন্ধু বান্ধব নিয়ে একদিন একটু আলাপ করব—তাহাই ইচ্ছা।"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া শান্তশীলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কুমার বাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করুন,—কুমার! যাবে তো হে?"

বলভদ্রসিংহ কুমার বাহাদুরের এই কথায় একটু যেন চিন্তিত হইলেন। একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমার সাহস হয় না, কুমার বাহাদুর যাবেন কি?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "যাবেন বই কি?"

শান্তশীল বলিলেন, "আমার শরীর তত ভাল নয়।"

বলভদ্রসিংহ অমনি বলিলেন, "কুমার বাহাদুরের শরীর যদি খারাপ থাকে, তবে আমি অনুরোধ করি না,—শরীর সকলের উপরে।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আপনি ওঁর কথা শুনেন কেন? নিশ্চয় যাবেন।"

"না,—শরীর ভাল না থাকিলে আমি অনুরোধ করিতে পারি না।"

"তবে আমারও যাওয়া হইবে না। কুটুম্বকে বাড়ীতে ফেলিয়া আমার কি নাচ দেখিতে যাওয়া উচিত?"

"উনি কি অনুগ্রহ করিয়া যাইবেন?"

"নিশ্চয়ই যাবেন,—আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব, সে ভার আমার থাকিল।"

অগত্যা বলভদ্রসিংহ বলিলেন, "গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিলে কৃতার্থ হইব।"

শান্তশীল অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, "নিতান্ত শরীর খারাপ না হইলে, নিশ্চয়ই যাইব। এ তো আনন্দের বিষয়।"

তখন বলভদ্রসিংহ কিয়ৎক্ষণ সদালাপ করিয়া উঠিলেন। যাই-বার সময় বলিলেন, "তা হইলে পরশ্ব নিশ্চয়ই গরীবের বাড়ী পায়ের ধুলো দিবেন?"

কুমার বাহাদুর ও শান্তশীল, উভয়েই উঠিয়া বলভদ্রসিংহের সহিত কর মর্দ্দন করিলেন। কুমার বাহাদুর বলিলেন, "নিশ্চয়ই যাইব।"

তখন প্রকোষ্ঠের দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহারা বলভদ্রসিংহকে রাখিয়া

আসিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া কুমার বাহাদুরের আরদালিকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি অনেকদিন বকশিশ্ পাও নাই,—এই নাও" বলিয়া পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। সে সেলাম দিলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের সম্বন্ধি কুমার বাহাদুর কবে এ'লেন ?"

"সে উত্তর করিল, "আজ সকালে।"

বলভদ্রসিংহ কোন কথা না বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

কুমার বাহাদুর চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "খুব বাহাদুরি আছে,—ঠিক কুমার নরেন্দ্রনারায়ণ। পরশ্ব যে'তে হ'বে,—ঐ দিনই বেটাদের লীলা খেলা শেষ করা যাবে।"

শান্তশীল গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আর দেরি করা উচিত নয়, আবার কা'র সর্ব্বনাশ করবে। হয়তো খুনও হ'তে পারে।"

"পরশ্বই শেষ করতে হইবে।"

"আমিও তাই ভাবিতেছি।"

"তবে তুমি আর আমাকে আপনি আপনি ব'ল না,—আমিও বলবো না,—আজ থেকে 'তুমি' 'আমি' বলা চাই। নচেৎ কখন বেফাসে আপনি বেরিয়ে গেলে বেটারা সন্দেহ ক'রবে।"

"প্রায় সন্ধ্যা হয়। আমি আর দেরি করব না, আমাকে আবার পাহারায় যাইতে হইবে। না হইলে সব কাজ পণ্ড হইবে।"

"খেয়ে যেতে হ'বে।"

"আজ মাপ করুন,—আর এক দিন খাইব।"

কুমার বাহাদুর অনেক জেদাজিদি করিলেন, পরে বুঝিলেন

যে তাঁহার পাহারায় যাওয়া নিতান্ত প্রযোজন, তাই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

শান্তশীল সত্বর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাসার দিকে ছুটিলেন। আর সন্ধ্যা হইবার দেরি নাই। নিশ্চয়ই মওলাবক্স তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।
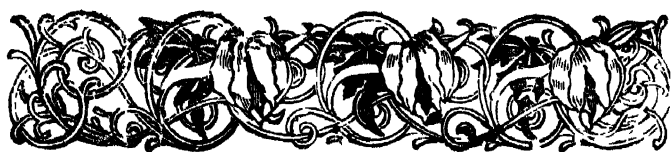
বিংশ পরিচ্ছেদ।

পোড়ারমুখি! একেবারে মরেছ?

ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে—আপনিই অঙ্কুর হয়, রোপণ-কারী যেখানেই থাকুন না কেন, গাছ আপনা হইতে বড় হইতে থাকে। আজ একটু, কাল একটু এইরূপে তিলে তিলে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্নেহের প্রণয়ও এইরূপে বাড়িয়াছিল, প্রথম নবদ্বীপে সুশীলকুমারের নিকট পঠদ্দশায় কেমন একটু ঘনিষ্ঠ ভাব হইয়াছিল—সেই মুখখানি দেখিতে ভাল লাগিত, তখনই প্রণয়ের সঞ্চয় হইয়াছিল। অসাক্ষাতে পুনঃ পুনঃ সেই মুখখানি দেখিবার বাসনা বলবতী হইত ও মনোমধ্যে উহা অঙ্কিত করা সুখকর বলিয়া বোধ হইত, বীজের অঙ্কুর জন্মিল। ক্রমে মূর্ত্তি প্রতি অনুরাগ—অহরহঃ দর্শনাভিলাষ—কর্ত্তব্য কার্য্যে অনিচ্ছা, শেষে মনোকষ্ট ও হৃদয়ে কেমন একটা অভাবানুভব। স্নেহের যখন মনের অবস্থা এই-রূপ তখন একদিন শান্তশীল কুমার বাহাদুরের অন্দরের ঘরে বসেন, সেই দিন হঠাৎ কাহার মুখচ্ছবি সম্মুখস্থ দর্পণে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হন, পর মুহূর্ত্তেই দেখিবার ভ্রম মনে করিয়া প্রকৃতিস্থ হন।

সেই সময় প্রকৃতই স্নেহ শান্তশীলের পশ্চাতের পর্দ্দা সরাইয়া

তাঁহাকে দেখিতেছিলেন—পশ্চাৎ হইতে ইন্দু সব দেখিল। তাহার সুন্দর মুখখানি যেন সকালের পদ্মের মত, আহ্লাদে ফুটিয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ যেন প্রাতঃ পুষ্পিত শেফালিকার ন্যায়, জ্যোৎস্নায় নদী স্রোতের ন্যায় আনন্দে প্রফুল্ল হইল। হাসিয়া স্নেহের কাণে কাণে বলিল, "কেমন—চিনিয়াছ ?"

স্নেহ অবাক হইয়া বলিলেন, "তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে ?"

ইন্দু চোক ঘুরাইয়া বলিল, "আহা তোমার সোণার চাঁদ বুঝি আপনি এসেছে ? আমরা যাই—আকাশে ফাঁদ পাতিয়াছিলাম, তাই তোমার চাঁদ ধ'রে এনে দিইছি।"

স্নেহ। তোমরা কে ?

"কেন আমি, আর কুমার বাহাদুর।"

স্নেহ। ছিঃ, তুমি ওঁকে কি করে ব'ল্লে ?

ইন্দু স্নেহের গাল টিপিয়া বলিল, "তুই যে আধখানা হ'য়ে গেলি।"

স্নেহ। আর তোমার দাদা ?

"দাদার কি ? পুরুষের কি ও সব মনে থাকে ?"

স্নেহ। তা, আমার পরিচয়টা কিছু দিয়েছ কি ?

"আ পাগলি! তা কি দেওয়া যায় ? তুই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিস্—তার পর কি হ'ল কে জানে ? অপরে ব'ল্লে কি বিশ্বাস ক'র্‌বে ? এখন তুই নিজে যা পাবিস ক'র্‌বি।" স্নেহ এবার কাঁদিয়া ফেলিল, সে ইতিপূর্ব্বে ইহা একবারও ভাবে নাই, কথাটা শুনিয়া সে অকুল পাথার ভাবিল। এত আশা, এত ভরসা সবই নষ্ট হইল। পরিচয় পাইলে, সকল বিষয় শুনিলে—এবং তাঁহারই জন্য পিতামাতার মস্তক হেঁট করাইয়া 'দেশত্যাগ

করিয়াছি—ইহা জানিলে বিশেষ আদর ও সোহাগ করা দূরের কথা—গ্রহণ পর্য্যন্ত করিবেন না। স্নেহ আর দাঁড়াইতে পারিল না, পৃথিবী তাহার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল, সে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল।

কুসুম। কপালে আগুন, পোড়ারমুখি! একেবারে মরেছ? তুমি যে সতী সাবিত্রী, সেটা বিশ্বাস করান চাই?

স্নেহ। কপাল ঠুকে দেখি—না হয় মরিব।

কুসুম। অত অধৈর্য্য হ'লে, কাজ হয় না। দেখি কতদূর কি হয়। তোর জন্যই তো এত ক'রচি।

স্নেহ কথা কহিতে পারিল না, চক্ষুর জলে ধরা পড়িয়া গেল।

এই সময় কুমার বাহাদুর বাটীর ভিতর আসিলেন। ইন্দু হাসিতে হাসিতে বলিল, "কুটুম্ব পেয়ে বড়ই আমোদে আছ, এ দিকে যে আত্মহত্যা হয়।" স্নেহ তাহা শুনিয়া ছুটে পলাইল।

"কি পরামর্শ তাই জানতেই তো উকিল বাড়ী আসিলাম।"

কুসুম। অমন ক্লায়েণ্ট আমি চাই নে,—ফিজের সঙ্গে খোঁজ নাই।

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "ভাল ফি না হয় নগদই দিলাম,—কিন্তু পরামর্শটা কি বলা চাই তো?" বলিয়া কুসুমের গালে একটী চুম্বন করিলেন।

কুসুমও "যাও" বলিয়া যেমন করিয়া চাহিতে হয় চাহিলেন।

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আজ বলিলেম কুফল ফলিতে পারে, সময় বুঝিয়া কার্য্য করিব।"

"এদিকে শ্রীমতী রাধিকার যে বিরহানল প্রজ্জলিত।"

"বৃন্দা তবে কি করিতে?"

ইন্দু। দেখি কি করিতে পারি।

কু বা। তুমি না পার কি?

ইন্দু চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "সে খাটে তোমাদের কাছে।"

"যা ভাল বুঝ কর, আমি চলিলাম" বলিয়া কুমার বাহাদুর বাহিরে গেলেন।

ইন্দু স্নেহকে ডাকিয়া বলিল, "কেমন করিয়া স্বামীর মন ভুলাবি বল দেখি?"

স্নেহ কোন কথায় উত্তর দিল না, লজ্জায় মুখখানি হেঁট করিয়া রহিল—নীরবে দুই এক বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ডদেশ বহিয়া পড়িল। "আ ম'লো পোড়ারমুখি, আবার ন্যাকামি হ'চ্ছে।" বলিয়া স্নেহের গালে একটী চুম্বন করিল, তখন তাহারও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

ক্ষণেক পরে ঢোক গিলিয়া বলিল, "ছাই ও সব তো আমাদের অস্ত্র, উহা কি পুরুষের উপর খাটে?" বলিয়া ইন্দু স্নেহর দিকে একটী কটাক্ষ করিল। স্নেহ হাসিয়া ফেলিল।

ইন্দু বলিল, "তোর কিছু হবে না।"

স্নেহ বিদ্যার বহরটা একবার দেখাইল।

ইন্দু। তোর হাসিমাখা চাহনিতে পুরুষের মাথা ঘুরে যায়। তখন উভয়ে আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। শেষ স্নেহ বলিল, "যদি ভগবান করেন—তবেই এমনি করিয়া আমোদ করিব, নচেৎ—"

ইন্দু সকলই বুঝিল,—"বলিল ভাই! অমন কাজটী ক'রো না; অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হইলে যদি সন্দেহে সন্দেহে কিছু

বলেন, তবে তাঁহাকে তোমার নির্দ্দোষীতার প্রমাণ দিবে—বুঝাইবে।”

তাহার কথা শুনিয়া স্নেহ কাঁদিয়া ফেলিল।

ইন্দু সকলই বুঝিল, শেষ স্নেহকে বলিল, “বর্ষার ধারার মত কাঁদ্‌লে তো কাজ হ’বে না—নিজে শক্ত হওয়া চাই। যদি কথা না কহিয়া কেবল কাঁদ, তাহা হইলে তিনি সন্দেহ করিবেন, সাবধান হইয়া কথা কহিবে, অবশ্য ভগবান মুখ তুলিযা চাহিবেন। তখন যেন আমাদের মনে থাকে।”

স্নেহ। ভাই! তোমার কথা মনে থাকিবে না? তোমার ধার শোধ হ’বার নয়। তুমি আমার হারানিধিকে দেখাইযাছ, “এখন আমার মরণেও সুখ।
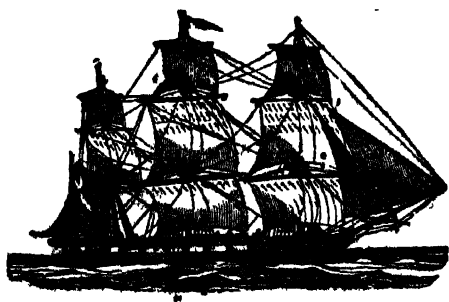
একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে,—এমন সময় শ্যামবাজারের রাস্তা দিয়া এক ব্যক্তি চলিয়াছেন! অনেক গলি ঘুঁজি ঘুরিয়া তিনি আপন বাসায় গিয়া দেখিলেন যে, একখানি চিঠি পড়িয়া আছে, আগ্রহ সহকারে উহা লইয়া পড়িলেন, পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখের ভাব কৌতুহল ব্যঞ্জক হইল। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, ইহা আবার কোন্‌রূপ মতলব? তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পত্রখানি আবার ভাল করিয়া পড়িলেন, তাঁহাতে লেখা আছে—

"মহাশয়,

মেছুয়া বাজারের পশ্চিমে হাঁসপুকুরের গলির ১০ নং বাটীতে অদ্য রাত্রি দশটার পর একাকী যাইবেন, আপনি যাহা খুঁজিতেছেন তাহাই পাইবেন। লোক সঙ্গে যাইলে কিছুই দেখিতে পাইবেন না। যদি বিশ্বাস হয় ও সাহস করিয়া যাইতে চান, তবে চোরবাগানের মোড়ে অযোধ্যা প্রসাদের দোকানে সন্ধ্যার পরই পত্রের উত্তর দিবেন।" ইতি

তিনি পত্রখানি তিন চারি বার ধরিয়া পড়িলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে যাওয়াই স্থির করিয়া পত্রের উত্তর লিখিলেন, "অদ্য রাত্রি দশটার পর কথিত স্থানে একাকীই যাইব।" ইতি

পরে পত্রখানি হাতে করিয়া চোরবাগানের মোড়ে অযোধ্যা প্রসাদের দোকানে যাইলেন। দেখিলেন—অযোধ্যা প্রসাদ বৃদ্ধ, পান বিক্রয় করে। তখন রাত্রি সাতটা, তিনি পত্রখানি এত পূর্ব্বে না দিয়া, নিজের নিকটই রাখিলেন এবং বরাবর হাঁস-পুকুরের বাটীটি দেখিতে গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন বাটীটি অনেক দিনের পুরাতন, জন মানব শূন্য প'ড়ো বাড়ী।

এরূপ বাড়ীতে দিবাভাগেই কেহ সাহস করিয়া প্রবেশ করে না। তিনি সাহস করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখি-লেন বাটীটি আবর্জ্জনায় পূর্ণ, ঘরগুলি ভাঙ্গা। কোন ঘরের ছাত ভাঙ্গিয়াছে,—কোনটীর দেওয়াল পড়িয়াছে। কোন ছাদে বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। দুই চারি দিন পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এখনও কোন কোন ঘরের ছাত ও দেওয়াল দিয়া সেই জল পড়ি-তেছে। সকল ঘরগুলি দেখিতে দেখিতে চলিলেন—শেষ দেখি-লেন রাস্তা হইতে অনেক দূরে দ্বিতলের একটী ঘর অপেক্ষাকৃত ভাল ও দরজা জানালাগুলি শক্ত, সম্প্রতি কেহ সে ঘরটী ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়াছে। তিনি ঘরটীর চতুর্দ্দিক ভাল করিয়া দেখিলেন —পরে হাসিলেন। নীচে নামিয়া দেখিলেন— সেই ঘরের পশ্চাৎ দিকে এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের একটী শাখা জানালা হইতে ৪।৫ হাত উচ্চে অবস্থিত, তিনি সেই শাখা হইতে একটী মোটা দড়ি ঝুলাইয়া, পরে দড়িটী জানালার উপরে একটী পেরেকে বাঁধিয়া রাখি-

লেন। জানালার দুইটী গরাদে বাহির হইতে খুলিয়া রাখিলেন, ঘরের ভিতর হইতে ইহার কিছুই দেখা যায় না। ঘড়িতে দেখিলেন, আটটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই। তিনি তাড়াতাড়ি বাটী হইতে বাহির হইয়া অযোধ্যা প্রসাদের দোকানে গিয়া পত্র-খানি দিয়া চলিয়া গেলেন।

ক্ষণেক পরে এক বৃদ্ধ খোট্টা আসিয়া অযোধ্যা প্রসাদের দোকানে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে ছিন্ন মলিন বসন, গাত্রে ছিন্ন কুর্ত্তি, মস্তকে বৃহৎ পাগড়ি, পায়ে ছিন্ন নাগরা। বৃদ্ধ আসিয়াই বলিল, 'বাবা ভুখা মরতেহেঁ।"

অযোধ্যা প্রসাদ একটী পয়সা দিতে গেল; বৃদ্ধ বলিল, "বাবা হাম ভিক্ মাংতা নেই, হামকো নকরি দেও। বাল-বাচ্ছাওয়ালী—দানা বেগর মর্‌তে হৈঁ।"

এই সময় অপর এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "ওহে অযোধ্যা আমার কোন চিঠি আছে?"

"এই একটা বাঙ্গালী বাবু এইটা দিয়ে গেছে।" বলিয়া অযোধ্যা একখানা চিঠি দিল। সে লোকটা চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় বৃদ্ধ তাহাকে চাকরির কথা বলায়, সে ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আও"। বৃদ্ধ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বৃদ্ধকে একটী গলির মোড়ে দাঁড় করাইয়া, সেই লোকটী গলির মধ্যে চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পরে সেই ব্যক্তি অপর তিনজনকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া আসিল, বৃদ্ধ সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। ১ম ব্যক্তি বলিল, "তোম্ বড়বাজার হাঁসপুকুর জান্‌তা?

বৃদ্ধ। ঢোঁড় লেগা।

১ম ব্যক্তি। জল্‌দি যাও—১০ নং মোকান্ কো পাস্ খাড়া রও।

বৃদ্ধ সেলাম করিয়া চলিল।

সন্ধ্যার পর পাহারায় যাইবার কথা, শান্তশীল এখনও আসিতেছেন না দেখিয়া—বিরক্ত হইয়া মণ্ডলাবক্স ঘর বাহির করিতেছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ আসিয়া বলিল, "হুজুর! ভুঁখা হায়।"

বিকট মুখভঙ্গী করিয়া মণ্ডলাবক্স সাহেব বলিলেন, "ব্যাটার জন্য আমি খাবার নিয়ে বসিয়া আছি—যা বেটা।"

বৃদ্ধ। কুচ্ মেহেরবাণি করো বাবা।

মণ্ডলা। বেটাকে জেলে দেব, জানিস্ আমরা পুলিশের লোক।

বৃদ্ধ। হুজুর হাম্ জোৎসি হায়। নসিবকা ভালা বুরা বোল্‌নে সেক্‌তা হায়।

বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া মণ্ডলাবক্স ভাবিলেন—সুযোগ মন্দ নহে, এ ব্যাটাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়। পরে বলিলেন, "আচ্ছা এ কেস্‌টার কবে শেষ হ'বে?"

বৃদ্ধ। কা'ল।

মণ্ডলা। ডাকাত ধরা পড়্‌বে?

বৃদ্ধ। হাঁ।

মণ্ডলা। ডাকাত ধরা পড়িলে আমাদের প্রমোশন হ'বে?

বৃদ্ধ। হাঁ।

মণ্ডলা। কার কার প্রমোশন হবে?

বৃদ্ধ। তোমারা আউর নয়া জমাদারকা।

মওলা। নয়া জমাদার কোন্ হায়—উস্‌কো নাম কেয়া?

বৃদ্ধ। শান্তশীল বাবু।

এতক্ষণে গণকের কথায় মওলাবক্সের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরজি! নয়া জমাদারকো আনেকো এত্যা দেরী হোতা কাহে—ও কব্‌ আওয়েগা?

বৃদ্ধ এবার হাসিয়া ফেলিল—বলিল, "সেলাম জমাদার সাহেব—এতেও চিন্‌তে পারলেন না?"

মওলাবক্স বলিলেন, "সাবাস্ ভায়া! আমার চোকেও ধূলো?"

"আপনিই পাহারায় যান্—সঙ্গে একজন পাহারাওয়ালা রাখিবেন, আমি নূতন ব্যাপারে চলিলাম।" সংক্ষেপে বৃদ্ধ মওলাবক্সকে সকল কথা বলিলেন. মওলাবক্স শুনিয়া বলিলেন, "ভায়া! ছেলে মানুষ এখনও পুলিশের হাঙ্গামা, খুন জখমে প'ড় নাই; একলা যেও না।"

বৃদ্ধ। তবে সেখানকার বন্দোবস্ত করিয়া, আপনি দুই তিন-জন পাহারাওলা সঙ্গে হাঁস পুকুরের সেখানে ১০টার মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইবেন।

উভয়েই গন্তব্য স্থানে চলিলেন—বৃদ্ধ গিয়া ১০ নং বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পরে সেই চারি-জন লোক আসিয়া, তাহাকে দ্বারে দাঁড় করাইয়া, বাটীর ভিতর গেল। ক্ষণেক পরে একজন আসিয়া বলিল, "হিঁয়া খাড়া রহো, কৈ বাবু আনেসে হাম্‌লোক্‌কো খবর দেও।"

বৃদ্ধ "যো হুকুম" বলিয়া সেলাম করিল।

ইত্যবসরে মণ্ডলাবক্স চারিজন পাহারাওলা সঙ্গে উপস্থিত হই-লেন। বৃদ্ধ তাহাকে নিজ বেশ পরাইয়া যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পরে বৃদ্ধ ভিতরে গিয়া বলিল, "হুজুর! এক বাবু আয়া—হাম্ খবর দেনেকো আয়া।"

এই কথা শুনিযা তিনজন দ্বিতলের সেই ঘরের পশ্চাৎ দিকে লুকাইয়া রহিল, অপর একজন তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল।

সম্মুখে একটী ভদ্রলোককে দেখিয়া আদর করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। যাইবার সময় বৃদ্ধকে বলিয়া গেল "তোম্ হিঁয়া রহো—কিসিকো ভিতব ছোড়ো মাৎ।"

সেই ভদ্র লোকটীকে সঙ্গে করিয়া বরাবর দ্বিতলের ঘরে গিয়া বসাইল। উভয়েই ক্ষণেক কোন কথাবার্ত্তা নাই—চুপ করিয়া রহিলেন, পরে আগন্তুক কহিলেন, "মহাশয়! আমাকে কি জন্য ডাকা হইয়াছে?"

লোক। আপনারই নাম কি শান্তশীল বাবু? আপনিই কি পুলিশে কার্য্য করেন?

আগন্তুক। আজ্ঞা হাঁ।

লোক। আপনাকে জব্দ না করিলে, আমরা নির্ব্বিবাদে কার্য্য করিতে পাইতেছি না।

ইত্যবসরে সেই লোকটী কি ইসারা করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তিন জন লোক আসিয়া শান্তশীলকে ধরিল। এরূপভাবে পশ্চাৎ দিক হইতে এত শীঘ্র আক্রান্ত হইবার আশা তিনি করেন নাই। দৃষ্টির পলক পড়িবার পূর্ব্বেই শান্তশীল দেখিলেন—তাহারা রুমাল বাহির করিতেছে, রুমালের তীব্রগন্ধ তাঁহার নাসিকায় প্রবেশ

করিল; আর অপেক্ষা করা চলে না ভাবিয়া, তিনি জোর করিয়া উঠিলেন, ও পকেট হইতে একটী বাঁশি লইয়া ফুৎকার দিলেন।

গুণ্ডারা পরস্পর তাকাইল—বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া, ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে পশ্চাতের জানালার গরাদে খুলিয়া গেল ও এক এক করিয়া তিনজন লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। যখন তাহারা দেখিল পুলিস আসিতেছে, তখন পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। দ্বারের নিকটস্থ তিনজন, লম্ফ দিয়া পার্শ্বের ভাঙ্গা ঘরে পড়িল। অপর ব্যক্তিকে শান্তশীল ধরিলেন—সে ছুরী বাহির করিল। শান্তশীল পকেট হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে রিভলবার বাহির করিয়া তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এক পা অগ্রসর হইলে, তোমার মাথা উড়াইব।"

সে ব্যক্তি পলাইবার উপায় দেখিতেছে, ইত্যবসরে বৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাকে দেখিয়া গুণ্ডার বল হইল; সে বলিল, "ইস্‌কো পাকড়াও।" বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি গিয়া গুণ্ডার হাতে হাতকড়ি দিল। গুণ্ডা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। অপর দিক হইতে কয়েকজন পাহারাওলা সেই তিনজনের অনুসরণ করিল, কিন্তু তাহারা কিরূপে পলাইল তাহার অনুসন্ধান হইল না। বলা বাহুল্য ইহাও বলভদ্রের অপর কীর্ত্তি।
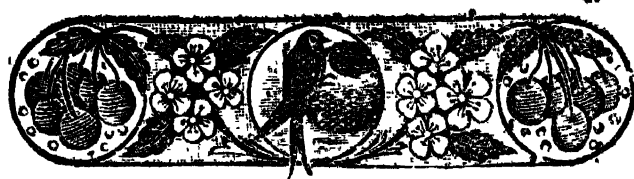
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

আয়োজন।

সে দিন রাত্রেও মণ্ডলাবক্স ও শান্তশীল পূর্ব্বরূপ চিলে ঘরের পাহারায় রহিলেন,—কিন্তু সমস্ত রাত্রের মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। প্রাতে পাহারাওয়ালাদ্বয়কে পাহারার ভার দিয়া তাঁহারা দুইজন বাসায় ফিরিলেন।

রাত্রের গভীর নির্জ্জনতায় তিনি শতবার ভাবিলেন, বলভদ্র সিংকে তিনি পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছেন, কিন্তু সহসা কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল,—যে দিন প্রথমে তিনি কলিকাতায় আসেন,—সেই দিনই ঘাটে ইহার সহিত দেখা হইয়াছিল,—এই লোকই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার আত্মীয়ের বাসায় লইয়া যায়। তৎপরে তিনি তাহাদের বাসায় আহারাদি করেন,—তৎপরে শয়ন করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। জ্ঞান হইলে শূন্য গুদাম ঘরে পড়িয়া আছেন, জানিতে পারেন। ইহারাই তাঁহার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছিল। তবে বলভদ্র সিং হিন্দুস্থানি নহে বাঙ্গালী। তিনি বাসায়

আসিয়াই পূর্ণিয়ার পুলিশকে টেলিগ্রাফ করিলেন। বলভদ্রসিং বলিয়া পূর্ণিয়ায় কোন জমিদার আছে কি না।—তিন ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ণিয়ার পুলিশ উত্তর দিল,—এ নামের কোন জমিদার এখানে নাই।

এরূপ অবস্থায় ইহাদিগকে আর গ্রেপ্তার করিতে কোন মতেই বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। প্রমাণও যথেষ্ট সংগ্রহ হইয়াছে,—স্ত্রীলোকটীর কাটামুণ্ডু ইহাদের বাড়ীর পার্শ্বের চিলে ঘরে রহিয়াছে। নিশ্চয়ই ইহাদের বাড়ী হইতে এই ঘরে আসিবার পথ আছে,—অনুসন্ধান করিলেই বাহির হইবে।

এই স্ত্রীলোকটীর কন্যা ইহাদের নিকটই রহিয়াছে। ইহার মাকে যে ইহারা কাড়িয়া আনিয়াছিল, তাহা এই কন্যার মুখেই প্রকাশ পাইবে। খালধারের প'ড়ো বাড়ীতে যে লাস পাওয়া গিয়াছিল, তাহা যে এই কন্যার বাপের ও এই স্ত্রীলোকের স্বামীর, তাহাও ঐ কন্যা বলিবে।

হরিরাম যে ইহাদের দলের একজন তাহা হরিমতীর দ্বারা সপ্রমাণ হইবে;—বিশেষতঃ চোরাই নোট চিলে ঘরে কাটামুণ্ডুর সহিত একত্রে পাওয়া যাইবে। সুতরাং চুরি সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না।

প্রয়োজন হয়তো কুমার বাহাদুর বলিবেন, যে ইহারাই ষড়যন্ত্র করিয়া, তাঁহার বন্ধুকে গড়পারের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ কুমার বাহাদুর সম্বন্ধে ইহারা যে চক্রান্ত করিয়াছে, তাহাতে হাতে নাতেই ধরা পড়িবে।

এই সকল ভাবিয়া শান্তশীল শওলাবক্সের সহিত পরামর্শ করিয়া, শীঘ্রই ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করা স্থির করিলেন।

তিনি সত্বর সমস্ত কথার রিপোর্ট লিখিয়া কমিশনার সাহেবের নিকট চলিলেন।

সাহেব তাঁহার রিপোর্ট পড়িয়া ও তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া, শান্তশীলের প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। ইহারা যে একটা বড় বদমাইসের দল, তাহা জানিতে তাঁহার আর বিলম্ব হইল না। তিনি স্বয়ং সদলে উপস্থিত থাকিবেন বলিলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "দড়ির সিঁড়ি সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর।"

শান্তশীল বলিলেন, "এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তবে মনে হয় যে ইহারা পালাইবার জন্যই এই ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারা জানে যে এই ছোট অন্ধকার গলির দিকে কাহারও নজর পড়িবে না। পুলিশ বাড়ীতে প্রবেশ করিলে বাড়ীর পিছনের চিলে ঘরের ভিতর দিয়া তাহারা একে একে দড়ির সিঁড়ি দিয়া পলাইতে পারিবে। সেই জন্য পূর্ব্ব হইতেই এই বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে।"

সাহেব বলিলেন, "তাহাই ঠিক। তুমি এদের গ্রেপ্তারের জন্য কি বন্দোবস্ত করিতে চাও,—দল নিশ্চয়ই বড়,—লোকগুলাও ভয়ানক।"

শান্তশীল বলিলেন, "আমার ইচ্ছা এই ছোট গলির ভিতর, আমাদের জন কতক বলবান লোক রাখিব। যদি ইহারা এই দড়ির সিঁড়ি দিয়া পলাইবার চেষ্টা পায়,—তাহা হইলে যেমন এক এক করিয়া নামিয়া আসিবে,—অমনই ধরা পড়িবে। যাহাতে শব্দ করিতে না পারে,—তাহাই করিতে হইবে। তাহা হইলে উপরের লোক কোন কিছু জানিতে না পারিয়া একে একে নামিয়া আসিবে।"

সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "খুব ভাল বন্দোবস্ত। আর——?"

"ছাদে যে রকম পাহারায় ছিলাম—সেই রকম জন কয়েক পাহারায় থাকিবে, যদি এরা চিলে ঘরের দিকে আইসে - অমনি বাঁশী বাজাইবে। নিচেয় বড় বড় থান কয়েক মই লইয়া জন কতক থাকিবে। তাহারা সঙ্কেত পাইলেই ছাদে উঠিয়া যাইবে।

"বেশ।"

"আমি ও কুমার বাহাদুর নিমন্ত্রণ মত ওদের বাড়ী যাইব। বাড়ীর চারিদিকে লোক থাকিবে—আমরা সঙ্কেত করিলে তাহারা সকলে বাড়ীতে প্রবেশ করিবে। এরূপ করিলে কোন দিক দিয়াই ইহারা পালাইতে পারিবে না।"

"আমি এখনই সব বন্দোবস্তের জন্য হুকুম দিতেছি। যদি আসামী ধরা পড়ে, তোমাকে বিশেষ প্রোশসন দিব।

শান্তশীল অবনত মস্তকে সসম্মানে বলিলেন, "এ কেসে আমার সঙ্গে মওলাবক্স জমাদার আছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমি কিছুই করিতে পারিতাম না।"

সাহেব মওলাবক্সকে চিনিতেন। হাসিয়া বলিলেন, "তাহারও প্রমোশন হইবে।"

রাত্রির সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিতে পুলিশ অফিসেই প্রায় সন্ধ্যা হইল। অতি গোপনে সকল কার্য্য সমাধা হইল,—এমন কি, যাঁহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারাও ভিতরের কোন কথা জানিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার সময়ে বাসায় আসিয়া, শান্তশীল নিজের প্রস্তুত হইবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা লইয়া—সত্বর কুমার

বাহাদুরের প্রাসাদের দিকে প্রস্থান করিলেন। অলস প্রকৃতি মওলাবক্সও আজ উৎসাহে পূর্ণ। তিনিও সত্বর আহারাদি করিয়া, পুলিশ আফিসের দিকে চলিলেন।

কুমার বাহাদুর ব্যগ্রভাবে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এত দেরি?"

শান্তশীল পুলিশের যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন, সকলই বলিলেন। শুনিয়া কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "তা হইলে আজ খুব একটা মজা হইবে।"

শান্তশীল গম্ভীরভাবে বলিলেন. "আমাদের ভাগ্যে কি হইবে ভগবান জানেন,—শত্রুর মধ্যে যাইতেছি—তাহারা কেহই সহজ লোক নয়।"

"এত পুলিশ আমাদের চারিদিকে থাকিবে, আমাদের ভয় কি?"

"তবুও সাবধানের মার নাই। আপনি একটা রিভলবার সঙ্গে লইবেন। আমি লইয়াছি।"

"তা ক্ষতি নাই। সাবধানে থাকা ভাল।"

তাঁহারা উভয়ে শীঘ্রই বেশ বিন্যাস সম্পন্ন করিলেন। দ্বারে বৃহৎ দুইটী অশ্ব সজ্জিত গাড়ী. কুমার বাহাদুরের অপেক্ষায় ছিল। উভয়ে আসিয়া এই গাড়ীতে উঠিলেন। সহিস দ্বার বন্ধ করিল। কুমার বাহাদুরের পুরাতন জমাদার রামসিং স্বর্ণনির্ম্মিত আসাসোটা লইয়া কোচবাক্সে উঠিল।

রাত্রি প্রায় আটটার সময়ে কুমার বাহাদুরের গাড়ী বলভদ্রসিংয়ের দ্বারে আসিয়া লাগিল। বলভদ্রসিং দ্বারে কুমার বাহাদুরের অপেক্ষা করিতেছিলেন। অতি সমাদরে উভয়ের হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন।

দ্বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নৃত্যগীত।

বলভদ্রসিংয়ের বাড়ী আজ আলোকমালায় সজ্জিত। দ্বারে বহু লোক,—অধিকাংশই মুসলমান,—দেখিলেই স্পষ্ট গুণ্ডা বলিয়া বোধ হয়,—কয়েকজন দ্বারবানও বড় বড় লাঠি হস্তে বসিয়া আছে।

কুমার বাহাদুর ও শান্তশীল প্রবেশ করিলে সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল। বলভদ্রসিংহ তাঁহাদের উপরের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

ঘরটী ঝাড় ও দেয়ালগিরিতে সজ্জিত। ঝাড় দেয়ালগিরি হইতে বেল ও জুঁই-ফুলের মালা ঝুলিতেছে। তাহাদের সুমিষ্ট গন্ধে গৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

গৃহ মধ্যে বিস্তৃত ফরাসে ৭।৮ জন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন,—তাঁহারা কুমার বাহাদুরকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহের এক পার্শ্বে দুই জন বাইজী সদলে উপবিষ্টা,—তাঁহারাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুমার বাহাদুরকে সম্মান করিল।

আর একটী সুন্দরী তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাদের গাত্রে গোলাপজল সেচন করিল,—সুবর্ণপাত্রস্থ আতর সম্মুখে ধরিল, তৎপরে কুমার বাহাদুরের কণ্ঠে একছড়া সুন্দর ফুলের মালা পরাইয়া—তাঁহার সঙ্গীর গলায় দিতে গিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য চমকিত হইল। তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহার কণ্ঠেও একছড়া মালা পরাইয়া দিল।

বলভদ্রসিংহ উভয়কে মহা সমাদরে লইয়া বাইজীদ্বয়ের সম্মুখে বসাইলেন। তাঁহারা নিজ পানদান হইতে পান লইয়া উভয়কে প্রদান করিলেন।

তখন কুমার বাহাদুরের সঙ্গী একবার গৃহের চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে দেখিলেন, রামচরণ ও হরিরামও আছে। পাছে তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারে বলিয়া, তাঁহার ভয় হইয়াছিল,—কিন্তু তাহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া জানিলেন, তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই।

হবিমতী তাঁহার কণ্ঠে মালা পরাইবার সময় মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিয়াছিল,—ইহা কেহই লক্ষ্য করে নাই,—কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়াছিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "হবিমতী কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে?" তৎপরে ভাবিলেন, যদি চিনিতে না পারিয়া থাকে, তবে কি তিনি তাঁহার উপস্থিতি তাহাকে জানাইবেন। কি জানি সে যদি এদের দলেরই হয়। বেশ্যাকে বিশ্বাস করা কোন মতেই উচিত নহে। তবে এ পর্য্যন্ত যেরূপ দেখা গিয়াছে, তাহাতে তাহাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।"

বলভদ্রসিংহ কুমার বাহাদুরকে নানা কথায় আপ্যায়িত

করিতেছিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার সঙ্গী বাড়ীটা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। বুঝিলেন বাটীর ভিতর একটু উঠান আছে। ঐ উঠানের পরেও অনেকগুলি ঘর,—সে দিকেও কয়েক-জন লোক ঘুরিতেছে। এই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বে একটা বড় বারান্দা। দেখিলেন, বারান্দার এক পার্শ্বে ছাদে যাইবার সিঁড়ি। ছাদের সিঁড়ীতে কোন আলো ছিল না। তিনি দেখিলেন, ঐ সিঁড়ির মাঝামাঝি একটা সোপানে কে একজন বসিয়া আছে, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া দেখিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। অবশেষে দেখিলেন,—এ সেই বালিকা। বোধ হয় ভয়ে সে এদিকে আসিতেছে না। অন্ধকারে লুকাইয়া বসিয়া আছে।

এই সময়ে বাইজীদ্বয়ের একজন গাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। বলভদ্রসিংহ হরিমতীকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি এইখানে ব'সো,—দে'খো যেন যত্ন আদরের কোন রকম ত্রুটী না হয়।"

হরিমতী হাসিয়া বলিল, "আমি আছি তবে কি জন্যে?" সে মৃদু হাসিয়া উভয়ের মধ্যে বসিল,—উভয়কে আদরে পান দিল। কুমার বাহাদুরের দিকে ফিরিয়া মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "কোন কষ্ট হ'ল না তো,—আপনার পায়ের ধুলো পড়বে, কে ভেবে-ছিল?"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "আমি কি কোন অদ্ভুত জানোয়ার?"

হরিমতীও হাসিয়া বলিল, "আপনি সব বল্‌তে পারেন।"

এই সময়ে বাইজী মধুর কণ্ঠে গান আরম্ভ করিলেন। তখন সকলের দৃষ্টিই সেই দিকে পড়িল। সকলেই কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া গানে মনোনিবেশ করিলেন।

কেবল কুমার বাহাদুরের সঙ্গীর গানে মন ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই সতর্ক হইয়া চারিদিক অপরের অলক্ষিতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, হরিমতী সুকৌশলে তাঁহার অতি নিকটে বসিল। দুইটা তাকিয়া টানিয়া আনিয়া একটা কুমার বাহাদুরকে দিয়া বলিল, "ভাল হয়ে বসুন।"

কুমার বাহাদুর গান শুনিতে শুনিতে হরিমতীর দিকে চাহিয়া, হাসিয়া সেটা টানিয়া লইলেন। সে অপর তাকিয়াটা কুমার বাহাদুরের সঙ্গীর পার্শ্বে রাখিয়া বলিল, "আসুন, এটাতে আমরা দুজনে ঠেসান দিয়া বসি।"

তিনি ঠেসান দিয়া বসিলেন,—সেও বসিল,—তাহাদের দুই-জনের মুখ প্রায় পাশাপাশি হইল। সম্মুখস্থ বাইজী ব্যতীত আর কেহই তাঁহাদের মুখ দেখিতে পাইতে ছিল না।

সঙ্গী ভাবিলেন, "একি আমাকে চিন্তে পেরেছে ?"

খুব বেগে সঙ্গীত লহরী ছুটিতেছিল। সকলেরই মন গানে নিবিষ্ট। সহসা সঙ্গী চমকিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন হরি-মতী তাঁহার হাত টিপিল। তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

সে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "চিনেছি।" সে এমনই ভাবে কথা কহিল যে তাহার ওষ্ঠ প্রায় নড়িল না। তিনি বিস্মিত হই-লেন,—কোন কথা কহিলেন না।

সে সেইরূপ ভাবে বলিল, "অনেক কথা আছে।" এবার সঙ্গী তাহার ন্যায় অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "উপায় কি ?"

সে বলিল, "কোন ওজরে একবার বাহিরে যাও।"

সঙ্গী কোন উত্তর না দিয়া চিন্তিত হইলেন,—কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "বিশ্বাস কি ?"

হরিমতী। পরেই জানতে পা'রবে।

সঙ্গী। আচ্ছা তাই।

হরিমতী। চুপ।

এই সময়ে বলভদ্রসিংহ তথায় আসিলেন,—তাঁহারা তিনজনে সরিয়া বসিয়া তাঁহাকে স্থান দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন শুনচেন?"

উভয়েই বলিলেন, "খুব চমৎকার।"

বলভদ্রসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "আপনাদের সন্তোষ হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক।"

তখন সকলেই নীরবে বাইজীর দিকে চাহিয়া গান শুনতে লাগিলেন। একটা গান শেষ হইলে বলভদ্রসিংহ আবার উঠিয়া গেলেন। অপর বাইজী উঠিয়া গান আরম্ভ করিলেন।

গানের মধ্যে হরিমতী আবার পূর্ব্বরূপ ভাবে বলিল, "দেরি ক'র না।"

সত্য কথা বলিতে কি কুমার বাহাদুরকে একা ছাড়িয়া, অন্যত্র যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল না। হরিমতীর উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাসও ছিল না।

তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "তুমি সঙ্গে যাবে?"

হরিমতী। হাঁ।

সঙ্গী। কেন তুমি এত করিতেছ, না বল্লে যেতে পারি না।

হরিমতী। মেয়ে মানুষের মন তোমরা বুঝবে না। একটু পরে হরিমতী বলিল, "বিশ্বাস কর। পরে দেখবে যাহা হয় হইবে। সঙ্গী তাহার সহিত যাওয়াই স্থির করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"তোমার এই কাজ?"

পার্শ্ববর্ত্তী একটা ঘরে জন কতক লোক লইয়া একটা সভা বসিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বলভদ্রসিংহ আসিয়া ইহাদের পরামর্শে যোগ দিতেছিলেন। আবার উঠিয়া গিয়া কুমার বাহাদুরকে আপ্যায়িত করিতেছিলেন।

এবার তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, বেশী রাত না হ'লে কাজ হবে না। ১২টা বাজুক।"

একজন বলিলেন, "দুজনকে তফাত করা চাই। দুজন এক সঙ্গে থাক্‌লে কাজের সুবিধা হবে না।"

বলভদ্র। সে ঠিক,—কিন্তু দুজনকে কি বলে তফাত করা যায়।

হরিরাম বলিলেন, "হরিমতীকে শিখিয়ে দাও, সে কোন ছল ক'রে ওকে আর একটা ঘরে নিয়ে যাক। খানিকক্ষণ ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখুক, ততক্ষণে কাজ হ'য়ে যাবে।

১ম ব্যক্তি। হাঁ,—১৫ মিনিটেই কাজ হয়ে যাবে।

২য় ব্যক্তি। একবার কাজ হয়ে গেলে, তারপর আর ভয় নেই।

বলভদ্র। হরিমতীব সঙ্গে কি যাবে? কুমার বাহাদুরও সঙ্গে যে'তে চাহিবে।

১ম ব্যক্তি। যাতে তা না চায়,—তাই করা চাই।

হরিরাম। সেটা তো হরিমতীকে বলে দিতে হ'বে।

২য় ব্যক্তি। জল খাবারের নাম করিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যা'ক।

বলভদ্র। গাধা—তা হ'লে কুমার বাহাদুরকেও বল্‌তে হবে।

১ম ব্যক্তি। একটা কিছু দেখা'বার নাম করে তুলে নি— যাবে।

বলভদ্র। তা হ'লে কুমার বাহাদুরও সঙ্গে যেতে চাইবে।

সকলেই তখন এই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বলভদ্র বলিলেন, তোমরা ভেবে একটা ফন্দি বা'র ক'র। আমি একবার তা'দের দেখে আসি।"

এই বলিয়া বলভদ্র আবার আসরে আসিয়া কুমার বাহাদুরের নিকট বসিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাইজী গান বন্ধ করিয়া বসিলেন। সঙ্গী কুমার বাহাদুরের পার্শে আসিয়া কাণে কাণে বলিলেন, "চিনেছে, —সঙ্গে যেতে চাই, সাবধানে থাকুন,—বলুন আমার প্রস্তাব পেয়েছে।"

বলভদ্রসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দুই কুটুম্বতে এত কাণে কাণে কথা কি?"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "বড় কঠিন সমস্যা,—লজ্জায় বল্‌তে পারুচেন না,—কুমার বাহাদুরের প্রস্তাব পেয়েছে।"

বলভদ্রসিংহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই হরিমতী সত্বর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আসুন না,—আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্চি।"

সঙ্গী সলজ্জ ভাবে বলিলেন, "আপনি কেন কষ্ট পাবেন ?"

"সে কি ? আসুন !" বলিয়া হরিমতী তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে বলভদ্র তাহাকে ডাকিলেন। সে সঙ্গীকে বলিল, "একটু দাঁড়ান,—এখনই আস্‌ছি।"

হরিমতী বলভদ্র সিংহের নিকটে আসিলে, তিনি তাহার কাণে কাণে বলিলেন,—"শীঘ্র আস্‌তে দিস্ না,—ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখিস্।" "ব'ল্‌তে হবে না—" বলিয়া হরিমতী সত্বর আসিয়া সঙ্গীর হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইল।

হরিমতী তাঁহাকে ছাদে যাইবার সিঁড়ির পার্শ্ব দিয়া লইয়া চলিল। সিঁড়ীর একটু দূরে একটী ঘর,—সেই ঘরের ভিতর দিয়া গিয়া আর একটী ঘর,—সেখানে আসিয়া নিঃশব্দে হরিমতী দ্বার রুদ্ধ করিল। কিন্তু তাঁহাদের কেহই দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিলেন না।

ক্ষুদ্র বালিকা নীরবে সিঁড়ির উপর বসিয়া ছিল, তাহাদের উভয়কে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া—সে প্রথমেই ঘরে প্রবেশ করিয়া এক কোণে লুকাইত রহিল। হরিমতী তাহাকে ভাল-বাসিত,—হরিমতীকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারিত না।

যে ঘরে হরিমতী ও সঙ্গী প্রবেশ করিয়াছিলেন,—তাহার এক দিকে একটা জানালা ছিল। ঐ জানালার পশ্চাদ্দিকে হরিরাম লুক্কায়িত ভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

হরিমতী ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল, "ভয় নাই,—তোমাকে এখানে খানিকক্ষণ রাখ্‌তে বলেছে।"

সঙ্গী শঙ্কিত ভাবে বলিলেন, "তবে তো কুমার বাহাদুরের বিপদ ঘট্‌তে পাবে।"

"একটু বেশী রাত না হ'লে কিছু ক'র্‌বে না।"

"কি ক'র্‌বে?"

"ঠিক বল্‌তে পারি না। আমাকে সব কথা লুকায়, তবে প্রাণের ভয় নেই,—কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টায় আছে।"

"কি ক'র্‌বে শুনেছ কিছু।"

"না,—যাতে না পারে,—তাই ক'র্‌তে হবে।"

"তোমার এদের ওপর রাগ কেন?"

"রাগ কেন? সব বল্‌লে তুমি বেটাদের খুন ক'র্‌তে চাইবে। সেই খুনের মধ্যে আমিও ছিলাম—ব'লে আমাকে ভয় দেখিয়ে মারধোর ক'রে লিখিয়ে নিয়েছে। এখন রোজ আমাকে ধরিয়ে দিতে চায়। কি করি,—প্রাণের ভয়ে যা বল্‌চে তাই ক'র্‌চি। সে দিন বেটারা আমাকে হাত পা বেঁধে সেই কাটামুণ্ডুর ঘরে ফেলে রেখেছিল। অন্য কেউ হ'লে পাষাণ হয়ে যেতো। ভাগ্‌গি আমি সেটা আগে দেখেছিলাম।"

"কেমন করে দেখ্‌লে?"

"এক দিন বাড়ীতে কেহই ছিল না। কেহই নাই দেখে আমি বাড়ীটা ভাল করে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। দেখি পেছন দিক্‌কার দেয়ালে একটা গুপ্ত দ্বার রয়েছে। দুটা চাবি সেখানে ঝুলচে। একটা চাবি দিয়ে দরজা খুলে দেখি একটা ছাদ,—তারপর সেই চিলে ঘর। চাবি খুলে ঘরে গিয়ে দেখি একটা আলমারি

রয়েছে,—আমার চাবির থোলোর একটা চাবি আলমারিতে লাগিল,—তারপর দেখি সেইটা,—জানালাটা উঁকি মেরে দেখ্‌তে গিয়ে দেখি কতকগুলা গরাদে খোলা,—আলমারির নিচেয় একটা দড়ির সিঁড়ি প'ড়ে আছে। তাই তোমাকে লিখেছিলাম,—কি কষ্টে চিঠি পাঠিয়েছিলাম তা ভগবানই জানেন।"

"এরা টের পাই নি ?"

"না,—এদের বুড়ি ঝি ঘন্টির মা'কে হাত ক'রে, মেয়েটাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম।" মেয়েটা আমায় বড় ভালবাসে।"

"আমাকে খবর দিয়েছিলে কেন ?"

"তুমি পুলিশে চাকরি কর,—বেটাদের ধরিয়ে দেব ব'লে। হরিমতী কি মেয়ে এখনও টের পান্ নি।"

"তোমার আর ভয় নেই,—আজকেই এদের লীলা খেলা শেষ হবে।"

"আজই ধরবার বন্দোবস্ত ক'রেছ ?"

"ইচ্ছে তো।"

"তবে চল, আর এখানে দেরি ক'রো না।"

"হাঁ,—কুমার বাহাদুর একা রয়েছেন।"

তাহারা উভয়ে পরের ঘরে আসিলেন,—দেখিলেন সে দ্বার রুদ্ধ। এমন সময়ে বালিকা কোণ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, দরজা বন্ধ ক'রে গে'ছে ?"

হরিমতী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কে দরজা দিয়াছে ?"

বালিকা বলিল, "কেন বাবু। তুমি এখানে এ'লে—আমিও এসেছিলাম, কোণে লুকিয়ে ছিলাম। বাবু এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।"

শান্তশীল বাবু লম্ফ দিয়া দ্বারের নিকটস্থ হইলেন। দ্বার টানিয়া দেখিলেন—বাহির হইতে রুদ্ধ,—তিনি বন্দি হইয়াছেন।

তিনি হবিমতীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার এই কাজ?"
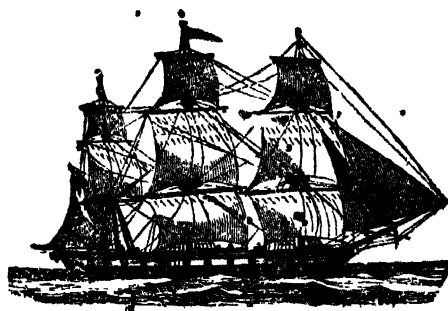
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রুদ্ধ কক্ষে।

হরিমতী চারি দিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া বলিল, "তুমি আমাকে অবিশ্বাস ক'রচো,—মনে করেছ আমি তোমাকে ভুলিয়ে এনে আটক করেছি? তা নয়,—'পরে দেখ্‌তে পাবে,—এখন অত বাজে কথার সময় নাই। এরা আমাকে অবিশ্বাস ক'রে, তোমায় আমায় এক সঙ্গে এক ঘরে আটক করেছে,—এখন উপায়? বোধ হয় তারা কুমার বাহাদুরকে বিপদে ফেলেছে।"

এরূপ ব্যাকুল ও হতাশ ভাবে হরিমতী এই কথাগুলি বলিল যে, শান্তশীল তাহাকে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া দরজাটী খুলিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু দ্বার এমনই ভাবে বাহির হইতে বন্ধ করিয়াছিল যে, একটুকু ফাঁক পর্য্যন্তও ছিল না।

ভিতরের ঘরে একটী মাত্র জানালা ছিল। শান্তশীল দেখিলেন সেটীও বাহির হইতে সুদৃঢ় ভাবে বন্ধ। অনেক চেষ্টা করিলেন,—কিছুতেই জানালা খুলিতে পারিলেন না। তাঁহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ছুটিল। তিনি কুমার বাহাদুরের জন্য

বিশেষ চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন, সব কাজই বোধ হয় পণ্ড হইল। আমি এখানে বন্দী রহিলাম,—যদি ইহারা পিছনের চিলে ঘরে না যায়,—তাহা হইলে বাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে যাহারা আছে, তাহারা কিছুই করিবে না। ইহারা এই বাড়ীর ভিতরেই বাইজীর নাচ গানের গোলমালের মধ্যে নিজেদের কাজ শেষ করিয়া সম্মুখের দ্বার দিয়া পালাইবে। সেখানে যে সকল পুলিশ আছে,—তাহারা কোন সন্দেহও করিবে না। তাহারা সঙ্কেতের প্রতিক্ষায় থাকিবে। কথা ছিল আমি পিস্তল আওয়াজ করিলে—তাহারা সকলে বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইবে, দ্বার বন্ধ থাকে, ভাঙ্গিয়া আসিবে,—কিন্তু আমি এখানে বদ্ধ, এই ঘরের মধ্যে পিস্তল ছুড়িলে—গান বাজনার গোলযোগের মধ্যে, তাহারা উহা শুনিতে পাইবে না। এই ঘর চারিদিকে রুদ্ধ। তিনি নিতান্তই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন,—কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

হরিমতী ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিতেছিল—বলিল, "চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চ কি?—একটা উপায় শীঘ্র না ক'র্‌লে কুমার বাহাদুরের বিপদ ঘট্‌তে পারে।"

শান্তশীল হতাশ চিত্তে বলিলেন, "কি ক'র্‌বো—কিছুই স্থির ক'র্‌তে পার্‌চি না,—দরজা ভাঙ্গবার কোন উপায় নেই।"

হরিমতী বলিল, "তুমি আমাকে বলেছিলে যে এদের আজ গ্রেপ্তার ক'র্‌বে। নিশ্চয়ই তোমাদের লোক বাহিরে আছে।"

"আছে—কিন্তু——"

"তাদের কি খবর দেবার কোন উপায় নেই।"

"কথা ছিল আমি পিস্তল আওয়াজ ক'র্‌লে, তাঁ'রা এসে

প'ড়্‌বে। কিন্তু এ রুদ্ধ ঘরের মধ্যে আওয়াজ ক'র্‌লে গান বাজনার গোলে তা'রা নিশ্চয়ই শুন্‌তে পাবে না।"

হরিমতী আবার ব্যাকুল ভাবে চারি দিকে চাহিল। তাহার বুক সবলে স্পন্দিত হইতেছিল এবং তাহার বদনে এক অমানুষিক তেজ বিকীর্ণ হইতেছিল।

শান্তশীল ছাদের দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "ঐখানে একটা ঘুল্‌ঘুলি আছে,—ওটা রাস্তার দিকে, ঐ ঘুল্‌ঘুলির ভিতর পিস্তল আওয়াজ কর্‌লে নিশ্চয়ই রাস্তার লোক শুন্‌তে পাবে।"

শান্তশীলের প্রত্যুৎপন্নমতি দেখিয়া হরিমতী বিস্মিত হইল, কিন্তু অত উচ্চ ঘুল্‌ঘুলিতে যাওয়ার কোন উপায় নাই দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হইল।

হরিমতী বলিল, "হাঁ,—ওখান থেকে আওয়াজ কর্‌'লে নিশ্চয়ই বাহিরের লোক শুনতে পাবে,—কিন্তু ওখানে উঠিবার উপায় নাই।"

শান্তশীল সোৎসাহে ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"আছে। আমি দেওয়াল ধ'রে দাঁড়াই,—তুমি আমার কাঁধে উঠ,—তারপর খুকিকে তোমার কাঁদে তুলে নাও,—ও পিস্তল ছুড়িবে। কি রকম ক'রে পিস্তল ছুড়্‌তে হয় ওকে শিখিয়ে দিই।"

হরিমতী শান্তশীলের কথায় বিস্মিত ও বিশেষ আহ্লাদিত হইল। সে দেখিল,—সত্যই এ কাজ করা যাইতে পারে,—ইহা কঠিন নহে। পরে বলিল, "হাঁ—এই একমাত্র উপায় আছে—কিন্তু খুকি কি পার্‌বে?"

শান্তশীল খুকিকে নিকটে ডাকিয়া, বলিলেন,—"পার্ব্বি?"

খুকি বলিল,—"কেন পার্ব্বো না।"

শান্তশীল পকেট হইতে পিস্তলটী বাহির করিলেন। বলিলেন, "দেখ,—ভাল ক'রে দেখে নাও,—এই রকম ক'রে ধর্‌বে,—তারপর, এইটা টিপিলেই একটা আওয়াজ হ'বে,—সেটা ফাকা আওয়াজ কর্ব্বার জন্য আছে,—তারপর আর টিপ না,—সকল গুলিতেই গুলি আছে,—টিপ্‌লে মানুষের গায় লাগ্‌তে পারে।"

বালিকা অতি মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল ও শান্তশীল যে ভাবে পিস্তলটী ধরিয়াছিলেন তাহা দেখিতেছিল,—সে বলিল, "হাঁ—ঠিক তাই ক'র্‌ব—তার পর, এটা আমায় দেবে তো?"

শান্তশীল বলিলেন, "তুমি এ নিয়ে কি ক'র্‌বে। এতে মানুষ মরে যায়।"

বালিকা বলিল, "ওগো ঐ জন্যেই তো চাচ্ছি।"

শান্তশীল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

বালিকা উত্তর করিল, "তা বুঝি জান না,—বাবু আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে,—মা কত কেঁদেছিল,—আমি এটা দিয়ে বাবুকে মার্ব্বো।"

শান্তশীল ক্ষুদ্র বালিকার কথা শুনিয়া নিতান্তই স্তম্ভিত হইলেন। হরিমতি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—বলিল "আর দেরি ক'র্‌লে কি জানি কি করে,—ক্রমেই বিলম্ব হ'চ্ছে।" তারপর সে বালিকার দিকে চাহিয়া বলিল,—"শিখে নিয়েছিস্—পার্‌বি তো?"

"দেখই না", বলিয়া সে শান্তশীলের হস্ত হইতে পিস্তলটা লইয়া তিনি যেরূপ ধরিয়াছিলেন, সেইরূপে ধরিল,—তাহার পর

বলিল, "এইটা এমন করে টিপ্‌লেই আওয়াজ হবে,—তারপর আবার এমন করে টিপ্‌লেই মানুষ মরে যাবে.

শান্তশীল হরিমতীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "পার্ব্বে।—আমি দে'ল ধরে দাঁড়াই,—তুমি আমার কাঁধে উঠ,—তারপর আমি ওকে তুলে দিব। তুমি কাঁধে তুলে নিও।"

এই বলিয়া শান্তশীল প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে হরিমতী তাঁহার কাঁধে উঠিয়া প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া বাম হস্তে প্রাচীর ধরিল,—ডান হাত নীচের দিকে বাড়াইল।

শান্তশীল বালিকার কোমর ধরিয়া তুলিয়া ধরিলেন,—হরিমতী দক্ষিণ হস্তে তাহাকে ধরিয়া কাঁধে তুলিল,—বালিকা বলিয়া উঠিল "প'ড়ে যাব যে।"

হরিমতী বলিল, "ভয় নেই,—বাঁ হাতে দে'ল ধর্,—ডান হাতে পিস্তল নিয়ে ঘুলঘুলির ভিতর হাত চালিয়ে দিয়ে ছোড়।"

"দাঁড়াও", বলিয়া খুকি বাম হস্তে প্রাচীর ধরিল,—সে অনেক কষ্টে সিধা হইয়া দাঁড়াইল,—তৎপরে ধীরে ধীরে ঘুলঘুলির ভিতর ডান হস্ত চালাইয়া দিল।—এই সকল কাজ সম্পূর্ণ করিতে তাহার প্রায় ৫ মিনিট লাগিল।

হরিমতী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি করিস্,—হয়েছে?" সে উপর হইতে উত্তর করিল, "হাঁ—হয়েছে,—টিপে দিই?"

হরিমতী বলিয়া উঠিল, "হাঁ—পোড়ার মুখি।"

চারি দিক প্রকম্পিত করিয়া পিস্তলের একটা শব্দ হইল। সেই শব্দের পরক্ষণেই হঠাৎ গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল। শান্তশীল

ও হরিমতীর মুখ প্রাচীরের দিকে ছিল,—তাঁহারা কেহই কিছু দেখিতে পাইলেন না।

শান্তশীল মস্তকে গুরুতর আঘাত পাইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। উপর হইতে হরিমতী পড়িয়া গেল,—তাহার উপর বালিকা পড়িল।

তাহাদের পতনে এক ব্যক্তির হস্ত হইতে একটা কল দূরে নিক্ষিপ্ত হইল,—সজোরে ধাক্কা লাগায় সেও ভূতলে পতিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আত্মরক্ষার জন্য।

ভূপতিত হইলেও হরিমতী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।—মুহূর্ত্তে বলভদ্র সিংহ ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া উঠিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল।

সে নিমিষ মধ্যে সরিয়া দাঁড়াইল। বলভদ্র পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল,—কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার আসিয়া তাহাকে ধরিল। গর্জ্জিয়া বলিল, "মরেছি তো—তোকে খুন না ক'রে মরছি না।"

হরিমতী নিরুপায় দেখিয়া তাহার হাতের মণিবন্ধে প্রাণপণ বলে কামড়াইয়া ধরিল। তাহার দন্ত বলভদ্র সিংহের বাহু ভেদ করিয়া বসিয়া গেল। যন্ত্রণায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলভদ্র সিংহ বাম হস্তে তাহার গলা ধরিবার প্রয়াস পাইল।

হরিমতী দুইহস্তে তাহার বাম হাত ধরিল। সে নিশ্চিতই জানিয়াছিল যে, বলভদ্র একবার তাহার গলা ধরিতে পারিলে আর তাহার জীবনের আশা নাই। সে গলা টিপিয়া তাহাকে খুন করিবে। প্রাণের মায়ায় হরিমতী জ্ঞানশূন্যা হইয়াছিল,—তাহার বল শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে নির্ম্মম

বলভদ্র গর্জ্জিয়া বলিল, "মরেছি তো—তোকে খুন না ক'রে মরছি না

হরিমতী নিরুপায় দেখিয়া তাহার হাতের মণিবন্ধে প্রাণপণ

বলে কামড়াইয়া ধরিল। ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

রূপে বলভদ্রের দক্ষিণ হস্ত কামড়াইয়া ধরিয়াছিল,—যাহাতে বলভদ্র তাহার গলা ধরিতে না পারে, হরিমতী তাহাই করিতেছিল।

দুইজনে নীরবে এই ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতেছিল। পরে ঠেলা-ঠেলি করিতে করিতে উভয়ে ভূতলশায়ী হইল। নীরবে হরি-মতী আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। নীরবে দন্তে দন্তে পেষিত করিয়া বলভদ্র তাহার গলা ধরিবার চেষ্টা পাইতেছিল।

হরিমতীর উপর পড়ায় বালিকার তেমন আঘাত লাগে নাই। সে তাহার হাতের পিস্তল তখনও ছাড়ে নাই। সে উঠিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া বিস্ফারিত নয়নে তাহার সম্মুখস্থ এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিতেছিল।

ক্রমে তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে ভূপতিত দুই মূর্ত্তির পায়ের দিকে আসিল। বলভদ্রের এক পায়ে পিস্তলের মুখ লাগাইয়া পিস্তল ছুড়িল। চারিদিক আবার পিস্তলের শব্দে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

বলভদ্র সিংহ লম্ফ দিয়া ফিরিল। সত্বর ক্ষত স্থান বাম হাতে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু তৎপরমুহূর্ত্তেই দ্বিতীয় শব্দে তাহার বাম হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। সে বালিকাকে পদাঘাত করিয়া দূরে ফেলিবার প্রয়াস পাইল,—কিন্তু তাহাতে তাহার সে পায়েও দুইবার গুলি লাগিল। দুই একটা গুলি প্রাচীরে গিয়া পড়িল।

বলভদ্র সিংহ উন্মাদের মত উঠিবার প্রয়াস পাইল,—তখনও হরিমতীর দন্ত তাহার হস্তে বিদ্ধ রহিয়াছে,—সে হরিমতীকে টানিয়া লইয়া উঠিবার প্রয়াস পাইল,—কিন্তু তাহার দুই পা ই ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল—উঠিতে পারিল না, পড়িয়া গেল। তখন

সে, গড়াইতে গড়াইতে গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে বালিকার দিকে চলিল।

বালিকা পিস্তল ফেলিয়া দিয়া গৃহের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল,—সে বংশপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছিল। সমস্ত দন্তপাটী বাহির করিয়া ভয়াবহ ভাবে বলভদ্র সিংহ গড়াইতে গড়াইতে হরিমতীকে টানিয়া লইয়া, তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল। বালিকা বিস্ফারিত নয়নে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া ছিল।

এই সময়ে সেই গৃহ মধ্যে বহুতর লোক প্রবেশ করিল। দশ বার জন গিয়া বলভদ্রসিংহকে চাপিয়া ধরিল,—তাহাকে টানিয়া তাহারা এক দিকে আনিল।

তখন তাহারা দেখিল যে, হরিমতী অজ্ঞান হইয়াছে। তাহার দাঁত বলভদ্রের হাত ভেদ করিয়া অপর দিকে বাহির হইয়াছে। উভয়েরই দেহ রক্তে আপ্লুত,—হরিমতীর অর্দ্ধেক চুল ছিঁড়িয়া গিয়াছে,—বস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে। তাহারা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার দাঁত ফাঁক করিয়া বলভদ্রের হাত ছাড়াইতে পারিল না।

তাহারা আরও দেখিল, শান্তশীল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার মস্তক ফাটিয়া গিয়া রক্তের স্রোত বহিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিপদে।

শান্তশীলের ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় কুমার বাহাদুর চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ফিরিতে এত বিলম্ব করিবার অর্থ কি? প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা কাটিল—তখন তিনি বলভদ্রসিংহকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার আত্মীযটীকে আপনারা কোথায় নিযে গেলেন?"

বলভদ্রসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তিনি হরিমতীর সঙ্গে ভারি আমোদে আছেন,—মজা দেখ্‌বেন আসুন।"

কুমার বাহাদুর উঠিলেন। বলভদ্রসিংহ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। তিনি দেখিলেন যে, বাটীর মধ্যস্থ প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া বাড়ীর ভিতরের দিকে চলিয়াছেন।

সে দিকেও একটা অপেক্ষাকৃত ছোট উঠান ছিল,—সেই উঠানের পশ্চাদ্দিকে একটী ঘরে প্রবেশ করিয়া বলভদ্রসিংহ একটা দরজা টানিয়া ভিতর দিক খুলিলেন। কুমার বাহাদুর দেখিলেন, তাহার সম্মুখে একটী বিস্তৃত ছাদ। সে দিকে আলো

নাই,—তবে আজ তত অন্ধকারও নহে। বলভদ্র তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আসুন,—এই ঘরে আছেন।"

কুমার বাহাদুর দেখিলেন পার্শ্বে কেবলমাত্র একটী ছোট ঘর। তাঁহার সন্দেহ হইল,—তিনি বাহিরে দাঁড়াইয়াই বলিলেন, "এদিকে এসেছে কি জন্যে?"

বলভদ্র বলিল, "আসুন না,—দেখ্‌তে পাবেন।"

কুমার বাহাদুর গৃহের নিকট আসিবামাত্র কে পশ্চাৎ হইতে সবলে তাঁহাকে ধাক্কা মারিল। তিনি গৃহ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন,—অমনই চারি পাঁচজন লোক তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। বলভদ্রসিংহ গৃহমধ্যে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

কুমার বিস্মিত হইয়া ক্রোধ ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "বলভদ্র সিংহ—এ সকল কি? আমি আপনার বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছি—

বলভদ্রসিংহ হাসিয়া বলিল, "কুমার বাহাদুর রাগ করিবেন না। আপনার সঙ্গে একটু বিষয় কর্ম্ম আছে,—সেই টুকু শেষ হইলেই আমরা যেরূপ বন্ধু ছিলাম,—সেইরূপই থাকিব,—বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের বন্ধুত্ব অধিক হইবে।"

কুমার বাহাদুর বুঝিলেন রাগ করিলে এখন চলিবে না,—তিনি বলিলেন, "কি কাজ বলুন।"

বলভদ্র বলিল, "উপস্থিত আপনাকে আমাদের এক লাখ টাকা দিতে হইতেছে—বছরে বছরে আমাদের দশ হাজার টাকা দিতে হবে?"

কুমার বাহাদুর ব্যঙ্গস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

বলভদ্র বলিল, "এতে কেন টেন নেই,—না দিলে আপনাব বিপদ আছে।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "তোমরা কি আমাকে কচি ছেলে পাইয়াছ যে, আমি তোমাদেব ভয়ে এই টাকা দিব?"

বলভদ্র গিয়া আলমারি খুলিল। কুমার বাহাদুরের চক্ষে কাটামুণ্ডুর চক্ষু পড়িল,—তাহার বিকট চাহনি দেখিয়া তিনি চমকিত হইলেন।

তখন বলভদ্রসিংহ বলিল, "যদি এই টাকা দিতে স্বীকার করিযা লিখিয়া না দাও, তবে আমরা বলিব—তুমি এই স্ত্রী লোককে খুন করিয়াছ। তখন ফাঁসী কাঠে ঝুল্‌তে হবে।"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে গাধা মনে করিও না,—বলিলেই খুনী হয় না! আমাব বিরুদ্ধে প্রমাণ কি আছে?"

"প্রমাণ আমরা আছি,—আমরা সকলে সাক্ষী দিব,—আরও প্রমাণ,—তোমাকে দিয়া এখনই লিখাইয়া লইব।"

"কি লিখাইয়া লইবে?"

"তুমিই এ খুন করিয়াছ।"

"যদি না লিখিয়া দিই।"

"জোর করিয়া লিখাইব। তারপর পুলিশ এই বাড়ীতেই উপস্থিত আছে, তোমাকে এখনই ধরাইয়া দিব। তোমার মত বডলোকের খালাস হইয়া আসিতেও লাক দু লাক টাকা ব্যয় হ'য়ে যাবে। তুমি বড় লোক, আমরা যা চাচ্ছি, তা তোমার কাছে বেশী নয়। আর তা হ'লে আমরা তোমার চিরবন্ধু হ'য়ে থাক্‌বো,—আমাদের দ্বারা তোমার অনেক উপকার হবে।"

কুমার বাহাদুর কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "আমি

তোমাদের হাতে পড়িয়াছি,—এখন আমার অন্য উপায় নাই,—আমার আত্মীয় ভদ্রলোকটীকে এখানে নিয়ে এস, তা হলে তোমরা যা চাচ্ছ দিব, এবং লিখেও দিব।

বলভদ্র। তাঁর জন্য কোন চিন্তা নাই। কাজ শেষ হয়ে গেলে আপনারা দুজনেই চ'লে যাবেন। তাঁহার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।

কুমার। টাকা তো আমার সঙ্গে নাই। কি লিখে দিতে হবে বল, কাগজ কলম আন,—লিখে দিচ্ছি।

কাগজ কলম প্রভৃতি সকলই তথায় উপস্থিত ছিল। এক ব্যক্তি সে সকল কুমার বাহাদুরের সম্মুখে আনিল। তখন কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আমার হাত খুলিয়া দাও,—না হলে লিখ্‌বো কেমন করে ?"

বলভদ্রসিংহ তাহার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিল, নিমিষ মধ্যে কুমার বাহাদুর লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—পকেট হইতে রিভল্‌বার বাহির করিলেন, লম্ফ দিয়া গিয়া প্রাচীরে ঠেস্‌ দিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আমার দিকে এক পা অগ্রসর হলে আমি গুলি করিব।"

তাহার এই কাজে সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাহারা ইহা নিশ্চয় জানিয়াছিল যে, কুমার বাহাদুরের দিকে কেহ অগ্রসর হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাহাকে গুলি করিবেন।

বলভদ্রসিংহ ক্রোধে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে বজ্জাতি, তোমার মরণের পাখা উঠেছে, আচ্ছা, পুলিশ ডাকছি,—দেখি, তখন তুমি কি কর।"

এই বলিয়া সে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই একজন ইনেস্পেক্টর, একজন জমাদার, আর চারি জন কনেষ্টবল প্রবেশ করিল।

মুহূর্ত্তের জন্য কুমার বাহাদুরের দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল,—এই অবসরে এক ব্যক্তি তাঁহার হস্তে সবলে আঘাত করিল,—পিস্তল দূরে গিয়া পড়িল। অমনই ইনস্পেক্টর ও পাহারাওয়ালারা আসিয়া তাঁহাকে ধরিল। নিমিষ মধ্যে তাঁহার হস্তে হাতকোড়ী লাগান হইল।

তখন বলভদ্রসিংহ বলিল, "ইনেস্পেক্টর বাবু, আমাদের বিশেষ অনুগ্রহ করেন। এখনও যদি আপনি আমাদের কথা শুনেন,—তাহা হইলে আপনার কোন ভয় নেই। ইনেস্পেক্টর বাবুকে আমারা সন্তুষ্ট করিব, উনি এখনই আপনাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন। ভেবে দেখুন মকর্দ্দমায় আপনার কত টাকা যাবে।

কুমার বাহাদুর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যদি আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাও স্বীকার। তোমাদের এক পয়সাও দিব না। তোমাদের মত বদমাইশদের প্রশ্রয় দেওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা।" তৎপরে তিনি ইনেস্পেক্টরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মহাশয় আমি ইহার কিছুই জানি না। আপনি আমায় থানায় লইয়া যাইতে পারেন। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে বলিব।"

এই সময়ে হরিরাম ছুটিয়া আসিয়া বলভদ্রসিংহের কাণে কাণে বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, সে কুমার বাহাদুরের কুটুম্ব নয়,—সে সেই শান্তশীল জমাদার,—হরিমতীও তা'র দলে,—তা'দের কথা সব শুনেছি। পুলিশ নিয়ে আমাদের গ্রেপ্তার ক'র্ত্তে এসেছে।"

বলভদ্রসিংহ একটা কনেষ্টবলের কোমর হইতে একটা রুল লইয়া, লম্ফ দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। হরিরাম তাহার পশ্চাতে ছুটিল।

কিন্তু উভয়েই ছাদে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। "মরেছি তো দু দশটাকে না মেরে মরছি না," বলিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় বলভদ্রসিংহ ছুটিল। হরিরাম দ্রুতবেগে চিলে ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।
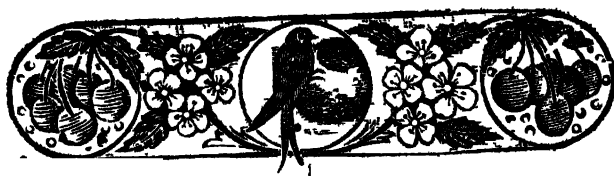
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিপদের শেষ।

মণ্ডলাবক্স ছাদে পাহারায় ছিলেন,—নিম্নে নানা স্থানে বড় বড় মই লইয়া বহুলোক সমভিব্যাহারে কমিশনার সাহেব উপস্থিত ছিলেন। বন্দোবস্ত ছিল যে, মণ্ডলাবক্স চিলে ঘরের নিকট কিছু দেখিলেই বংশীধ্বনি করিবেন। তাঁহার বাঁশী শুনিলেই সকলে মই দিয়া তৎক্ষণাৎ ছাদে উঠিয়া যাইবেন।

মণ্ডলাবক্স দেখিলেন, প্রথমে কয়েক ব্যক্তি চিলে ঘরে প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন,—"এখন সঙ্কেত করা ঠিক নয়,—ব্যাপারটা কি ভাল ক'রে দেখা যাক।"

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন যে, একজন ইনেস্পেক্টর একজন জমাদার ও বারজন পাহারাওয়ালা চিলে ঘরে প্রবেশ করিল,—তখন তিনি বলিলেন, "দেখ দেখি বেটাদের আক্কেল আমি বেটা সব কল্লেম,—আমি বেটা এই রাত জেগে পাহারা রয়েছি,—আর আমাকে খবরটা পর্য্যন্ত না দিয়ে, বেটারা নিজেরাই ঢুকেছে,—কাজ হাঁসিল ক'রে ফেলেছে,—পুলিশের ধর্ম্ম নেই।"

মণ্ডলাবক্স বিরক্তভাবে বলিলেন, "আর ছাই বাঁশী বাজিয়ে লাভ কি? এখন যাই,—বেটারা কি ক'রছে দেখা যাক।"

এই বলিয়া মণ্ডলাবক্স ছাদ হইতে নামিতে ছিলেন,—সিঁড়ির নিকট আসিয়া বলিলেন,—"পুলিশের কাজ—ওপরওয়ালার হুকুম-মত কাজ ক'রাই ভাল। হুকুম দিষেছে বাঁশী বাজাতে, বাজিয়ে দিই।"

এই বলিয়া মণ্ডলাবক্স সজোরে বাঁশীতে ফুঁ লাগাইলেন। অমনই চারিদিক হইতে মই লাগাইয়া, পুলিশ কর্ম্মচারীরা দলে দলে ছাদে লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। স্বয়ং কমিশনার সাহেব প্রথমে ছাদে আসিলেন।

তাঁহাদের দেখিয়াই বলভদ্র ও হরিরাম স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।—তাহাদের দেখিয়া পুলিশও তীর বেগে তাহাদিগের পশ্চাতে ছুটিল। কিন্তু তাহাদের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই হরিরাম চিলে ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। বলভদ্র ছুটিয়া নিজের বাড়ীতে পলাইল। সে এমনই উত্তেজিত হইয়াছিল, যে যাইবার সময় দ্বাররুদ্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল,—নতুবা পুলিশের লোকের পক্ষে তাহার বাটীতে সে পথে প্রবেশ করা অসম্ভব হইত।

পুলিশ আসিয়া দেখিল—চিলে ঘরের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ,—সাহেব বলিলেন, "দ্বার ভাঙ্গিয়া ফে'ল।"

এই সময়ে উপর্য্যুপরি ছয়টী পিস্তলের শব্দ হইল। সাহেব কতকগুলি লোক লইয়া বলভদ্র সিংহের বাটীর দিকে ছুটিলেন। তাহার বাটীর ভিতর হইতেই আওয়াজ হইয়াছিল।

তাঁহারা আসিয়া হরিমতী ও বলভদ্রের ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিতে

পাইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের টানিয়া দূরে আনিলেন। তথায় কি হইযাছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এ দিকে হরিরাম সত্বর চিলে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিযা দিয়া, আলমারির ভিতর হইতে দড়ির সিঁড়িটা টানিয়া বাহির করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ সিঁড়ি জানালায় বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিল,—তৎপরে প্রথমেই নিজে সিঁড়ি বহিয়া নামিয়া চলিল।

হতভাগা জানিত না যে, শান্তশীল সে বিষয়েরও সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া ছিলেন। ক্ষুদ্র গলির ভিতর অন্ধকারে বলিষ্ঠকায় সার্জ্জনগণ নীরবে দণ্ডায়মান ছিল। যেমন হরিরাম নামিযা আসিল, অমনই দুইজনে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। উপরেব সঙ্গিগণ—তাহার কি হইল জানিতে পারিল না।

তাহারা একে একে নামিয়া আসিতে লাগিল। একে একে হরিবামেব অবস্থা প্রাপ্ত হইল। ইনেস্পেক্টর আসিলেন, জমাদাব আসিলেন,—পাহাবাওয়ালা আসিলেন,—সকলেরই এক অবস্থা হইল।

তখন দ্বার ভাঙ্গিয়া গলিমধ্যস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীগণ বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল,—তাহারা দেখিল হাতে হাতকোঁড়ী কুমার বাহাদুব দণ্ডায়মান,—রামচরণ বাবু—সিঁড়ি দিযা নামিবার প্রযাস পাইতেছেন,—বলা বাহুল্য কুমার বাহাদুরেব হস্তস্থ হাতকোড়ি তাঁহারই হস্তে পড়িল।

অপর দিকে খুকির হস্তস্থ পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া, সেই দিক্‌কার পুলিশ সদর দরজার দিকে ছুটিয়া আসিল। দেখিল দ্বার ভিতর হইতে আবদ্ধ। তখন তাহারা দ্বার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল।

দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া তাহারা দেখিল যে, কুমার বাহাদুরের দারোয়ানে ও কতকগুলা গুণ্ডা মুসলমানে মহাদাঙ্গা হইতেছে। পুলিশ গিয়া পড়ায় পুলিশের সহিতও বাধিল, কিন্তু পুলিশ অবশেষে সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়া হাতে হাতকোড়ি লাগাইল।

বলা বাহুল্য, এই সকল ব্যাপারে বাড়ীতে একটা মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল—বেচারা বাইজীদ্বয় কিছু বুঝিতে না পারিয়া—ভয়ে মর্ম্মান্তিক চীৎকার করিতেছিল। সাহসী বাদ্যকরগণ তাহাদের দুইজনকে ফেলিয়া তেতালার ছাদে গিয়া লুকাইয়া ছিল।

একটু পূর্ব্বে যেখানে সুমিষ্ট সঙ্গীত ধ্বনিতে চারিদিক আমোদিত হইতেছিল,—সেই আলোক মালায় সজ্জিত গৃহে, পুলিশ আসামীদিগকে টানিয়া আনিয়া একত্রিত করিতে লাগিল।

বাহিরে কুমার বাহাদুরের গাড়ী ছিল,—সেই গাড়ীতে তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার আনিতে ছুটিল। পনের মিনিটের মধ্যে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি প্রথমেই শান্তশীলের আঘাতস্থান ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলেন,—অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না।

তিনি অস্ত্রদ্বারা হরিমতীর দাঁত ফাঁক করিয়া বলভদ্রের হস্ত ছাড়াইলেন। ঔষধাদি প্রয়োগে শীঘ্রই তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া বসিয়া ব্যাকুলভাবে চারিদিক চাহিতে লাগিল,—প্রথমে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ক্রমে যেন তাহার সকল কথা স্মরণ হইতে লাগিল,—সে দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ডাক্তার সাহেব বলভদ্রসিংহের হাত ও পা বাঁধিয়া দিয়া শীঘ্র তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তৎপরে তিনি অতি সাবধানে শান্তশীলকে কুমার বাহাদুরের গাড়ীতে তুলিলেন ও তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন।

তখন পুলিশ সাহেব তদন্ত আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে মওলাবক্স তথায় উপস্থিত হইলেন। শান্তশীলের অবস্থা শুনিয়া তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। যথার্থই তিনি শান্তশীলকে বড়ই ভাল বাসিতেন।

তিনি শুনিলেন বলভদ্রসিংহ শান্তশীলের মস্তকে আঘাত করিয়াছে। তিনি আত্মসংযম করিতে পারিলেন না। ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া বড় সাহেবের সম্মুখেই বলভদ্রসিংহের পৃষ্ঠে সবলে বুটশুদ্ধ পদাঘাত আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে আরক্ত নয়নে তাহার দিকে চাহিল।

তখন মওলাবক্স তাহার মুখ দেখিলেন। তিনি কলিকাতা পুলিশের অতি পুরাতন জমাদার। কলিকাতার পুরাতন দাগী বদমাইসদের সকলকেই তিনি চিনিতেন। বলভদ্রসিংহকে দেখিয়া বলিলেন, "আরে বেটা তুই যেরে, তুই আবার পুর্ণিয়ার জমিদার কবে হ'লি?"

তৎপরে বড় সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর এ যে আমাদের একজন বিশেষ পুরান বন্ধু,—এখনও ছ মাস হয়নি জেল থেকে বেরিয়েছে।" তৎপরে বলভদ্রসিংহের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এবার কামাক্ষা প্রসাদ নামে গিয়াছিলি না?"

মওলাবক্স বড় সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর,—এই সাতবার সাতটা নাম হ'ল,—এবার হ'ল বলভদ্র সিং, ওরফে কামাক্ষ্যাপ্রসা

ওরফে মিঞাজান, ওরফে কারিমবক্স, ওরফে গোলাম কাহার, ওরফে হরিচরণ দাস, ওরফে কাঙ্গালীদাস চক্রবর্ত্তী।”

পুলিশকর্ম্মচারিগণ হাসিয়া উঠিলেন। বড় সাহেবও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

মণ্ডলাবক্স বলিলেন, “তাই বলি—এত বড় ব্যাপারে আমাদের ভায়া ভিন্ন আর কেউ হাত দিতে পারে না। এবার বোধ হচ্চে ভায়ার ওরফে শেষ হ’ল।”

আবার সকলে হাসিয়া উঠিলেন।
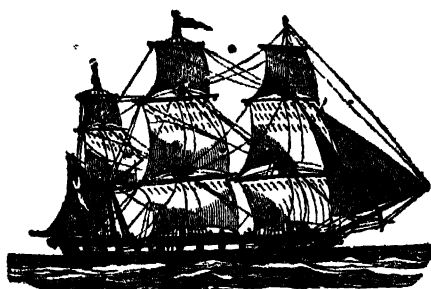
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তদারক।

এই গোলযোগে ভীতা হইয়া টুনির মা এক কোণে অন্ধকারে লুকাইয়াছিল, কিন্তু পুলিশের লোক বাড়ী ওলট পালট করিয়া ফেলিতেছিল। যে যেখানে লুকাইয়াছিল,—তাহাকেই সেইখান হইতে টানিয়া বাহির করিতেছিল। তাহারা টুনির মাকেও চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে সাহেবের সম্মুখে আনিল।

"দোহাই বাবা, আমি কিছু জানি না" বলিয়া সে মহা চীৎকার করিতেছিল। বাইজীদ্বয়ও উচ্চৈঃস্বরে মড়া কান্না ধরিয়াছিল। সাহেব বিরক্ত ও রাগত হইয়া ধমক দেওয়ায়, তাহারা ভয়ে চুপ করিল।

সাহেব বাইজীদিগকে বলিলেন, "তোমরা যাইতে পার—— একজন জমাদার ইহাদের প্রথমে থানায় লইয়া যাও,—সেখানে মুজলেখা লিখাইয়া লইয়া, ইহাদের সঙ্গে গিয়া ইহাদের ঠিকান জানিয়া আসিবে।"

মুক্তি পাইয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ সে বাড়ী পরিত্যাগ করিল

সাহেব তখন টুনির মা'র দিকে ফিরিলেন। বলিলেন, "তুই কি জানিস্, সব বল্। না বলিলে ফাঁসি যাবি।"

"দোহাই বাবা আমি কিছু জানি না" বলিয়া টুনির মা আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সাহেব ধমক দেওয়ায়, সে আবার তৎক্ষণাৎ নীরব হইল। , নীরবে কাঁপিতে লাগিল।

সাহেব বলিলেন, "এই স্ত্রীলোককে স্থির হইতে দাও, নতুবা এ কিছুই বলিতে পারিবে না।" তৎপরে তিনি হরিমতীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি এখন একটু ভাল হইয়াছ?"

হরিমতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল "হাঁ।"

সাহেব তখন তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে আজ্ঞা করিলেন। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমি এ বাড়ীতে কেবল এক মাস হ'ল এসেছি। হরিরাম আর বলভদ্রসিংহ আমাকে এখানে নিয়ে আসে। শান্তশীলবাবু শোভাবাজারে আমার বাড়ীতে যাওয়ায়, এরা তাঁকে পুলিশের লোক ব'লে চিন্‌তে পারে। তাই আমাকে সেখান থেকে সরায়।

সাহেব। তুমি ইহাদের কথা শুনিলে কেন?

হরিমতী। বড়বাজারে টাকা চুরি করিয়া ইহারা প্রথমে সেই টাকা আমার বাড়ী রাখে। আমাকে খুন-করিবার ভয় দেখাইয়া লিখাইয়া লয় যে, আমি একদিন বড়বাজারে হরিরামের ওখানে যাই ও তাহার ঘর থেকে সিন্দুকের চাবি লইয়া টাকা চুরি করি। তাহার পর হইতে এদের কথা শুনিতে না চাহিলেই, এরা আমাকে ধরিয়ে দিবার ভয় দেখায়। কাজেই যা বলিত করিতাম,—তবে যাহাতে ইহারা ধরা পড়ে—ভিতরে ভিতরে সে চেষ্টায় ছিলাম। তা শান্তশীলবাবু জানেন।

সাহেব। হাঁ, তাহার পর?

হরিমতী। এখানে ইহারা আমাকে চোখে চোখে রেখেছিল, কিন্তু আমি কোন গতিকে চিলের ঘরে গিয়ে ব্যাপার কি দেখিতে পাই। তা'র পর টুনির মার সাহায্যে খুকিকে দিয়ে শান্তশীল বাবুকে চিঠি পাঠাই। তিনি একদিন এসে সব দেখে যান, আমি এদের ভয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারিনি। তা'রপর এরা কুমার বাহাদুরের সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্যে আজ এই নাচের বন্দোবস্ত করে, আমি শান্তশীল বাবুকে উঠিযে নিযে গিয়ে, তাঁর বাহিরের লোকদের খবর দিবার বন্দোবস্ত করি, তা'র পর এ এসে আমাদের প্রায় মেরে ফেলেছিল।

সাহেব। খুনের বিষয় তুমি কি জান?

হরিমতী। কিছুই জানি নে,—তখন আমি এখানে ছিলাম না,—কতক কতক টুনির মার কাছে শুনেছি।

সাহেব। আচ্ছা,—সে সব টুনির মার কাছে শুনিব।

এই বলিয়া সাহেব টুনির মার দিকে ফিরিলেন, সে ভয়ে কাঁপিতেছিল,—সাহেব বহু প্রকারে তাহাকে শান্তনা করিয়া, বহু কষ্টে তাহার নিকট জানিতে পারিলেন যে,—একদিন তাহারা একটী স্ত্রীলোককে লইয়া আইসে; তাহার সহিত একটী বালিকাও আইসে,—সে তাহার কন্যা। এই স্ত্রীলোকটীর কাছে জানিয়াছিল যে, তাহাদের বাড়ী মেদিনীপুর জেলায়। একদিন তাহাদের বাড়ী ডাকাত প'ড়ে,—তাহাতে সে ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যায়। যখন তাহার সংজ্ঞা হইল, তখন সে দেখিল যে তাহার হাত পা বাঁধা,—তাহাকে কাহারা পাল্কি করিয়া লইয়া যাইতেছে, সঙ্গে কেবল তাহার মেয়েটী আছে। সে বুঝিল তাহার

সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ডাকাতে তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, সে চীৎকার করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু তাহার গলা হইতে কোন শব্দ বাহির হইল না।

তারপর সে এই বাড়ীতে আসিল। তাহার আসিবার মাস দুই পরে, এক দিন একটী লোক এই বাড়ীতে আসিল, সে সেই স্ত্রীলোকটীর স্বামী।

তখন বাড়ীতে কেহ ছিল না। বলভদ্রসিংহ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই তাহার উপর পড়িল। স্ত্রীলোকটী তাহাকে রক্ষা করিতে ছুটিল, কিন্তু বলভদ্রসিংহ তাহাকে এমনই লাথি মারিল যে, সে দূরে গিয়া পড়িল। সেই লাথিতেই সে প্রায় মরিয়া গেল। এদিকে বলভদ্রসিংহ সেই লোকের গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। স্ত্রীলোকটীও গুরুতর আঘাতে অৰ্দ্ধমৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

সন্ধ্যার সময় সকলে একত্র হইলে, তাহারা স্ত্রীলোকটীর মাথা কাটিয়া বোতলে রাখিল। দেহটা একটা থলের ভিতরে পূরিল, তাহার পর অনেক রাত্রে সকলে ধরাধরি করিয়া সেই থলে আর সেই লোকটাকে একখানা গাড়ীতে তুলিয়া কোথায় চলিয়া গেল। তারপর সে আর কিছুই জানে না।

সাহেব সমস্ত লিখিয়া রাখিয়া, জনকয়েক পাহারাওয়ালা এই বাড়ীর পাহারায় রাখিয়া, সমস্ত আসামী লইয়া প্রস্থান করিলেন। তখন প্রায় ভোর হইয়াছিল।

বলভদ্রসিংহের পা দুটীতে আঘাত এতই গুরুতর হইয়াছিল যে, তাহার দুই পাই হাঁসপাতালে কাটিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু পাপীর দণ্ড ইহাতেই শেষ হইল না,—সে মরিল না। কাঠের পা ঠক ঠক করিতে করিতে সে জেলে নীত হইল।

যথাসময়ে তাহাদের সকলেরই বিচার হইল।—ডাকাতি, জাল, খুন প্রভৃতি শত অপরাধ বলভদ্র সিংহের বিপক্ষে সপ্রমাণ হওয়ায় তাহার ফাঁসির হুকুম হইল।

একদিন কাঠের পা ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে সে ফাঁসি কাষ্ঠে উঠিল, হাজার হাজার লোকের সম্মুখে দুর্বৃত্ত বলভদ্র সিংহের ফাঁসি হইয়া গেল।

তাহার দলস্থ কেহই রক্ষা পাইল না, সকলেই যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর প্রেরিত হইল।

মওলাবক্স জমাদারের এতদিনের সাধ মিটিল। তাঁহার জমাদারী ঘুচিল,—তিনি ইনেস্পক্টর হইলেন। বহু বৎসর প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া মওলাবক্স ইনেস্পেক্টর পেন্সন লইলেন। মক্কায় গিয়া হাজি সাহেব হইয়া আসিলেন,—তাঁহার পুলিশের কার্য্য কলাপের গল্প দূর পল্লীগ্রামে সকলে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইত।

কুমার বাহাদুরের অনুগ্রহে টুনির মার আর কষ্ট নাই,—কুমার বাহাদুরের বাড়ীর সে একরূপ গিন্নী হইয়াছে।

কুমার বাহাদুর পতিতা হরিমতীকে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছেন, তিনি মাসে মাসে তাহাকে টাকা দিতেছেন। সে তাহার নীচ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া এখন ধর্ম্মকর্ম্মে সময়াতিপাত করিতেছে।

আর সেই বালিকা? পরে দেখিতে পাইবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রুগ্নশয্যায়।

যে অবস্থায় থাক—যাহা ইচ্ছা কর, দিন যাবে—রবে না। দারুণ কষ্টে পড়িয়াছ—ধৈর্য্য ধর, এ দুর্দ্দিন যাবে—রবে না। চিরকাল সমানভাবে যায় না—আজ দুঃখে পড়িয়াছ, কাল সুখের মুখ দেখিবে। আজ রাজা—কাল পথের ভিখারী। আজকার ভিখারী কল্য রাজা হইতে পারেন। ইহাই জগতের চিরন্তন প্রথা—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। তবে কেন লোক দুর্দ্দিনে দুঃখ করে? স্বার্থের অভাবের নামই দুঃখ—যেখানে স্বার্থ নাই, সেখানে দুঃখও নাই। শত শত লোকে দুঃখ পাইতেছে—কৈ তাহা দেখিয়া তো আমাদের দুঃখ হয় না? কেন? তাহাতে আমাদের স্বার্থ নাই বলিয়া।

দিন গেল—দিনে দিনে শান্তশীল আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন।

যখন শান্তশীলের সংজ্ঞা হইল,—তখন তাঁহার মনে হইল যে, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন।

তিনি দেখিলেন, এক সুসজ্জিত গৃহে কোমল দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যায় তিনি শায়িত রহিয়াছেন,—গৃহের সুন্দর সুন্দর পর্দ্দায় আব-

রুগ্নশয্যায় শান্তশীলের সংজ্ঞা হইলে তিনি দেখিলেন শিয়রদেশে এক লাবণ্যময়ী যুবতী শুশ্রূষা করিতেছেন। এ যুবতী কে?
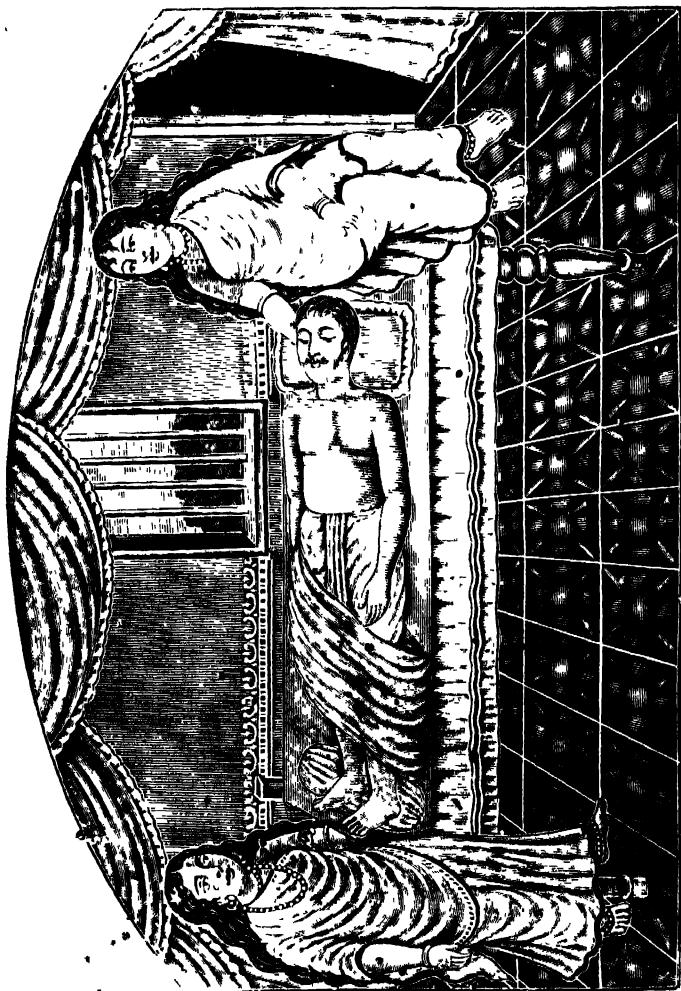
এ পরহিতকারিণী চমৎকার রূপিণী কে?

২৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

বিত, গবাক্ষের মধ্য দিয়া মৃদু মধুর আলোক আসিতেছে,—এরূপ বহুমূল্যের সজ্জিত গৃহ তিনি আর কখনও দেখেন নাই। শিয়র দেশে এক অপরূপ লাবণ্যময়ী যুবতী শুশ্রূষা করিতেছেন।

তাঁহার কি হইয়াছে,—তিনি কোথায় আসিয়াছেন,—তাঁহার গত জীবনের কোন কথাই তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না,—তাঁহার বোধ হইল, যেন তাঁহার মস্তিষ্কে আর কিছুই নাই। তিনি নিতান্তই দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে লাগিলেন।

ক্রমে চিন্তা আসিল—এ যুবতী কে? এ পরহিতকারিণী চমৎ-কাররূপিণী কে?

যুবতীর বিরাম নাই—দিবারাত্রি শুশ্রূষা করিতেছেন, শান্তি-বোধ নাই, অবহেলা নাই। ক্রমে শান্তশীলের স্মৃতিশক্তি আসিল।

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা,—তিনি অতিকষ্টে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিবার চেষ্টা পাইলেন,—অমনই একজনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। "এ কে——তুমি——আমি কোথায়?" বলিয়া শান্তশীল সবেগে উঠিবার প্রয়াস পাইলেন,—কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। পুনরায় শয্যায় পড়িয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আবার মূর্চ্ছা হইল।

পুনরায় যখন তাঁহার সংজ্ঞা হইল, তখন তিনি দেখিলেন যে রাত্রি হইয়াছে,—গৃহমধ্যে অতি কোমল আলো জ্বলিতেছে—তিনি একবার মাত্র চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছিলেন, আর চক্ষু মেলিতে তাঁহার সাহস হইল না,—তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া পড়িয়া রহিলেন। ভাবিলে কষ্ট হয়,—ভাবিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না।

সহসা তাঁহার পায় টপ টপ করিয়া জল পড়ায় তিনি চমকিত হইয়া পায়ের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন—একজন তাঁহার পদতলে

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারই দরবিগলিত অশ্রু তাঁহার পায়ে পড়িতেছে।

তিনি কাতরে—অতি কাতরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি পাগল হব,—হয়তো আমি পাগল হয়েছি। একটু আগে আমি এখানে স্নেহকে দেখেছি,—আবার ইন্দু—তুই—তুই— তুই এখানে? আমি কোথায়?——ওগো, তোমরা যেই হও, আমাকে একটু তুলে বসিয়ে দাও।"

শান্তশীল আবার উঠিবার চেষ্টা পাইলেন,—কিন্তু পারিলেন না। ধীরে ধীরে তাঁহার সংজ্ঞা আবার বিলুপ্ত হইল।

এবার যখন তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তখন দেখিলেন, আর রাত নাই, দিবালোকে কক্ষ পরিপূর্ণ। তাঁহাকে চক্ষু উন্মীলন করিতে দেখিয়া, একটী মেম অতি যত্নে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কেমন আছেন?"

শান্তশীল কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমি কোথায়?"

মেম। আপনি অধীর হইবেন না,—অধীর হইলে আপনার পীড়া বাড়িতে পারে।

শান্তশীল। আমার কি হইয়াছে?

মেম। আপনি গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। অধিক কথা কহিবেন না,—অসুখ বাড়িবে।

শান্তশীল কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন, এই সামান্য কথা কহিতেই তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বহুক্ষণ নীরবে থাকিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? আমি কোথায়?"

মেম যত্নে তাঁহার মস্তকে বালিস সোজা করিয়া দিয়া বলিলেন, "আমি নার্স—আপনার শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত আছি। আপনি আপনার বন্ধুর বাড়ীই আছেন।"

শান্তশীল। এ কা'র বাড়ী?

মেম। এ কুমার বাহাদুরের বাড়ী। আপনি অধিক কথা কহিবেন না। অসুখ বাড়িবে।

কুমার বাহাদুরের নাম শুনিয়া শান্তশীলের গত ঘটনা কতক স্মরণ হইল। তিনি ক্লান্তভাবে শুইয়া গত ঘটনা সকল স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে আর কোন স্ত্রীলোক কি এসেছিলেন?"

মেম। "আপনি কথা কহিবেন না,—অসুখ বাড়িবে," বলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। অগত্যা শান্তশীল চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মেম ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে একটা ঔষধ সেবন করাইলেন,—তৎপরে অতিযত্নে তাঁহাকে খানিকটা সুপ খাওয়াইলেন। পরে বলিলেন,"এখনই ডাক্তার সাহেব আসিবেন। আপনি অন্যদিন অপেক্ষা আজ অনেক ভাল আছেন।"

শান্তশীল কথা কহিলেন না,—ধীরে ধীরে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল,—তিনি নিদ্রিত হইলেন।

যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তাঁহার বোধ হইল, বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে; তিনি মেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক'টা বেজেছে?"

মেম। বেলা পাঁচটা। আজ আপনি বেশ আছেন। ডাক্তার

সাহেব আজ বলিয়া গিয়াছেন, আর কোন ভয় নাই। আপনার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল, এখন দুই চারি দিনেই ভাল হইয়া উঠিতে পারিবেন।

শান্তশীল। আমি এখন একটু উঠে ব'স্‌তে পারি?

মেম। হাঁ, যদি কষ্ট না হয়, নিশ্চয় পারেন। আমি আপনাকে উঠাইয়া বালিস ঠেসান দিয়া বসাইয়া দিতেছি।

মেম অতি যত্নের সহিত ধরিয়া শান্তশীলকে বালিস ঠেসান দিয়া বসাইয়া দিলেন। শান্তশীল বলিলেন, "একবার জানালাটা খুলিয়া দিবেন কি?"

মেম উঠিয়া গিয়া জানালা খুলিয়া দিলেন। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ প্রকোষ্ঠমধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। শান্তশীল একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মেমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমি এখন অনেক সুস্থ হইতে পারিয়াছি। আমি কি একবার কুমার বাহাদুরের সহিত দেখা করিতে পারি?"

মেম। ব্যস্ত হইলে আপনার পীড়া বাড়িতে পারে। কুমার বাহাদুরের সহিত দেখা করিলে হয় ত আপনি নিতান্ত অধীর হইতে পারেন,—ইহাতে আপনার পীড়া বাড়িতে পারে।

শান্তশীল। আমি দুই একটী—কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব মাত্র, অধিক কথা কহিব না।

মেম। কা'ল দেখা করিবেন।

শান্ত। আপনি আমার মনের ভাব ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। যতক্ষণ আমি তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা না করিব,

ততক্ষণ কিছুতেই স্থির হইতে পারিব না। ভাবিয়া ভাবিয়া আমি পাগল হইয়া যাইব,—আমার পীড়া বাড়িবে?

মেম। আর একটু সুস্থ হউন,—কা'ল দেখা করিবেন।

শান্ত। আপনাকে অনুনয় ক'রে বলছি, একবার তাঁকে ডাকুন,—না হ'লে আমি পাগল হ'ব।

মেম শান্তবাবুর দিকে চাহিলেন,—তৎপরে কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন, তৎপরে বলিলেন, "অধীর হইবেন না,—আমি তাঁহাকে ডাকিতেছি।"

এই বলিয়া মেম সাহেব ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন। নিতান্ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে শান্তশীল অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় চক্ষু নিমীলিত করিয়া বসিয়া রহিলেন,—তিনি নিতান্তই দুর্ব্বল হইয়াছিলেন।
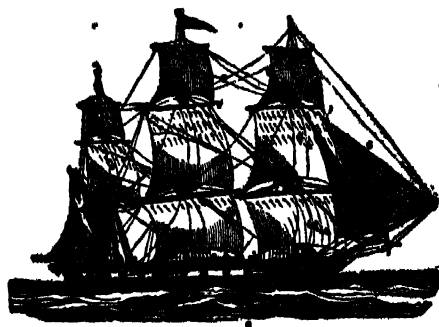
নবম পরিচ্ছেদ।

সন্দেহের শেষ।

কিয়ৎক্ষণ পরে শান্তশীলের বোধ হইল—কে তাঁহার হস্তে সাদরে হস্ত স্থাপন করিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, কুমার বাহাদুর তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।

কুমার বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বোধ হয় ভাল আছেন।"

শান্তশীল উঠিয়া বসিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কুমার বাহাদুর তাঁহাকে উঠিতে দিলেন না, বলিলেন, 'উঠিবেন না,—উঠিলে কষ্ট হইবে।'

উঠিবার সামর্থও তাঁহার ছিল না,—তিনি সেইরূপ অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় থাকিয়া একদৃষ্টে কুমার বাহাদুরের দিকে অধো মুখে চাহিয়া রহিলেন

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, আর কোন ভয় নাই,—দিন কয়েকের মধ্যেই আপনি ভাল হইয়া উঠিবেন।"

শান্তশীল মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "এ যাত্রা আপনার অনুগ্রহেই বাঁচিয়া গেলাম।"

কুমার বাহাদুর। এ কথা বলিবেন না। সকলই ভগবানের ইচ্ছা। আপনি অধীর হইলে, আপনার অসুখ বাড়িবে। ডাক্তার সাহেব আপনাকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শান্ত। আমি তো কথা কহিতেছি না। তবে আমার সকল কথা মনে হইযাও হইতেছে না, আমার কি হইয়াছিল,—সকল বলুন,—আমি চুপ করিয়া থাকিব।

অগত্যা কুমার বাহাদুর যাহা যাহা ঘটিযাছিল—সমস্তই আগা-গোড়া তাঁহাকে বলিলেন। শান্তশীল নীরবে শুনিয়া বলিলেন, "এখন আমার সব মনে পড়িয়াছে। হরিমতীই সব করিয়াছে, সে কেমন আছে?"

কুমার। সে ভাল আছে,—আমি তা'র ভার লইয়াছি।

শান্ত। আর সেই মেযেটী?

কুমার।— তাহাকে আমি নিজের কাছে রাখিযাছি।

শান্ত। সেই আমার প্রাণরক্ষা করিযাছে,—তাহাকে এখন একবার দেখিতে পাই না কি?

কুমার। সে আমার বাড়ীতেই আছে, একটু ভাল হউন—সকলকেই দেখিতে পাইবেন।

শান্তশীল কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "মওলাবক্স কেমন আছেন?"

কুমার। তিনি ভাল আছেন,—প্রত্যহই দু'বেলা আসিয়া আপনার সংবাদ লইয়া যান। তিনি প্রমোশন পাইয়া ইনেস্পেক্টর হইযাছেন।

শান্তশীল এ সংবাদ শুনিয়া প্রকৃতই বড় আনন্দিত হইলেন, বলিলেন, "বড় সন্তুষ্ট হইলাম,—বেচারা বড় ভাল লোক।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আপনিও প্রথম শ্রেণীর ইনেস্পেক্টর হইয়াছেন।"

শুনিয়া শান্তশীল ম্লান হাসি হাসিলেন। বিমর্ষ স্বরে বলিলেন, "বোধ হয়, আমাকে আর ইনেস্পেক্টরি করিতে হইবে না।"

কুমার বাহাদুরও তদ্রূপ স্বরে বলিলেন, "বোধ হয় না।"

এই কথায় শান্তশীল বিস্মিত হইয়া কুমার বাহাদুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিয়া—কুমার বাহাদুর একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আপনি অসুস্থ হইয়াছেন বলিয়া আমি এ কথা বলিতেছি না,—আমার ইচ্ছা নয় যে, আপনি আর পুলিশে কাজ করেন।"

শান্তশীল কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "কেন?"

কুমার বাহাদুর উত্তর করিলেন, "আপনি একটু ভাল হউন, তখনই বলিব।"

ক্লান্তভাবে শান্তশীল চক্ষু মুদিত করিলেন। তিনি বহুক্ষণ কোন কথা কহেন না দেখিয়া, কুমার বাহাদুর নিঃশব্দে সে স্থান পরিত্যাগ করিবার প্রয়াস পাইলেন,—কিন্তু শান্তশীল সহসা বলিয়া উঠিলেন "যাইবেন না।"

কুমার বাহাদুর দাঁড়াইলেন।—শান্তশীল কি বলিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু পারিলেন না,—নীরবে রহিলেন!

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ ভাবে থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছি?"

কুমার। কেন?

শান্তশীল। আমার বোধ হইয়াছিল—যেন আমার ভগ্নী আমার নিকট দাঁড়াইয়া ছিল।

কুমার বাহাদুর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনি স্বপ্ন দেখেন নাই।"

শান্তশীল সবেগে উঠিয়া বসিবার প্রয়াস পাইলেন,—কিন্তু পারিলেন না। ক্লান্তভাবে আবার অর্দ্ধ শায়িত হইয়া পড়িলেন। কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আপনি একটু ভাল হউন,—সকলই জানিতে পারিবেন, আমি এখন চলিলাম।"

শান্তশীল আস্তে তাঁহার হাত ধরিলেন। কুমার বাহাদুর অগত্যা দাঁড়াইলেন। তখন শান্তশীল অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "সকল কথা না জানিতে পারিলে আমি ভাল হইব না—আমার অসুখ বাড়িবে।—আমি কতক কতক বুঝিয়াছি।" কুমার বাহাদুর কোন উত্তর করিলেন না। শান্তশীল বলিলেন, "সেই রাজাই কি আপনি?" কুমার বাহাদুর এবারও কোন কথা কহিলেন না। শান্তশীল আবার বলিলেন, "হরিমতীর নিকট যখন কুসুমের কথা শুনিয়াছিলাম, তখনই সন্দেহ করিয়াছিলাম,—সেই হতভাগিনীই আমার ভগ্নি।"

কুমার বাহাদুর কোন কথা কহেন না দেখিয়া শান্তশীল বলিলেন, প্রাণে যত কষ্ট পাইয়াছিলাম,—আপনার ন্যায় মহৎ লোকের নিকট সে আছে, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হই নাই। তাহার কথা আর অধিক শুনিতে চাহি না। তবে তাহার নিকট স্নেহর থাতা ছিল,—স্নেহ কি তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল? আপনি যদি জানেন—বলুন, স্নেহ কোথায়। শীঘ্র বলুন, না হইলে আমি পাগল হইব।"

এক সঙ্গে এত কথা বলায় শান্তশীল নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি এই সকল কথা বলিতে বলিতে

উঠিয়া বসিয়াছিলেন। বিস্ফারিত নয়নে কুমার বাহাদুরের দিকে চাহিয়াছিলেন।

কুমার বাহাদুর ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আপনি চিন্তিত হইবেন না,—স্নেহ আমার বাড়ীতেই আছে।"

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্তশীল শুইয়া পড়িলেন,—কুমার বাহাদুর দেখিলেন, তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে। তখন তিনি ডাক্তার ডাকিবার জন্য ছুটিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

মিলন।

বহুযত্নে ও বহুচিকিৎসায় শান্তশীল আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিলে আর চিনিতে পারা যায় না,—তাঁহার শারীরিক ও মানসিক ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

তিনি এখন উঠিতে বসিতে পারেন। লাঠি ধরিয়া ধীরে ধীরে বারান্দায় পদচারণ করিতেও পারেন,—কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত আর কখনও স্নেহ বা কুসুমের কথা একবারও উত্থাপন করেন নাই।

তিনি দিন দিনই ভাল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। একদিন বৈকালে তিনি কুমার বাহাদুরের বিস্তৃত বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসিয়া একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন,—এই সময়ে কুমার বাহাদুর তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিলেন, তৎপরে কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আমাদের কাহারই ইচ্ছা নয় যে, আপনি আর পুলিশে কাজ করেন।"

শান্তশীল বলিলেন, "আপনি আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করি-

তেছেন। চিরকালের জন্য আপনার নিকট কেনা হইয়া রহিলাম,—কিন্তু আর কতদিন আপনার ভার হইয়া থাকিব।"

কুমার বাহাদুর ব্যস্তে বলিলেন, "এ কথা বলিবেন না।—আপনি অনুগ্রহ করিয়া আছেন, ইহাতে আমরা সকলেই সুখী।"

শান্তশীল চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তা আমি জানি,—কিন্তু গরীব লোক,—কাজ না করিলে চলিবে কেন? পুলিশের কাজ আমি কিরূপে ছাড়িব? বিশেষতঃ ডিটেক্‌টিভ-গিরীটা আমার বড়ই ভাল লাগে।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "যদি আপনার আপত্তি না থাকে,—এখন আপনি আমার বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধারণ করুন, অর্থাৎ আমার ম্যানেজারের কাজ অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন—দিনকতক নিশ্চিন্ত হই—ইহাই আমাদের সকলেরই ইচ্ছা।"

শান্তশীল আবার বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন,—যথেষ্ট স্নেহ করেন,—তাই আপনার এই অতুল সম্পত্তির ম্যানেজার হইতে বলিতেছেন, এ কাজ করিবার ক্ষমতা আমার কি আছে? জমিদারীর কার্য্যের আমি কিছুই জানি না।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আপনার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি সকল কাজেই দক্ষ, আপনি কোন্ কাজ না করিতে পারেন? পুলিশে আপনি তিন শত টাকা মাহিনা পাইবেন, আমার কার্য্য গ্রহণ করিলে আপনাকে মাসিক পাঁচশত টাকা দিব।"

শান্তশীল উঠিয়া বসিলেন। ভাবিলেন, যেদিন দেশে আহারে কষ্ট পাইতেছিলেন, যেদিন কলিকাতার রাজপথে কপর্দ্দকবিহীন অর্দ্ধোলঙ্গ দেহে দাঁড়াইয়াছিলেন, লোকে পাগল বলিয়া তাঁহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল,—আজ কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার মাসিক পাঁচশত টাকা মাহিনা,—সাধারণ নহে, শান্তশীল বিস্ফারিত নয়নে কুমার বাহাদুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আমাদের সকলেরই এই ইচ্ছা।"

শান্তশীল কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু আমার ইচ্ছা—"আমি ডিটেক্‌টিভের কাজই করি,—আমি ইহা বড়ই ভালবাসি।"

কুমার বাহাদুর উত্তর করিলেন,—"আমরা এ বিষয়ও ভাবিয়াছি, আপনি কেন ডিটেক্‌টিভের কার্য্য ছাড়িবেন? আপনার ন্যায় ডিটেক্‌টিভ আর কে হইতে পারিবে? আপনি কন্‌সাল্‌টিং ডিটেক্‌টিভ হইবেন।"

বিস্মিতভাবে শান্তশীল কুমার বাহাদুরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি বলিলেন?"

কুমার। আপনি কন্‌সাল্‌টিং ডিটেক্‌টিভ হইবেন অর্থাৎ যত ডিটেক্‌টিভ আছেন,—কোন মকর্দ্দমার কিনারা করিতে না পারিলে আপনার নিকট আসিয়া আপনার সহিত পরামর্শ করিবেন,—আপনার সাহায্য লইবেন।

শান্তশীল ইজি চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিলেন,—বহুক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া রহিলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন,—এ একটা ব্যবস্থা আছে বটে, আমার এ কথা কখনও মনে পড়ে নাই।"

তিনি আবার বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তিনি কোন কথা কহেন না দেখিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি সম্মত হইলেন? ইহাতে আমরা সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম।"

শান্তশীল ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন,—"আপনি সকল সময়েই বলিতেছেন, "আমরা"—আর কে ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন?" কুমার বাহাদুরও সেইরূপ ধীরে ধীরে বলিলেন,—"এই আমি,—এই নরেন্দ্রনারায়ণ বাবু,—এই আমার স্ত্রী—এই স্নেহ,—এই কুসুম।"

শান্তশীল কোন উত্তর না দিয়া চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিলেন। কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আপনি কি তাঁহাদের সহিত একবার দেখা করিবেন?" শান্তশীল কোন কথা কহিলেন না, চক্ষু মুদিত করিলেন।

কুমার বাহাদুর পশ্চাদস্থ দ্বারের দিকে চাহিলেন। অমনি কে তীরবেগে আসিয়া শান্তশীলের পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার দুই-পা দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া চক্ষের জলে তাঁহার পা ভাসাইয়া দিল। কে বলিতে হইবে কি?

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "ইনি আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী—আমার স্ত্রীর একণে কনিষ্ঠা ভগ্নী, ইহাকে ক্ষমা করিলেন কি?"

শান্তশীলেরও দুই চক্ষু হইতে জলধারা ঝরিতেছিল,—তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার পদপ্রান্ত হইতে তাঁহার হতভাগিনী ভগ্নীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।

কুমার বাহাদুর পশ্চাতে ফিরিয়া বলিলেন, "এস না,—ইনি আমার ছোট ভাই,—এঁকে লজ্জা ক'রো না।"

তখন কুমার বাহাদুরের অতুলনীয়া ভার্য্যা অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া সলজ্জিতা স্নেহকে টানিতে টানিতে সেই দিকে লইয়া আসিলেন।

কুমার বাহাদুর স্নেহর হাত ধরিয়া বলিলেন,—আপনার

গুণের পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট আপনাকে ইন্‌স্পেক্টর করিয়াছেন, আমাদের সকলেরই কিছু করা উচিত। আমি আপনাকে এ রত্ন দান করিলাম। এ রত্নের আপনিই উপযুক্ত।"

এই সময়ে ইজি চেয়ারের পিছন হইতে কে শান্তশীলের চুল ধরিয়া টানিল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, সেই হাস্যমুখী বালিকা।

তিনি স্ফীতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

স্নেহ ও ইন্দুর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কিছু বলিলেই আমাদের এ বিবরণ শেষ হয়।

বাঙ্গালা দেশের বাল-বিধবার ন্যায় অভাগিনী এ সংসারে আর কে আছে? তাহার উপর সেই বাল-বিধবা যদি অতুলনীয়া সুন্দরী হয়, দারিদ্র কষ্টে প্রপীড়িতা হয়, তবে তাহা অপেক্ষা হতভাগিনী আর কে?

আমরা ইন্দুকে ভাল বলি না। – যেমন এ দেশের সহস্র সহস্র এইরূপ হতভাগিনীর জন্য আমরা দুঃখিত, ইন্দুর জন্যও আমরা সেইরূপ দুঃখিত। তবে ইন্দুকে নিতান্তই সৌভাগ্যবতী বলিতে হইবে, তাহার উপর ভগবানের নিতান্তই কৃপা বলিতে হইবে যে, সে একেবারেই ভাসিয়া যায় নাই,—তাহার পক্ষে "কণ্টক-বেষ্টিত তীর, বেষ্টিত ভুজঙ্গে". হয় নাই,– সে অগাধ জলে ঝাঁপ দিবা-মাত্রই সৌভাগ্যক্রমে আশ্রয় পাইয়াছিল, কুমার বাহাদুর তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। না হইলে কে বলিতে পারে—আজ সে কোথায় ভাসিয়া যাইত।

সে যাহার সহিত কলিকাতায় আসিয়াছিল, ৪।৫ দিন যাইতে

না যাইতেই দুরাত্মা তাহার যাহা কিছু ছিল, লইয়া, অসহায় অবলা হতভাগিনীকে জোড়াবাগানের খোলার ঘরে ফেলিয়া পলাইয়া ছিল।

তাহার পর তাহার যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা হবিমতীর মুখে শুনিয়াছি।

কুমার বাহাদুরের আশ্রয়ে আসিয়া সে—যে কুল হারাইয়াছিল, যে অগাধজলে ডুবিয়া ছিল, তাহা হইতে রক্ষা পাইল, কতক কুল পাইল। তাহার জীবনের পাপাঙ্ক আর অধিক অভিনীত হইল না।

কুমার বাহাদুর তাহাকে বিশেষ যত্নে রাখিলেন;—প্রকৃত পক্ষে সে একরূপ তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীতে পরিগণিতা হইল। আমরা কুমার বাহাদুরকে দেখিয়াছি, তিনি উশৃঙ্খল ধনী সন্তানের ন্যায় ছিলেন না, তাঁহার ন্যায় প্রাণ অতি দুর্ল্লভ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তাঁহার আশ্রয় পাইয়া দুরাত্মা পাপ ইন্দুকে—তখন কুসমকে,—পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলাইল।

কুমার বাহাদুর ইন্দুকে নিজের বাড়ীর পার্শ্বেই রাখিয়াছিলেন,—উভয় বাড়ীতে যাতায়াতের পথ ছিল, সুতরাং ইন্দু সর্ব্বদাই কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে আসিত। তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা নিজগুণে তাহাকে নিজ সহোদরা ভগ্নির ন্যায় ভাল বাসিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা, কুমার বাহাদুরের শ্যালক, নরেন্দ্র নারায়ণও ইন্দুকে নিজ ভগ্নির ন্যায় ভাল বাসিতেন।

ছয় মাস অতীত হইলে ইন্দু একবার নিজ বাড়ী যাইতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে এখন পরম সুখে ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে তাহার বৃদ্ধা পিসিমার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুলা হইয়াছিল।

সে পরম সুখে আছে, আর তাহার বৃদ্ধা পিসিমা না জানি কত কষ্টেই আছেন, এ ভাবনা যখনই তাহার হৃদয়ে উদিত হইত, তখনই তাহার প্রাণে যেন শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিত, সে অস্থির হইয়া উঠিত।

সে কাহাকেই তাহার মনের যাতনা খুলিয়া বলিতে পারিত না, সে বৃদ্ধা পিসিকে পত্র লিখিতেও সাহস করে নাই। কোন্ কালা মুখ লইয়া পত্র লিখিবে।

অবশেষে সে বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার যাতনা অসহ্য হইল, সে ভাবিল,—দেশে গিয়া পিসির পা ধরিয়া কাঁদিবে, সকল কথা খুলিয়া বলিবে, তাহার পর তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবে; নিজের কাছে রাখিবে; তাহা হইলে আর তাঁহার কোন কষ্ট থাকিবে না।

সে একদিন তাহার মনের অবস্থা সমস্তই কুমার বাহাদুরকে খুলিয়া বলিল,—সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"যাইবে যাও,—আমার আপত্তি নাই। তোমার পিসিকে এইখানে আনাই উচিত, কিন্তু দেশে যাওয়া তোমার কি ভাল দেখায়? ব'লো তো আমি কোন গতিকে তোমার পিসিকে এখানে আনিতে পারি।"

ইন্দু কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা যাও, বেশী দিন থাকিও না।"

বহু দাস-দাসী দ্বারবান সমভিব্যাহারে কুমার বাহাদুরের প্রদত্ত সুন্দর সাজে সাজিয়া ইন্দু দেশের দিকে চলিল। সে কি ভাবে দেশত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, আজ কি ভাবে আবার দেশে চলিল। সে ভিখারী কুলত্যাগিনী হতভাগিনী হইয়া দেশ হইতে

কলিকাতায় আসিয়াছিল, আজ সে রাণীর ন্যায় আবার সেই দেশের দিকে চলিল।

সে জানিত—তাহার দাদাও অর্থচেষ্টায় তাহাদের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য ভিখারির ন্যায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সে জানিত না—তিনি এখন কি অবস্থায় আছেন? সহসা এ কথা গঙ্গাবক্ষে তাহার মনে উদিত হইল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইল,—তাহার চক্ষে জল আসিল।

দূরে নবদ্বীপের ঘাট দেখিয়া তাহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, তাহার মনে হইল,—না, আর গিয়া কাজ নাই, ফিরিয়া যাই।"

সে তাহার লোকজনকে বলিল, "ও ঘাটে যাইও না, অপর পারে লাগাও।"

ক্ষুদ্র ষ্টীমার নবদ্বীপের অপর পারে লাগিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়। দিনের আলোকে সে কিরূপে লোকালয়ে মুখ দেখাইবে? হা হতভাগিনী!

ক্রমে রাত্রি হইল। সে বহু কষ্টে মনে বল বাঁধিল। যখন দেখিল—আর নবদ্বীপের ঘাটে কাহাকেও দেখা যায় না, তখন সে বলিল,—"বাঁশী বাজাইও না, আস্তে আস্তে ঐ ঘাটে লাগাও।"

তাহাই হইল। নিঃশব্দে ষ্টীমার নবদ্বীপের ঘাটে লাগিল।

"আমি একলা যাইব, তোমরা এইখানে আমার অপেক্ষা কর, "এই বলিয়া ষ্টীমার হইতে নামিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ইন্দু অন্ধকারে লুক্কায়িত হইয়া গাছের ছায়ায় ছায়ায় নিঃশব্দে নিজ পর্ণ-কুটিরের দিকে চলিল।

সে দূর হইতে দেখিল—স্নেহদের বাড়ী আলোকমালায় সজ্জিত, বাড়ী হইতে কোলাহল উঠিতেছে, অনেক লোক সেই দিকে যাইতেছে।

সে তখন পথ ছাড়িয়া বাগানের মধ্য দিয়া অন্ধকারে ভীতা ব্যাধ প্রপীড়িতা হরিণীর ন্যায়, চোরের ন্যায় অন্ধকারে অন্ধকারে চলিল।

এইরূপে অনেক কষ্টে সে সকলের অলক্ষ্যে নিজ পর্ণ-কুটিরের নিকট আসিল, দেখিল—সেখানে আর কুটীর নাই। তাহাদের ভিটার উপর দুই চারিটা গাছ জন্মিয়াছে।

দেখিয়া সহসা তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, সে সেই অন্ধকারে বসিয়া পড়িল। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। পাছে শব্দ নির্গত হয়, এই ভয়ে সে নিজ বস্ত্রাঞ্চল মুখের ভিতর দিল।

বহুক্ষণ সে নীরবে অন্ধকারে বসিয়া রহিল। স্নেহর বাড়ীতে আজ বহু কোলাহল,—বহু আলোক,—বহু বাদ্য-বাজনা। সেই

শব্দে তাহার চৈতন্য হইল, সে ভাবিল,—নিশ্চয়ই আজ স্নেহর বে! সে কি দাদাকে ভুলে গেছে? বুকে সাহস বাঁধিয়া সে উঠিল। চিরকালই তাহার অসীম সাহস, সে দেখিল—স্নেহর বাড়ীর খিড়কীর পুকুরের দিকে আলো নাই। সে নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া অন্ধকারে সেই দিকে চলিল।

পুষ্করিণীর তীরে আসিয়া সে দেখিল—ঘাটের এক পার্শ্বে অন্ধকারে কে বসিয়া আছে। সে ভীতা হইয়া দাঁড়াইল। স্থিরভাবে শুনিতে লাগিল, বিশেষ করিয়া দেখিল। তাহার বোধ হইল—যেন স্নেহ বসিয়া কাঁদিতেছে।

সে নিকটস্থ হইল, বালিকার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বলিল, "স্নেহ,—বোন্,—কি হয়েছে?"

স্নেহ চমকিতা ও ভীতা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু ত্রস্তে বলিল, "বোন্,—আমি।"

তখন স্নেহ ইন্দুকে চিনিল, বলিল,—"দিদি তুমি! এতদিন কোথায় ছিলে?"

ইন্দু মৃদুস্বরে কহিল, "বোন্—পরে বল্‌ব এ সব কি?"

স্নেহ রোরুদ্যমান স্বরে কহিল, "দিদি, আমার বে—আমি বে ক'র্ব্বো না।"

ইন্দু। দাদার কাছে যাবি?

স্নেহ। হাঁ—যাব।

ইন্দু। তবে আয়!

উভয়েই বালিকা মাত্র। সহসা যাহা মনে হইল, তাহাই করিল। ইন্দু স্নেহর হস্ত ধরিয়া অন্ধকারে গঙ্গার দিকে ছুটিল।

উভয়ে ষ্টিমারে আসিয়া উঠিল। ইন্দু ষ্টিমার খুলিতে বলিল।

সারং সবিনয়ে বলিল, "রাণী মা, অন্ধকার রাত্রি, চালাইলে চড়ায় ঠেকিতে পারে।"

ইন্দু এখন ইন্দু নাই—কুসুম হইয়াছে। সগর্ব্বে বলিল, "কুছ পরোয়া নেই—চালাও।"

অগত্যা সারং ষ্টিমার ছাড়িয়া দিল। ষ্টিমার তীরবেগে কলিকাতার দিকে ছুটিল।

এদিকে স্নেহর বাড়ীতে কি কাণ্ড হইল, তাহা বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কন্যা খুজিয়া না পাইয়া সকলে উন্মত্তপ্রায় হইল, তাহারা নবদ্বীপ তোলপাড় করিয়া ফেলিল, কিন্তু কোথায়ও স্নেহকে খুজিয়া পাওয়া গেল না। বিবাহ উৎসব—শোকের ক্রন্দনে ও হাহাকারে পূর্ণ হইল।

অনেকে স্থির করিল—স্নেহ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহারা জানিত—সুশীলকুমারের সহিত স্নেহর বিবাহের কথা ছিল, স্নেহও সুশীলকে ভালবাসিত।

এদিকে অতি প্রত্যুষে ষ্টিমার কলিকাতায় পৌছিল,—দ্বারবান গাড়ী আনিল, ইন্দু স্নেহকে লইয়া নিজ বাড়ী পৌছিল।

প্রাতে কুমার বাহাদুর সকল কথা শুনিলেন। শুনিয়া চিন্তিত হইলেন, বলিলেন, "কুসুম ভাল কাজ কর নাই। ইহাতে বিপদ ঘটিতে পারে, মকর্দ্দমা হইতে পারে। তাহাদিগকে আমার সম্বাদ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।"

ইন্দু কুমার বাহাদুরকে চিনিত, বলিল,—"আপনি ইহাকে আশ্রয় না দিলে কে দিবে?" স্নেহ দাদাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বে করবে না।"

ইন্দু প্রথমেই তাহার স্নেহময়ী দিদিকে,—কুমার বাহাদুরের স্ত্রীকে হাত করিয়াছিল, তিনিও বলিলেন, "স্নেহকে আমি ছাড়্‌ব না,—তোমার যা ইচ্ছা হয় ক'রগে। তা দের ব'লে ক'য়ে বুঝিয়ে এস। আমরা কুসুমের দাদাকে যেমন ক'রে হয় বা'র ক'র্ব্বো,—কলিকাতা সহরে একজন লোক খুঁজে বা'র কর্ত্তে পার্ব্বো না। স্নেহের বাপ বলেছেন যে, টাকা হ'লে স্নেহর সঙ্গে তাঁর বে দেবেন,—তুমি টাকা না দাও—আমি তাঁকে টাকা দিয়ে বড় লোক ক'র্ব্বো। তখন তো আর আপত্তি থাক্‌বে না।"

এরূপ উকিল পাইলে কাহার না মকর্দ্দমা জয় হয়? কুসুমের মকর্দ্দমা ডিক্রী হইল। স্নেহ—কুমার বাহাদুরের স্ত্রীর নিকট রহিল।

সেই দিনই কুমার বাহাদুরের লোক আবার নবদ্বীপের দিকে ছুটিল। কুমার বাহাদুর স্বয়ং স্নেহর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

টাকার জোর বড় জোর! কুমার বাহাদুর কেবল বড় লোক বলিয়াই সকলের মাননীয় ছিলেন, তাহা নহে। তাহার দয়া দান দাক্ষিণ্যে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও মান্য করিত—প্রকৃত ভাল বাসিত।

স্নেহর পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে, তাঁহার পক্ষে বিশেষ কঠিন হইল না। হারান কন্যা পাইয়া, তাঁহারা সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। সেই দিনই স্নেহর পিতামাতাকে লইয়া কুমার বাহাদুর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহারা কিয়দ্দিন মহাসুখে ও আনন্দে কুমার বাহাদুরের প্রাসাদে কাটাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সুশীল কুমারের

সহিত স্নেহের বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কুমার বাহাদুরও যেরূপে হয় শীঘ্রই তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবেন,—বলিলেন।

নবদ্বীপের সকলেই ইন্দুর বৃত্তান্ত শুনিল, শুনিয়া পদার মা বুড়ী বলিল, "জানি গো জানি, কতদিন না বলেছি—ও ছুঁড়ী রাজরাণী হবে,—এই দেখ্‌লি তো—দেখ্‌লি ফল্‌লো। অভাগার দশা,—এই সময় বুড়ীমাগী ম'রে গেল,—না হ'লে রাজরাণীর পিসী হ'তো।"
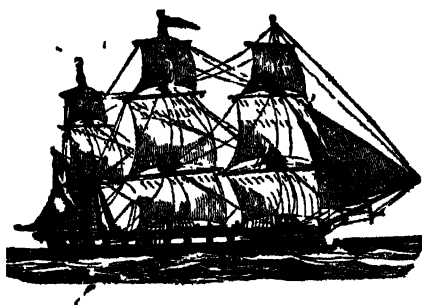
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

বিপদের সূত্র।

সেই দিন হইতে কুমার বাহাদুর নানারূপে সুশীল কুমারের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন,—কিন্তু তাঁহার কোন সন্ধানই পাই-লেন না। কিরূপে পাইবেন? সুশীল কুমার নিজ নাম পরিত্যাগ করিয়া শান্তশীল হইয়াছিলেন।

খুনের মকর্দ্দমার কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে, শান্তশীল একখানা সংবাদ পত্রে নিম্ন বিজ্ঞাপনটী দেখিতে পাইয়াছিলেন।

সুশীল বাবু,

আমার সহিত দেখা করিলে—আপনি যাহা চান, তাহা পাইতে পারেন।

কুমার বাহাদুর।

শান্তশীল বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিয়া ভাবিলেন, "এ নিশ্চয়ই অন্য কোন সুশীল, পৃথিবীতে হাজার হাজার সুশীল থাকিতে পারে। না হইলে কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করিলে, আমি যা চাই তা কিরূপে পাইতে পারি। তিনি আমাকে চিনেন না,—আমিও তাঁহাকে চিনি না, যাই হউক, সময় মত একবার দেখা করা যাবে।"

কিন্তু তাঁহার সে সময় আর হয় নাই। তিনি কয়দিন পর হইতেই খুনি ও চুরি মকর্দ্দমায় গভীরভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

যে দিন খালধাঁরে লাস পাওয়া যায়, সেই দিন রাত্রি আট-টার সময় কুসুম আসিয়া কুমার বাহাদুরের হাতে একখানি পত্র দিল।

কুমার বাহাদুর তাহার সম্বন্ধি কুমার নরেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে দাবা খেলিতেছিলেন। মাথা তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, "অসময়ে চাঁদের উদয় কেন ?"

কিন্তু কুসুমের বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে ?"

কুসুম কেবলমাত্র বলিল, "পড়ুন।"

কুমার বাহাদুর পত্রখানি পড়িয়া কুমার নরেন্দ্র নারায়ণকে পড়িতে দিলেন। পত্রখানি এই :—

কল্যাণীয়া

জানিতাম তুমি কুমার বাহাদুরের কাছে আছ, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার উপায় নাই। মনে করিয়াছিলাম আর কখনও তোমার নাম করিব না, কিন্তু আমি মৃত্যুশয্যায়,—তাই একবার তোমায় দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। বোধ হয়, আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না। আমি গড়পাড়ের একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে কঠিন পীড়ায় পড়িয়া আছি,—দেখিবার লোক নাই,—পয়সা নাই, কাজেই চিকিৎসা হয় না,—খাইতে পাই না। যদি মৃত্যুকালে একবার দেখিতে চাও, তবে খালের ধার দিয়া আসিলে, বাগানের মধ্যে একটা ভাঙ্গা একতালা দেখিতে পাইবে। সেই বাড়ীতে আমি আছি। লিখিবার ক্ষমতা নাই, তাই অন্যকে দিয়া লিখাইলাম। ইতি

তোমার হতভাগা দাদা।

পত্র পাঠ করিয়া কুমার নরেন্দ্র নারায়ণ কুসুমের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন—তাহার দুই চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে নয়নাশ্রু ঝরিতেছে। তিনি বলিলেন, "কেঁদ না,—আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।"

কাঁদিতে কাঁদিতে কুসুম বলিল, "স্নেহকেও নিয়ে যাবে? স্নেহকে দেখলে দাদার অসুখ সেরে যাবে।"

কুমার বলিলেন, "তাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।"

তখন কুমার বাহাদুর ধীরে ধীরে বলিলেন, "যদি পত্র সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত।"

নরেন্দ্র। সত্য নহে তো মিথ্যা হ'বার কারণ কি?

কুমার বাহাদুর। কুমার,—বড় লোকের অনেক শত্রু। আমাদের সর্ব্বদাই বিশেষ সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এই পত্র কুসুমের দাদার হাতের লেখা নয়। পত্রে কুসুমের বা তাঁহার কোন আত্মীয়েরই নাম নাই,—এত রাত্রে অচেনা লোক দ্বারবানের হাতে পত্র দিয়ে চলে গেছে, যাহা হউক, সাবধানে কাজ করা ভাল।

কুসুম কাতরে বলিল, "তবে কি আমি যাব না?"

সরলচিত্ত কুমার নরেন্দ্র নারায়ণ বলিলেন, "কুসুম আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব,—তুমি কেঁদ না।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "কেঁদ না—যাওয়াই স্থির?"

কুসুম সোৎসাহে বলিল, "স্নেহ যাবে?" কুমার বাহাদুর বলিলেন, "তার না যাওয়াই কি ভাল নয়? সে ছেলে মানুষ, তারপর যদি তোমার দাদা যথার্থই পীড়িত হন, তবে তাঁর পীড়া বাড়িতে পারে।"

কুসুম সোৎসাহে কহিল, "আমি নিশ্চয়ই বল্‌চি, তাকে দেখ্‌লে দাদা আরাম হবেন।"

কুমার বাহাদুর কাহাকেই প্রায়ই না বলিতে পারিতেন না। বলিলেন, "তবে তাই—যাও. ঠিক হওগে.—আমরা বন্দোবস্ত ক'রছি।"

কুসুম চলিয়া গেলে কুমার বাহাদুর নরেন্দ্র নারায়ণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সত্যি ব'ল্‌তে কি তোমায়, আমার মনে হ'চ্ছে যেন কি একটা বিপদ ঘট্‌বে।"

নরেন্দ্র নারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার সর্ব্বদাই তো এক ভাব।"

"কুমার তুমি হাসিতে পার," কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হ'চ্চে।

নরেন্দ্র। তুমি থাক, আমি এদের নিয়ে যাচ্চি, সঙ্গে একটা পিস্তল নিব।

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন,—"ভায়ার এখন রক্ত গরম আছে। আমাকে অনেক ঠেকে শিখ্‌তে হয়েছে। যাহা হউক,—চল।"

কুমার বাহাদুর কোচমানকে ডাকিয়া একখানি গাড়ী জুতিতে আজ্ঞা দিলেন। তৎপরে কুমার নরেন্দ্র নারায়ণকে বলিলেন, "হাস আর যাই কর,—সাবধানের মার নাই। তুমি একটা চাষাভূষার পোষাকে চল।—হে'স না,—আমার মন প্রায়ই মিথ্যে বলে না। আমি গাড়ী নিয়ে দূরে থাক্‌ব,—তুমি এদের নিয়ে সেই বাড়ীতে যেও। যদি যথার্থই কুসুমের দাদা না হয়,—এদের কোন রকমে গাড়ীতে তুলে দিও, তারপর যাহা হয়, দেখা যাবে।"

নরেন্দ্র নারায়ণ বলিলেন, "তুমি এত সন্দেহ ক'র্‌ছ কেন?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আমার মন বল্‌চে ব'লে।"

তাহাই হইল। নরেন্দ্রনারায়ণ চাষারবেশে চলিলেন,—কিন্তু পিস্তলটা সঙ্গে লইতে ভুলিলেন না।

এই সকল আয়োজন করিতে অনেক রাত্রি হইল। তখন তাঁহারা দুইজনে স্নেহ ও কুসুমকে লইয়া—গড়পাড়ের দিকে চলিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—*—

বিপদ।

রাত্রে যে বাড়ীর উল্লেখ ছিল,—তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহাদের বিশেষ ক্লেশ হইল না। তাঁহারা দেখিলেন,—রাত্রি ঘোর অন্ধকার,—কোন দিকে কিছুই দেখা যায় না। একটু পূর্ব্বে একটু একটু বৃষ্টি হইয়া গিযাছে।

কুমার বাহাদুর কোচমানকে বলিলেন, "গাড়ী খুব আস্তে আস্তে নিয়ে যাও।" গাড়ী নিঃশব্দে অন্ধকারে চলিল।

বাড়ীর নিকট আসিয়া তাঁহাবা দেখিলেন,—বাড়ীর সম্মুখে একটু খোলা মাঠ,—পশ্চাতে একটা বাগান। ঐ বাগানের পশ্চাতে একটা ছোট গলি।

কুমার বাহাদুর কুসুম ও স্নেহকে নরেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে নামাইয়া দিয়া, কোচমানকে গাড়ী গলির ভিতর রাখিতে বলিলেন।

নরেন্দ্র নারায়ণ—কুসুম ও স্নেহর হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পনে সেই বাড়ীর দিকে চলিলেন।

দেখিলেন—বাড়ীর দ্বার বন্ধ, কিন্তু গৃহে আলো আছে। দ্বারের পার্শ্ব দিয়া একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে। তিনি

দ্বারে ধাক্কা দিলেন,—দ্বার খুলিয়া গেল। তখন তিনি স্নেহ ও কুসুমের হস্ত ধরিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

তাঁহারা যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে কুসুম ও স্নেহ উভয়েই তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহারা সুশীল কুমারকে দেখিতে পাইল না, দেখিল—একটা বিকট মৃতদেহ গৃহমধ্যে পড়িয়া আছে, আর তিন চারিজন ভীমকায় লোক তাহারই নিকট দণ্ডায়মান আছে।

সহসা একব্যক্তি জানালা দিয়া বলিল, "পালা পুলিশ!" অমনই ভীমকায় লোকগুলা জানালা দিয়া লাফাইয়া অন্তর্হিত হইল। নরেন্দ্র নারায়ণ বুঝিলেন, কয়েক জন লোক গৃহের দ্বারের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া খিল লাগাইয়া ভিতরের দ্বারে পিট লাগাইয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "কুসুম,—এ ব্যাকুল হবার সময় নহে, স্নেহকে নিয়ে পালাও,—পিছনে দ্বার আছে। কুমার বাহাদুর গাড়ী নিয়ে পিছনে আছেন, পালাও—আমার জন্যে ভেব না। তোমরা ধরা প'ড়লে মান-সম্ভ্রম সব যাবে।"

কুসুম স্তম্ভিত হইয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, নরেন্দ্র নারায়ণের কথায় তাহার চৈতন্য হইল, সে মূর্চ্ছিত-প্রায় স্নেহকে টানিয়া লইয়া পশ্চাৎস্থ দ্বার দিয়া পলাইল। দ্বারে কিসে তাহার গলায় টান পড়িল, সে সবলে ঘাড় টানিয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।—তাহার যে বহুমূল্য হার ছিড়িয়া পড়িয়া গেল, সে তাহা জানিতে পারিল না।

পশ্চাৎস্থ গলিতে গাড়ী ছিল। তাহাদের চীৎকার শব্দ শুনিয়া কুমার বাহাদুর গাড়ী হইতে নামিয়া সত্বর বাড়ীর দিকে আসিতে

ছিলেন, সম্মুখে দেখিলেন, কুসুম স্নেহকে একরূপ ক্রোড়ে করিয়া লইয়া আসিতেছে।

তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন, বলিলেন, "ভয় নেই—যাও, আমি নরেন্দ্রকে দেখে আস্‌বো।"

তাহার পর কোচমানকে বলিলেন "জল্‌দি জোর্‌সে হাঁকায়কে ঘর যাও।" গাড়ী তীরবেগে ছুটিল।

কুমার বাহাদুর তখন ঘরের দিকে চলিলেন, দূর হইতে দেখিলেন—কুমার নরেন্দ্র নারায়ণকে পুলিশে ধৃত করিয়াছে। তখন গোল করা বা আত্ম পরিচয় দেওয়া বিহিত নহে দেখিয়া, তিনি সত্বর তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

পার্শ্বে দেখিলেন একটী প্রাচীর-বেষ্টিত বাগান। তিনি সেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নিঃশব্দে সদর রাস্তার দিকে আসিয়া অন্ধকারে লুকায়িত রহিলেন।

তিনি দেখিলেন, পুলিশ দুইজন জমাদারকে রাখিয়া আসামীকে লইয়া চলিয়া গেল, তিনি আরও দেখিলেন যে, জমাদারদ্বয় কিয়ৎক্ষণ পরে পশ্চাৎস্থ বাগানের দিকে চলিয়া গেল।

তখন গৃহমধ্যে কি আছে কি হইয়াছে দেখিবার জন্য তিনি শীঘ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—গৃহে কেবল এক ভয়াবহ মৃতদেহ পড়িয়া আছে।

সুশীল কুমারের মৃত দেহ কি না জানিবার জন্য ঐ মৃতদেহের পকেটে কোন কাগজ পত্র আছে কি না দেখিবার জন্য, তাহার পকেট উল্টাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন।

কি কৌশলে পাগল সাজিয়া কুমার নরেন্দ্র নারায়ণ আত্ম পরিচয় গোপন রাখিয়াছিলেন, তাহাও পাঠকগণ অবগত আছেন। তাহার পর তিনি কুমার বাহাদুরের সাক্ষীতে খালাস হইয়া যান, তাহাও সকলে জানেন।

বলিতে হইবে কি এ সমুদয় ষড়যন্ত্র বলভদ্র সিংহই করিয়াছিলেন। এক ঢিলে দুই পাখী মারাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনিই কুসুমকে পত্র লিখিয়াছিলেন,—উদ্দেশ্য মৃতদেহের গৃহে কুসুমসহ কুমার বাহাদুরকে পাইলে, তিনি তাঁহাকে দিয়া যত টাকা ইচ্ছা—অনায়াসেই লিখাইয়া লইতে পারিবেন। হয় তো সহসা পুলিশ আসিয়া না পড়িলে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণও হইত, কিন্তু ভাগ্যবানের ভার ভগবান বহেন, তিনিই সেদিন কুমার বাহাদুরের সম্ভ্রম ধন দৌলত সকলই রক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমরা জানি—বলভদ্র সেদিন বিফল-মনোরথ হইলেও নিজ অভিসন্ধি পরিত্যাগ করেন নাই। পরে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা জানি।

শান্তশীল প'ড়ো বাড়ীর হার, পায়ের দাগ প্রভৃতির যে রহস্য লইয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, সে সমস্তই এতদিনে সকলে জানিতে পারিলেন।

নিকটে থাকিয়াও মানুষ নিকটস্থ লোক দেখিতে পায় না, ভগবানের ইহাই সুকৌশল। শান্তশীলকে কুমার বাহাদুর বহুকাল হইতেই চিনিতেন,—অথচ তিনি এই লোককেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন।

যে দিন শান্তশীল প্রথম কুমার বাহাদুরের বাড়ী আইসেন, সেইদিন কুসুম তাঁহাকে দেখিতে পায়, সেইদিনই কুমার বাহাদুর প্রথম জানিতে পারেন,—তিনিই কুসুমের দাদা। পূর্ব্বে জানিলে হয়তো এত ঘটনা ঘটিত না, এ বিবরণ লিখিত হইত না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

এই সকল ঘটনার কিয়দ্দিন পরে একদিন পুলিশ আফিসের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে মহা ধুম পড়িয়া গেল।

কলিকাতার সমস্ত পাহারাওয়ালা একদিকে সারি দিয়া কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়াছে। অন্য দিকে ইংরেজ সার্জ্জেনগণ দণ্ডায়মান, অপর দিকে সমস্ত ইনেস্পেক্টর ও সুপারিণ্টেণ্ডগণ,—মধ্যস্থল শূন্য বিস্তৃত স্থান।

সেই খোলা স্থানের মধ্যস্থলে দুই জন ইনেস্পেক্টর প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

সম্মুখে বহু ভদ্র ও বড় ইংরেজ এবং বাঙ্গালী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাদের পশ্চাতে দুই বৃহৎ ওয়েলারযুক্ত গাড়ী দণ্ডায়মান, গাড়ীর জানালা দরজা বন্ধ।

সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—এ গাড়ী কা'র,—গাড়ীতে কে আছেন?

যাহারা জানিতেন তাহারা বলিলেন, "গাড়ী কুমার বাহাদুরের,—ভিতরে কে আছেন জানি না।"

এক পার্শ্বে একদল গোরা বাদ্যকর উপস্থিত ছিল। ঠিক পাঁচটা বাজিলে তাহারা সুমধুর বাদ্যধ্বনি করিয়া উঠিল।

বাদ্য বন্ধ হইলে পুলিশ কমিসনার অগ্রবর্ত্তী হইয়া গলা উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, "বোধ হয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন—কেন আপনাদিগকে এখানে সমবেত করা হইয়াছে। আমাদের মধ্যে যদি কেহ দক্ষতা দেখাইতে পারেন, তবে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। আমাদের মধ্যে দুই জন এই-রূপ দক্ষতা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি আপনাদের সকলের সম্মুখে তাঁহাদিগকে গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার দিব। ইঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমি আশা করি, এবং গভর্ণমেণ্টও আশা করেন যে, আপনারা সকলেই ইঁহাদের মত দক্ষ হইবেন। "মওলাবক্স ইনেস্পেক্টর সাহেব——"

মওলাবক্স ইনেস্পেক্টর সাহেব ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সাহেবের সম্মুখীন হইলেন—কম্পিত হস্তে সেলাম দিলেন।

সাহেব বলিলেন, "মওলাবক্স ইনেস্পেক্টর সাহেব,—গভর্ণমেণ্ট আপনার দক্ষতায় প্রীত হইয়া আপনাকে ইনেস্পেক্টরের পদে উন্নীত করিয়াছেন, কেবল ইহাই নহে, আপনার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে এই সুবর্ণ ঘড়ি ও চেন উপহার প্রদান করিয়াছেন।"

মওলাবক্স ইনেস্পেক্টর সাহেব আ-ভূমি সেলাম করিয়া বলি-লেন, "হুজুরের মেহেরবানি—আমার দোস্ত ইনেস্পেক্টর শাস্তশীল সাহেবের মেহেরবানি।"

সকলে মৃদু হাস্য করিলেন। মণ্ডলাবক্স সেলাম দিতে দিতে নিজ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সাহেব বলিলেন, "ইনেস্পেক্টর শান্তশীল সাহেব——"

শান্তশীল ধীর পদবিক্ষেপে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিলেন।

সাহেব বলিলেন, "ইনেস্পেক্টর শান্তশীল সাহেব, আপনি পুলিশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, আমাদের সকলেরই মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। আপনার কার্য্য-দক্ষতায়, ডিটেক্‌টিভ ক্ষমতায়, গভর্ণমেণ্ট বিশেষ প্রীত হইয়া, আপনি যে দিন আহত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন, সেই দিনই আপনাকে ইনেস্পেক্টরের পদে উন্নীত করিয়াছেন। আপনার জীবনের কোনই আশা ছিল না, পুলিশের কার্য্যে আপনি প্রাণ দিয়াছিলেন। আমি গভর্ণমেণ্টকে আপনার সুস্থ সম্বাদ বিশেষ আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। গভর্ণমেণ্টও আপনার পুনর্জ্জীবন লাভে আমাদের সকলেরই ন্যায় বিশেষ আনন্দিত হইয়া আপনাকে আজ হইতে ডিটেক্‌টিভ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন, কেবল ইহাই নহে, এই সুন্দর সুবর্ণখচিত অসি আপনাকে উপঢৌকন দিয়াছেন।"

কমিশনার সাহেব স্বয়ং শান্তশীলের কটিতে অসি বদ্ধ করিয়া দিলেন,—অমনই বাদ্য বাজিয়া উঠিল।

বাদ্য নীরব হইলে সাহেব বলিলেন, "বন্ধুগণ, গভর্ণমেণ্ট আমাকে আরও একটী আনন্দ ও সুখের কার্য্যের ভার দিয়াছেন। আমি জীবনে এরূপ আনন্দজনক কার্য্য করি নাই, বোধ হয় আর কখনও করিব না। আমি জানি—আপনারা

সকলেও ঠিক সেইরূপ আনন্দ উপলব্ধি করিবেন। "কুমার বাহাদুর——"

কুমার বাহাদুর সত্বর যাইয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া খুকির হাত ধরিয়া লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। এখন খুকি আর ছিন্ন-বসনা নহে, বহু মূল্যবান্ বস্ত্রে সজ্জিতা।

সাহেব বলিলেন, "এই ক্ষুদ্র বালিকা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শান্তশীল সাহেবের বহুমূল্য প্রাণ রক্ষা করিয়া, গভর্ণমেণ্ট, পুলিশের ও দেশের পরম উপকার করিয়াছেন। ইনি পুলিশকে সাহায্য করিয়া একদল ভয়ানক ডাকাইত, জুয়াচোর, জালিয়াত ও খুনীকে ধরিয়া দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টকে ও পুলিশকে এইরূপে সাহায্য করায় গভর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে এই বহুমূল্য হীরক-হার উপহার দিয়াছেন। আমি বিশেষ আনন্দের সহিত ইহার গলায় পরাইয়া দিলাম। আপনারা সকলে ইহার উদ্দেশ্যে সমস্বরে তিনবার হুর্‌রে ধ্বনি করুন।"

হিপ হিপ হুর্‌রে ধ্বনিতে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, বাদ্য বাজিল, সকলে আদরে খুকির হস্ত মর্দ্দন করিতে আসিলেন, কিন্তু সে ছুটিয়া গাড়ীর দিকে চলিল, বলিল,—"ছোট মাকে দেখাই গে।" গাড়ীতে কুমার বাহাদুরের স্ত্রী, স্নেহ ও শৈল ছিল।

* * * * *

শান্তশীল শীঘ্রই পুলিশের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কুমার বাহাদুরের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন।

পরিশিষ্ট

প্রায মাসাবধি হইল একদিন কুসুম কুমার বাহাদুরের নিকট বলিলেন, "স্নেহ কি চিরকালই আইবুড় থাকবে?"

কুমাব বাহাদুব হাসিয়া বলিলেন, "বিবাহ কি হয নি?'

কুসুম কটাক্ষ-নেত্রে কুমার বাহাদুরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সকল তাতেই রঙ্গ।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "তোমার মুখে শুনিব বলিয়াই এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিলাম। ভাল, আজ হইতে লাগিলাম।"

সেই দিনই নবদ্বীপে লোক গেল। স্নেহর পিতামাতা আসিলেন—বিবাহের ধুম পড়িয়া গেল। বিবাহ কুমার বাহাদুরের বাড়ীতেই হইল, সুতরাং তাঁহার মর্য্যাদামত উদ্যোগ আয়োজনাদিও করিতে হইল।

এতদিন পরে কুমার বাহাদুর জানিলেন, শান্তশীলের প্রকৃত নাম সুশীল কুমার ও তাঁহার নাম পরিবর্ত্তনের কারণ শুনিয়া বুঝিলেন—পবিত্র প্রণয়ে মনুষ্যকে অতি সামান্য অবস্থা হইতেও কিরূপে উন্নতির উচ্চ সীমায় আনয়ন করে, প্রেমিক প্রণয়িনীকে পাইবার জন্য কিরূপে বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়াও অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করে।

শান্তশীলের অবস্থার এখন ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তিনি এখন একজন বিশিষ্ট বড়লোক, সুতরাং স্নেহর পিতা ব্রাহ্মণ,

...মো মহাশয়ের আর এখন বিবাহের কোন আপত্তিই রহিল না। হায় টাকা! সকলই তোমার মহিমা—রামরূপ ঘোষ একদিন যে সুশীলকুমারকে দরিদ্র জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া স্নেহকে অপর পাত্রে অর্পণ করিতেছিলেন, আজ অবস্থান্তর ঘটাতে সেই সুশীল-কুমারকে যথেষ্ট খাতির করিয়া কন্যাদান করিতেছেন। এরূপ ... ত ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে, কে তাহা বলিতে পারে? টাকায় ... হয়! অতি ঘোর নারকীও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া পরিগণিত ..., অতি বড় মূর্খও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত ...। অতএব শান্তশীলের ন্যায় পাত্র যে বিশেষ সমাদরের সহিত ... হইবেন তৎপক্ষে কোন সন্দেহই নাই।

মওলাবক্স সাহেব আজ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত সকল বিষয় তদারক করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে শান্তশীলের নিকট গিয়া বলিতেছিলেন, "তখনই তো ব'লেছি, ... বিবি তোকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট না ক'রে ছাড়বে না।"

শান্তশীল হাসিয়া বলিলেন, "বিবি সাহেব কি করিল? আমি নিজের অধ্যবসায়ে হয়েছি।"

মওলাবক্স বলিলেন, "ভায়া! এটা আর বুঝলে না, সেই মেমোতেই তুমি বড়লোক হইয়াছ। ওঁরা কি হাতে ক'রে কিছু করেন? এই আমাদের বড় সাহেবের ন্যায় হুকুমে কাজ সারেন, অথচ কাজ শেষ হইলে বাহবা নেন্—নাম হয় সাহেবের।"

মওলাবক্সের কথা শুনিয়া সকলেই হাসিলেন। স্বয়ং সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এ বিবাহে উপস্থিত হইলেন। খুব সমারোহের সহিত বিবাহকার্য্য সমাধা হইল।

নব-দম্পতী হারানিধি পাইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।